নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী
রাহিমাহুল্লাহ

কার খলীফা

সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৯

AhlussunnahMedia
https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

মূল ধারা আহলে সুন্নাত বা ডানপন্থী সুন্নীঃ

মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত - সাহাবা তাবিঈন আইম্মায়ে মুজাতাহিদীন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত। পাইকারী তাকফীর ও তাদ্বলীল যাদের উসূলে নাই।

গোলাবী খারিজী বা বামপন্থী সুন্নীঃ

তাদের কাজঃ নতুন নতুন ফিতনা বাহির করা, পাইকারী তাকফীর, তাওহীব ও তাদ্বলীল করা।

তাদের শ্লোগানঃ ‘‘অমুক কাফের, যে আমাদের কথামত অমুক কে কাফের মানবে না, সেও কাফের’’।

sumi Tv
PowerDirector

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

১। সিলেটের একজন বুজুর্গ (নাম অন্য সময় বলব ইনশাআল্লাহ)
২। মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল (লন্ডন)
৩। মাওলানা সাঊদ সিদ্দীকী ফুরফুরা, ইন্ডিয়া
৪। জনাব ফাদ্বলুল করীম ঢাকা
৫। জনাব মুহাম্মাদ জাবেদ আহমাদ ঢাকা
৬। মাওলানা আবুল হুসাইন, বাংলাদেশ
৭। আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া এডমিন প্যানেল

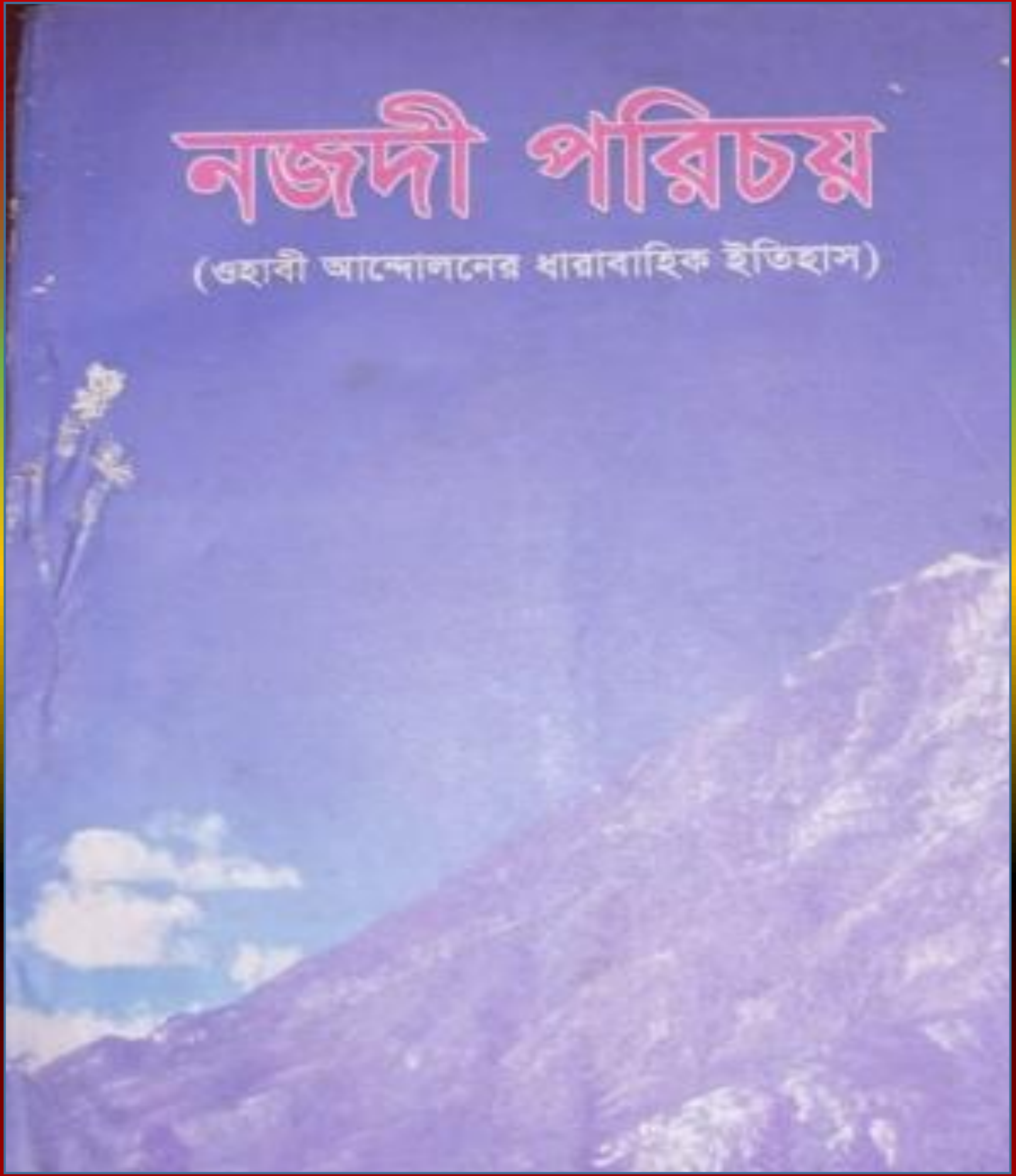

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

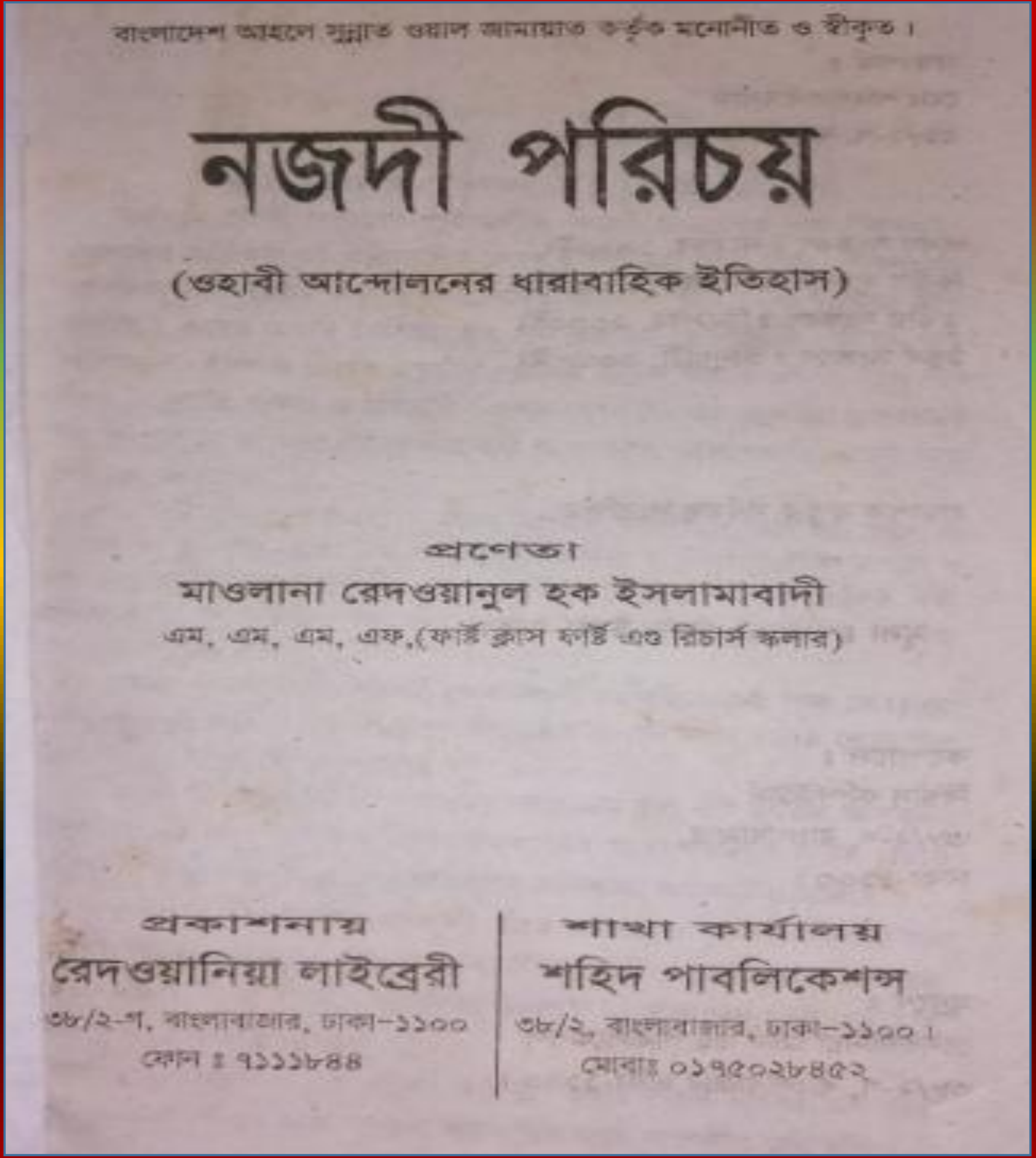

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

প্রণেতা
মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী
এম, এম, এম, এফ,(ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এণ্ড রিচার্স স্কলার)

প্রকাশনায়
রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৩৮/২-গ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৮৪৪

শাখা কার্যালয়
শহিদ পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাঃ ০১৭৫০২৮৪৫২

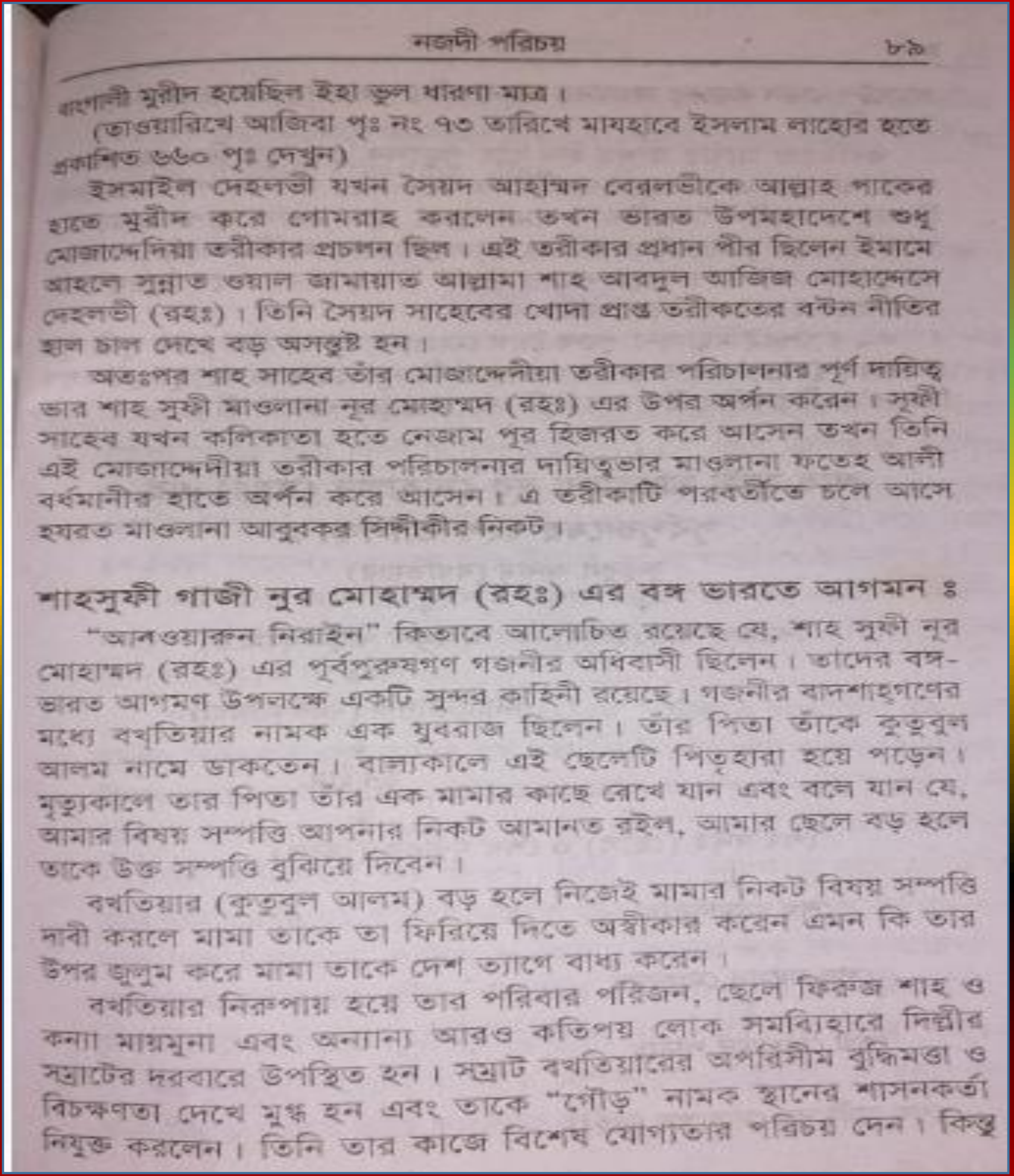

বাংগালী মুরীদ হয়েছিল ইহা ভুল ধারণা মাত্র।

(তাওয়ারিখে আজিবা পৃঃ নং ৭৩ তারিখে মাযহাবে ইসলাম লাহোর হতে প্রকাশিত ৬৬০ পৃঃ দেখুন)

ইসমাইল দেহলভী যখন সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে আল্লাহ পাকের হাতে মুরীদ করে গোমরাহ করলেন তখন ভারত উপমহাদেশে শুধু মোজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রচলন ছিল। এই তরীকার প্রধান পীর ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)। তিনি সৈয়দ সাহেবের খোদা প্রাপ্ত তরীকতের বন্টন নীতির হাল চাল দেখে বড় অসন্তুষ্ট হন।

অতঃপর শাহ সাহেব তাঁর মোজাদ্দেদীয়া তরীকার পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব ভার শাহ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর উপর অর্পন করেন। সূফী সাহেব যখন কলিকাতা হতে নেজাম পুর হিজরত করে আসেন তখন তিনি এই মোজাদ্দেদীয়া তরীকার পরিচালনার দায়িত্বভার মাওলানা ফতেহ আলী বর্ধমানীর হাতে অর্পন করে আসেন। এ তরীকাটি পরবর্তীতে চলে আসে হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দীকীর নিকট।

শাহসুফী গাজী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বঙ্গ ভারতে আগমন ঃ

“আনওয়ারুল নিরাইন” কিতাবে আলোচিত রয়েছে যে, শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্বপুরুষগণ গজনীর অধিবাসী ছিলেন। তাদের বঙ্গ-ভারত আগমণ উপলক্ষে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে। গজনীর বাদশাহগণের মধ্যে বখতিয়ার নামক এক যুবরাজ ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে কুতুবুল আলম নামে ডাকতেন। বাল্যকালে এই ছেলেটি পিতৃহারা হয়ে পড়েন। মৃত্যুকালে তার পিতা তাঁর এক মামার কাছে রেখে যান এবং বলে যান যে, আমার বিষয় সম্পত্তি আপনার নিকট আমানত রইল, আমার ছেলে বড় হলে তাকে উক্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিবেন।

বখতিয়ার (কুতুবুল আলম) বড় হলে নিজেই মামার নিকট বিষয় সম্পত্তি দাবী করলে মামা তাকে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন এমন কি তার উপর জুলুম করে মামা তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।

বখতিয়ার নিরুপায় হয়ে তার পরিবার পরিজন, ছেলে ফিরুজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা এবং অন্যান্য আরও কতিপয় লোক সমবিব্যাহারে দিল্লীর সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন। সম্রাট বখতিয়ারের অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে “গৌড়” নামক স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি তার কাজে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। কিন্তু

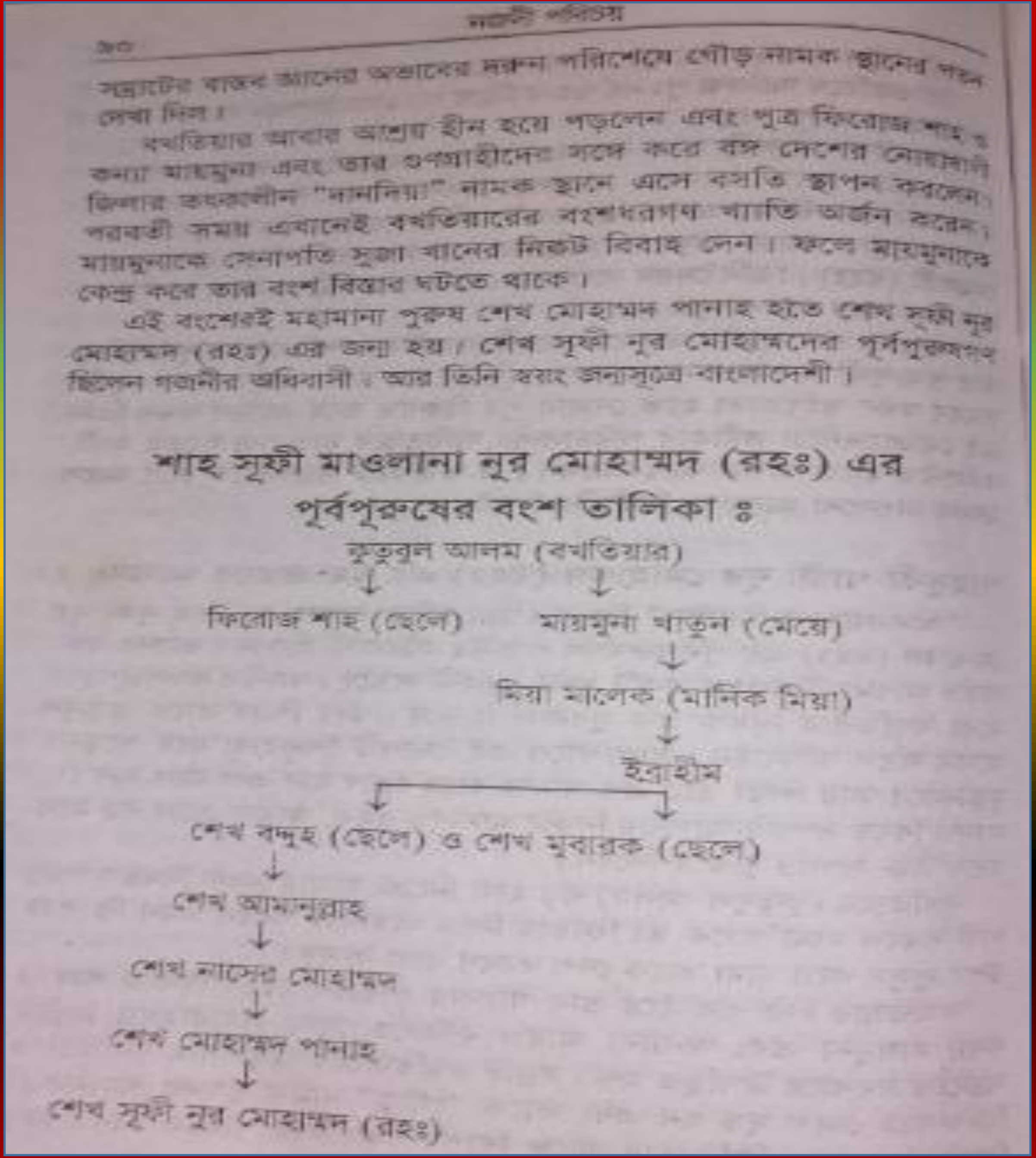

সম্রাটের বাস্তব জ্ঞানের অভাবের দরুন পরিশেষে গৌড় নামক স্থানের পতন দেখা দিল।

বখতিয়ার আবার আশ্রয় হীন হয়ে পড়লেন এবং পুত্র ফিরোজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা এবং তার গুণগ্রাহীদের সঙ্গে করে বঙ্গ দেশের নোয়াখালী জিলার তৎকালীন "মাননিয়া" নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করলেন। পরবর্তী সময় এখানেই বখতিয়ারের বংশধরগণ খ্যাতি অর্জন করেন। মায়মুনাকে সেনাপতি সুজা খানের নিকট বিবাহ দেন। ফলে মায়মুনাকে কেন্দ্র করে তার বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে।

এই বংশেরই মহামান্য পুরুষ শেখ মোহাম্মদ পানাহ হতে শেখ সূফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর জন্ম হয়। শেখ সূফী নুর মোহাম্মদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন গজনীর অধিবাসী। আর তিনি স্বয়ং জন্মসূত্রে বাংলাদেশী।

শাহ সূফী মাওলানা নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্বপুরুষের বংশ তালিকা ঃ

কুতুবুল আলম (বখতিয়ার)
↓ ↓
ফিরোজ শাহ (ছেলে) মায়মুনা খাতুন (মেয়ে)
↓
মিয়া মালেক (মানিক মিয়া)
↓
ইব্রাহীম
↓ ↓
শেখ বদ্দুহ (ছেলে) ও শেখ মুবারক (ছেলে)
↓
শেখ আমানুল্লাহ
↓
শেখ নাসের মোহাম্মদ
↓
শেখ মোহাম্মদ পানাহ
↓
শেখ সূফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ)

শেখ শাহ সূফী মাওলানা নুর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মাজার শরীফ বর্তমানে নিম্ন ঠিকানায় অবস্থিতঃ গ্রাম ঃ মিঠানালা-সুফীয়া, ডাকঘর ঃ সুফীয়া মাদ্রাসা, উপজেলা ঃ মিরস্বরাই, চট্টগ্রাম।

শেখ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা জীবন ঃ

শেখ সুফী মাওলানা নুর মোহাম্মদ (রঃ) তাঁর সুশিক্ষিত পিতা 'পানাহ' এর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ সময় হতেই তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতায় যান। সে সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ। এই নেকবখত মাওলানা ওয়াজি উল্লাহর আমলেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন (বর্তমান কামেল)। প্রথমে তাঁর উপাধী হয় ফখরুল মোহাদ্দেসীন। তিনি যখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ণ করেন তার বহু বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এতদ্দেশীয় অনেকে ভুল করে তাঁকে দেওবন্দী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

শেখ সুফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বদৌলতে আমাদের এই দেশে হাদীস শিক্ষার উন্নয়ণ সাধিত হয়। হাদীস শিক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর হাদীস শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি ছিল শাহ ওলী উল্লাহ ও শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর মত অবিকল। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব সুফী সাহেবের তরীকতের পীর ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতা হতে প্রত্যাবর্তন করে চট্টগ্রামে মিরের স্বরাইর অন্তর্গত মলিআইশে আগমণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের এক বিপুল ভান্ডার। এ থেকেই মলিআইশের সুফীয়া মসজিদে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মলিআইশই ছিল শেখ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর শেষ আশ্রয় নিবাস।

অত্র লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত আশআতুল লোমআত (ফারসী) কিতাব খানা আজও আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নীতিমালার তরীকত বন্টনকারী ইমামগণের নামের তালিকা

(উপর হতে নীচের দিকে)

১। ইমামে রব্বানি মোজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহাম্মদ সেরহিন্দী আল-ফারুকী (রহঃ)।

২। হযরত শেখ আদম বিন নূরী (রহঃ)।

৩। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ (রহঃ)।

৪। হযরত আল্লামা শাহ আবদুর রহীম (রহঃ)।

৫। হযরত আল্লামা শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)।

৬। হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)।

৭। হযরত মাওলাা কুতুবুল আকতাব শেখ শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ)।

৮। হযরত মাওলানা কুতুবুল ইরশাদ সুফী ফতেহ আলী বর্দ্ধমানী (মুর্শিদাবাদী) (রঃ)।

৯। আমীরে শরীয়ত হাদীয়ে দাওরান মাওলানা শাহ সুফী আবুবক্কর সিদ্দিক (রহঃ)।

নোট ঃ উপরে বর্ণিত ইমামে তরীকতগণ প্রত্যেকে নীচের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক ভাবে নিজ নিজ খলিফা নিযুক্ত করেন। ৬ নম্বর বর্ণিত অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী সাহেব, তিনি সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছে করেছিলেন, পরে আবার রহিত করে দেন। কারণ শাহ আবদুল আজিজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন বেরলভী সাহেবই ইসমাইল দেহলভী নামীয় খারেজী আকীদা পন্থীকে মুরীদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব স্বয়ং ইসমাইল দেহলভীর সহায়তায় খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে যদি খলিফা নিযুক্ত করা হয়, তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের শামিল হয়ে যাবে। তখন তিনি বেরলভীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বঙ্গ-ভারত মুখী করে দেন অর্থাৎ সূফী নুর মোহাম্মদ (রঃ)-কে শাহ আজিজ (রঃ) এর পীরানে তরীকতের স্থলাভিষিক্ত করেন। এই অভিমত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম মেহেরের।

সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রসঙ্গে

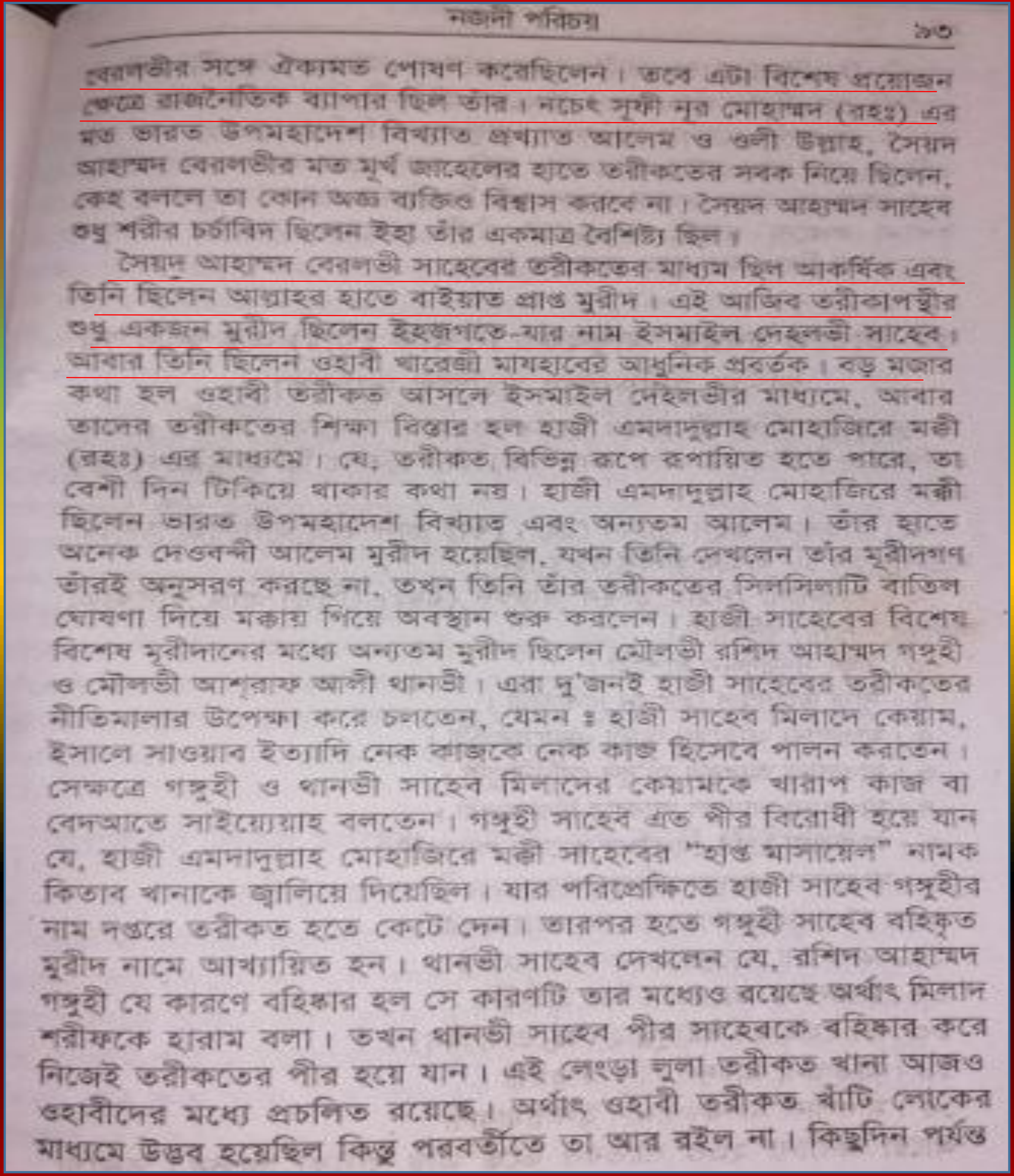

বেরলভীর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। তবে এটা বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল তাঁর। নচেৎ সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) এর মত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত প্রখ্যাত আলেম ও ওলী উল্লাহ, সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীর মত মূর্খ জাহেলের হাতে তরীকতের সবক নিয়ে ছিলেন, কেহ বললে তা কোন অজ্ঞ ব্যক্তিও বিশ্বাস করবে না। সৈয়দ আহাম্মদ সাহেব শুধু শরীর চর্চাবিদ ছিলেন ইহা তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী সাহেবের তরীকতের মাধ্যম ছিল আকর্ষিক এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর হাতে বাইয়াত প্রাপ্ত মুরীদ। এই আজিব তরীকাপন্থীর শুধু একজন মুরীদ ছিলেন ইহজগতে-যার নাম ইসমাইল দেহলভী সাহেব। আবার তিনি ছিলেন ওহাবী খারেজী মাযহাবের আধুনিক প্রবর্তক। বড় মজার কথা হল ওহাবী তরীকত আসলে ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে, আবার তাদের তরীকতের শিক্ষা বিস্তার হল হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রহঃ) এর মাধ্যমে। যে, তরীকত বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হতে পারে, তা বেশী দিন টিকিয়ে থাকার কথা নয়। হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী ছিলেন ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত এবং অন্যতম আলেম। তাঁর হাতে অনেক দেওবন্দী আলেম মুরীদ হয়েছিল, যখন তিনি দেখলেন তাঁর মুরীদগণ তাঁরই অনুসরণ করছে না, তখন তিনি তাঁর তরীকতের সিলসিলাটি বাতিল ঘোষণা দিয়ে মক্কায় গিয়ে অবস্থান শুরু করলেন। হাজী সাহেবের বিশেষ বিশেষ মুরীদানের মধ্যে অন্যতম মুরীদ ছিলেন মৌলভী রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ও মৌলভী আশ্‌রাফ আলী থানভী। এরা দু'জনই হাজী সাহেবের তরীকতের নীতিমালার উপেক্ষা করে চলতেন, যেমন ঃ হাজী সাহেব মিলাদে কেয়াম, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি নেক কাজকে নেক কাজ হিসেবে পালন করতেন। সেক্ষেত্রে গঙ্গুহী ও থানভী সাহেব মিলাদের কেয়ামকে খারাপ কাজ বা বেদআতে সাইয়্যেয়াহ বলতেন। গঙ্গুহী সাহেব এত পীর বিরোধী হয়ে যান যে, হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী সাহেবের "হাপ্ত মাসায়েল" নামক কিতাব খানাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে হাজী সাহেব গঙ্গুহীর নাম দপ্তরে তরীকত হতে কেটে দেন। তারপর হতে গঙ্গুহী সাহেব বহিষ্কৃত মুরীদ নামে আখ্যায়িত হন। থানভী সাহেব দেখলেন যে, রশিদ আহাম্মদ গঙ্গুহী যে কারণে বহিষ্কার হল সে কারণটি তার মধ্যেও রয়েছে অর্থাৎ মিলাদ শরীফকে হারাম বলা। তখন থানভী সাহেব পীর সাহেবকে বহিষ্কার করে নিজেই তরীকতের পীর হয়ে যান। এই লেংড়া লুলা তরীকত খানা আজও ওহাবীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ ওহাবী তরীকত খাঁটি লোকের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা আর রইল না। কিছুদিন পর্যন্ত

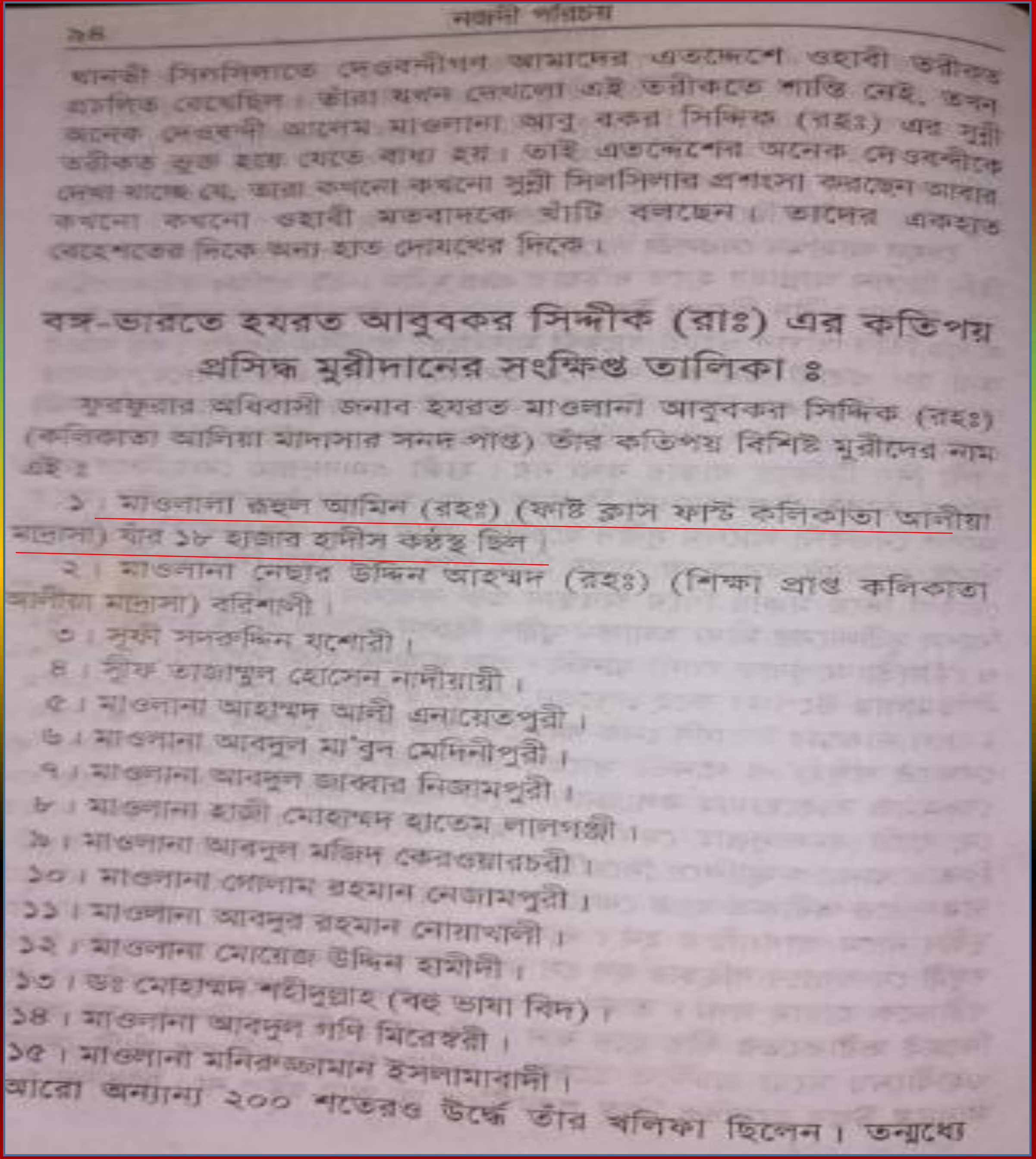

থানভী সিলসিলাতে দেওবন্দীগণ আমাদের এতদ্দেশে ওহাবী তরীকত প্রচলিত রেখেছিল। তাঁরা যখন দেখলো এই তরীকতে শান্তি নেই, তখন অনেক দেওবন্দী আলেম মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) এর সুন্নী তরীকত যুক্ত হতে যেতে বাধ্য হয়। তাই এতদ্দেশের অনেক দেওবন্দীকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা কখনো কখনো সুন্নী সিলসিলার প্রশংসা করছেন আবার কখনো কখনো ওহাবী মতবাদকে খাঁটি বলছেন। তাদের একহাত বেহেশতের দিকে অন্য হাত দোযখের দিকে।

বঙ্গ-ভারতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কতিপয় প্রসিদ্ধ মুরীদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

ফুরফুরার অধিবাসী জনাব হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) (কলিকাতা আলিয়া মাদাসার সনদ প্রাপ্ত) তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট মুরীদের নাম এই ঃ

১। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) (ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা) যাঁর ১৮ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল।

২। মাওলানা নেছার উদ্দিন আহম্মদ (রহঃ) (শিক্ষা প্রাপ্ত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা) বরিশালী।

৩। সূফী সদরুদ্দিন যশোরী।

৪। সূফি তাজাম্মুল হোসেন নাদীয়াবী।

৫। মাওলানা আহাম্মদ আলী এনায়েতপুরী।

৬। মাওলানা আবদুল মা'বুদ মেদিনীপুরী।

৭। মাওলানা আবদুল জাব্বার নিজামপুরী।

৮। মাওলানা হাজী মোহাম্মদ হাতেম লালগঞ্জী।

৯। মাওলানা আবদুল মজিদ কেরওয়ারচরী।

১০। মাওলানা গোলাম রহমান নেজামপুরী।

১১। মাওলানা আবদুর রহমান নোয়াখালী।

১২। মাওলানা মোয়েজ উদ্দিন হামীদী।

১৩। ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বহু ভাষা বিদ)।

১৪। মাওলানা আবদুল গণি মিরেশ্বরী।

১৫। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

আরো অন্যান্য ২০০ শতেরও উর্দ্ধে তাঁর খলিফা ছিলেন। তন্মধ্যে

শের উপরে উল্লেখিত দু'জনই অতি প্রসিদ্ধ। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) যার ১৮ হাজার হাদীস শরীফ কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ওহাবী বেদআতী দেওবন্দীদেররকে লা জবাব করার জন্য ১৩৫ খানা কিতাব রচনা করেন। তৎকালে তিনি হানাফী ও মুসলিম নামক দু'খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং শরীয়ত ও সুন্নত আল-জামায়াত নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ বাঙলার অলিতে গলিতে পদার্পন করে জনসাধারণকে আল্লাহ এবং রাসূলের অমর বাণী শ্রবণ করান।

মরহুম মাওলানা পীরে কামেল হাদীয়ে শরীয়তের ধর্মীয় খেদমত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অবদানের ইতিহাস বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। উক্ত দু'জন আল্লামা (মহাবিজ্ঞ) আলেম হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) এর হাতের লাঠি স্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন বঙ্গ ভারতের যে কোন স্থানে ওয়াজ নসিহত উপলক্ষ্যে তশরীফ নিয়ে যেতেন তাঁদের দু'জনের অন্তত একজন হলেও পীর কেবলার সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। কারণ তৎকালে দেওবন্দী আলেমগণ পীর সাহেব কেবলার তরীকত সরাসরি বেদআত বলতো। দেওবন্দীরা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে পীর সাহেব কেবলাকে অযথা নানা প্রশ্ন করতো। সেক্ষেত্রে মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) দেওবন্দীদের প্রশ্নের খন্ডন করতেন। কারণ তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস। তাঁর প্রশ্ন খন্ডন দেখে অনেক স্থানে অনেক দেওবন্দী আলেম পীর সাহেব কেবলার হাতে বাইয়াত হয়ে যান। সে জন্য ভারত ও বাংলাদেশে অনেক দেওবন্দী আলেম হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহঃ) ও মাওলানা রুহুল আমীন ও মাওলানা নেছার উদ্দিন (রহঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর সঙ্গে দেওবন্দী ওহাবীদের বহছ ও মোকাবিলা ঃ

বহছ ও মোনাজিরার প্রচলন আদিকাল হতে চলে আসছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের সঙ্গে বহছ করেছেন, যার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে। হযরত আদম (আঃ) হযরত মুসা নবীর সঙ্গে তর্ক বহছ করে ছিলেন। ইহা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হযুরে পাক (সঃ) খৃষ্টানদের সঙ্গে বহছ করেন, যার কথা তাফসীরে কবিরের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত রয়েছে।

তৎকালে দেওবন্দী ওহাবীদের উৎপাত বেশী ছিল। যখন কোন সু আলেম কোথাও ওয়াজ নছিহতের জন্য আগমণ করতেন তখন দেওব ওহাবী মৌলভীগণ সদলবলে সেস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃ করতো। অনেক স্থানে হানাফী সুন্নীপন্থীগণ তর্ক বহছে হেরে গিয়ে ওহা মাযহাবে চলে যেতেন। আল্লাহ পাকের মর্জিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা রুহু আমিন সাহেব কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে বের হওয়ার পর ওহাবীদে উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়। বহু স্থানে ওহাবীগণ পরাস্ত হয়ে সুন্নী আকীদায় বিশ্বা হন।

১। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) এর সঙ্গে মৌলভী গোলাম রহমান দেওবন্দী সাহেব মিলাদ কেয়াম নাজায়েয বলে সাতক্ষীরার অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামে বহছের তারিখ ধার্য করে, কিন্তু মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন মাহফিলে ঠিকমত পৌঁছে যান, তখন মৌলভী গোলাম রহমান পথ হতে কেটে পড়েন। যখন দেওবন্দী সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ নেয়া হল তখন বলা হল যে, তিনি বহছ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন।

২। মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) দ্বিতীয় বহছ করেন সাতক্ষীরার কাক ডাঙ্গা নিবাসী ওহাবী মৌলভী হাসিব উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। ওহাবী সাহেব বললেন, কেয়াম শরীয়তের দলিল নয় এবং ৭৩ ফের্কার হাদীসটি অশুদ্ধ। এ বহছে ওহাবী সাহেব শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেন এবং জনসাধারণের সম্মুখে ওয়াদা করেন যে, উপরে উল্লেখিত মত পোষণে তার ভুল হয়েছে। তিনি আর কখনও এরূপ মত পোষণ করবেন না।

৩। সিরাজগঞ্জ নিবাসী দেওবন্দী আলেমগণ বলতেন, মিলাদে, কেয়াম নাজায়েয এবং গ্রামে জুমার নামায পড়া নাজায়েয। মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব যখন প্রস্তাবের বিপক্ষে দলিল প্রমাণ সহকারে যুক্তির অবতারণা করেন, তখন দেওবন্দীগণ নিরুত্তর হয়ে যান' এবং তওবা পড়ে তাঁর হাতে মুরীদ হন।

মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) তিনি দেওবন্দী ওহাবী লা-মাযহাবী ভন্ডপীর ইত্যাদির সঙ্গে অন্তত ১০০ এর মত বহছ করেছিলেন। প্রত্যেক বিরোধীদল তখনই পরাস্ত হয়েছিল। আমি এখানে বহছ সমূহের পূর্ণ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করলাম না। (মাওলানা রুহুল আমিন পুস্তকের ৬৪ হতে শেষ পর্যন্ত দেখুন)

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) চট্টগ্রাম হাটহাজারী খারেজী

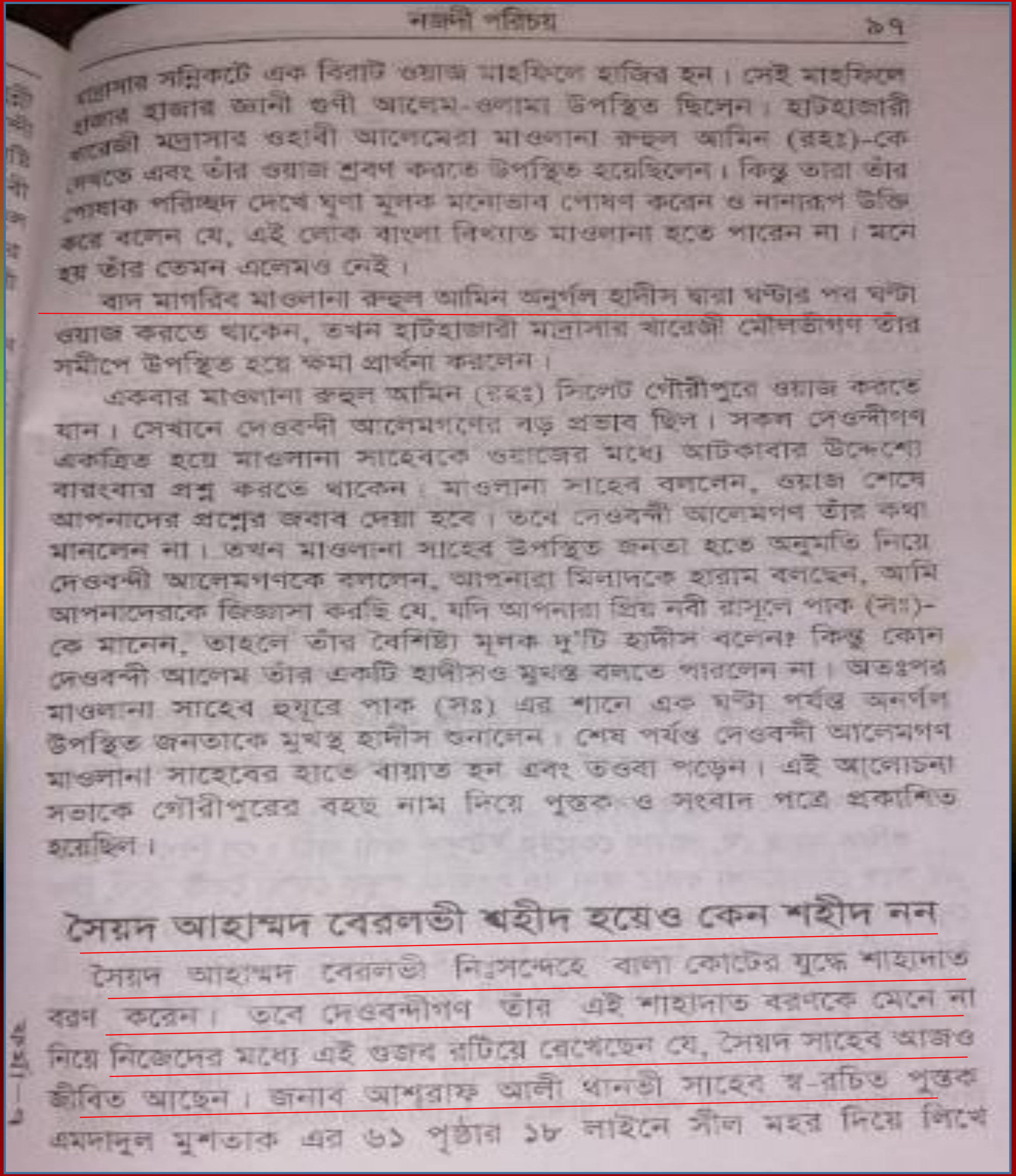

দ্রাসার সন্নিকটে এক বিরাট ওয়াজ মাহফিলে হাজির হন। সেই মাহফিলে হাজার হাজার জ্ঞানী গুণী আলেম-ওলামা উপস্থিত ছিলেন। হাটহাজারী খারেজী মাদ্রাসার ওহাবী আলেমেরা মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ)-কে দেখতে এবং তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে ঘৃণা মূলক মনোভাব পোষণ করেন ও নানারূপ উক্তি করে বলেন যে, এই লোক বাংলা বিখ্যাত মাওলানা হতে পারেন না। মনে হয় তাঁর তেমন এলেমও নেই।

বাদ মাগরিব মাওলানা রুহুল আমিন অনর্গল হাদীস দ্বারা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতে থাকেন, তখন হাটহাজারী মাদ্রাসার খারেজী মৌলভীগণ তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

একবার মাওলানা রুহুল আমিন (রহঃ) সিলেট গৌরীপুরে ওয়াজ করতে যান। সেখানে দেওবন্দী আলেমগণের বড় প্রভাব ছিল। সকল দেওবন্দীগণ একত্রিত হয়ে মাওলানা সাহেবকে ওয়াজের মধ্যে আটকাবার উদ্দেশ্যে বারংবার প্রশ্ন করতে থাকেন। মাওলানা সাহেব বললেন, ওয়াজ শেষে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে। তবে দেওবন্দী আলেমগণ তাঁর কথা মানলেন না। তখন মাওলানা সাহেব উপস্থিত জনতা হতে অনুমতি নিয়ে দেওবন্দী আলেমগণকে বললেন, আপনারা মিলাদকে হারাম বলছেন, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি আপনারা প্রিয় নবী রাসূলে পাক (দঃ)-কে মানেন, তাহলে তাঁর বৈশিষ্ট্য মূলক দু'টি হাদীস বলেন? কিন্তু কোন দেওবন্দী আলেম তাঁর একটি হাদীসও মুখস্ত বলতে পারলেন না। অতঃপর মাওলানা সাহেব হুযূরে পাক (সঃ) এর শানে এক ঘন্টা পর্যন্ত অনর্গল উপস্থিত জনতাকে মুখস্থ হাদীস শুনালেন। শেষ পর্যন্ত দেওবন্দী আলেমগণ মাওলানা সাহেবের হাতে বায়াত হন এবং তওবা পড়েন। এই আলোচনা সভাকে গৌরীপুরের বহছ নাম দিয়ে পুস্তক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী শহীদ হয়েও কেন শহীদ নন

সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী নিঃসন্দেহে বালা কোটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তবে দেওবন্দীগণ তাঁর এই শাহাদাত বরণকে মেনে না নিয়ে নিজেদের মধ্যে এই গুজব রটিয়ে রেখেছেন যে, সৈয়দ সাহেব আজও জীবিত আছেন। জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব স্ব-রচিত পুস্তক এমদাদুল মুশতাক এর ৬১ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনে সীল মহর দিয়ে লিখে

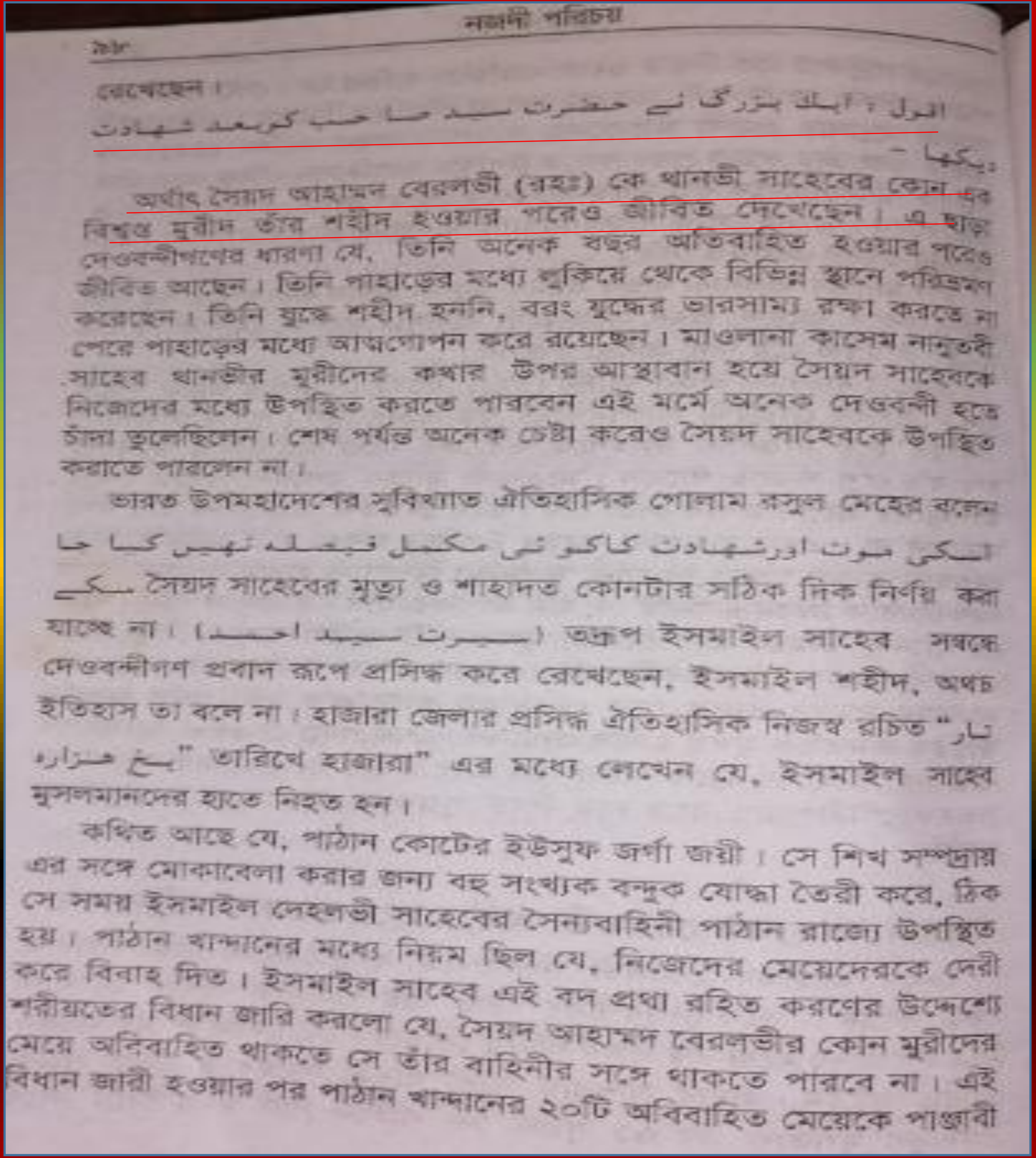

রেখেছেন।

اقول : ایک بزرگ نے حضرت سید صاحب کو بعد شہادت دیکھا -

অর্থাৎ সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভী (রহঃ) কে থানভী সাহেবের কোন এক বিশ্বস্ত মুরীদ তাঁর শহীদ হওয়ার পরেও জীবিত দেখেছেন। এ ছাড়া দেওবন্দীগণের ধারণা যে, তিনি অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও জীবিত আছেন। তিনি পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি যুদ্ধে শহীদ হননি, বরং যুদ্ধের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব থানভীর মুরীদের কথার উপর আস্থাবান হয়ে সৈয়দ সাহেবকে নিজেদের মধ্যে উপস্থিত করতে পারবেন এই মর্মে অনেক দেওবন্দী হতে চাঁদা তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও সৈয়দ সাহেবকে উপস্থিত করাতে পারলেন না।

ভারত উপমহাদেশের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রসুল মেহের বলেন

انکی موت اورشہادت کاکوئی مکمل فیصلہ نہیں کیا جا سکے সৈয়দ সাহেবের মৃত্যু ও শাহাদত কোনটার সঠিক দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। (سیرت سید احمد) তদ্রূপ ইসমাইল সাহেব সম্বন্ধে দেওবন্দীগণ প্রবাদ রূপে প্রসিদ্ধ করে রেখেছেন, ইসমাইল শহীদ, অথচ ইতিহাস তা বলে না। হাজারা জেলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিজস্ব রচিত "تاریخ ہزارہ" তারিখে হাজারা" এর মধ্যে লেখেন যে, ইসমাইল সাহেব মুসলমানদের হাতে নিহত হন।

কথিত আছে যে, পাঠান কোটের ইউসুফ জর্গা জয়ী। সে শিখ সম্প্রদায় এর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য বহু সংখ্যক বন্দুক যোদ্ধা তৈরী করে, ঠিক সে সময় ইসমাইল দেহলভী সাহেবের সৈন্যবাহিনী পাঠান রাজ্যে উপস্থিত হয়। পাঠান খান্দানের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, নিজেদের মেয়েদেরকে দেরী করে বিবাহ দিত। ইসমাইল সাহেব এই বদ প্রথা রহিত করণের উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান জারি করলো যে, সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীর কোন মুরীদের মেয়ে অবিবাহিত থাকতে সে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। এই বিধান জারী হওয়ার পর পাঠান খান্দানের ২০টি অবিবাহিত মেয়েকে পাঞ্জাবী

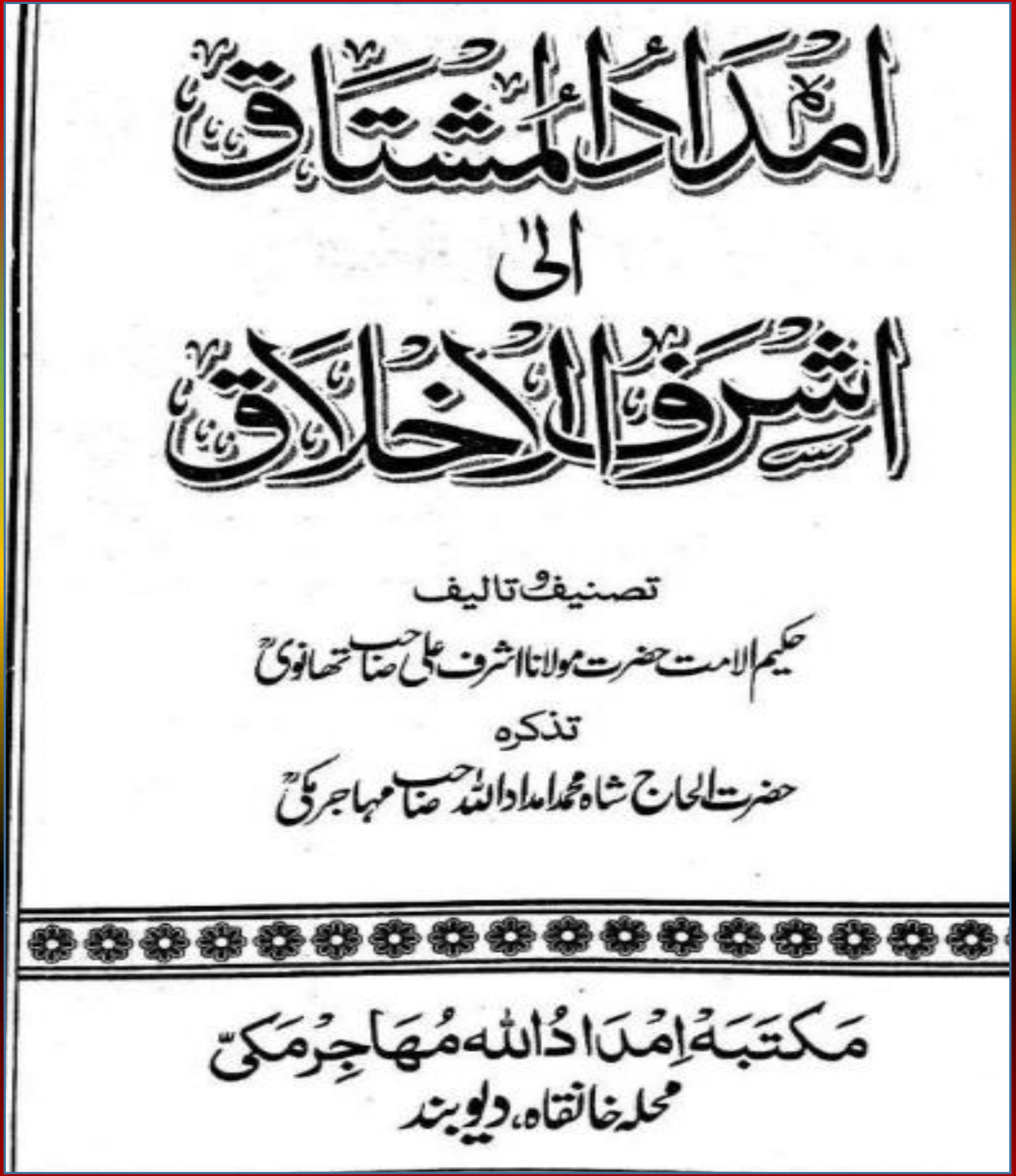

امداد المشتاق

الیٰ

اشرف الاخلاق

تصنیف و تالیف

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

تذکرہ

حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی

مکتبہ امداد اللہ مہاجر مکی
محلہ خانقاہ، دیوبند

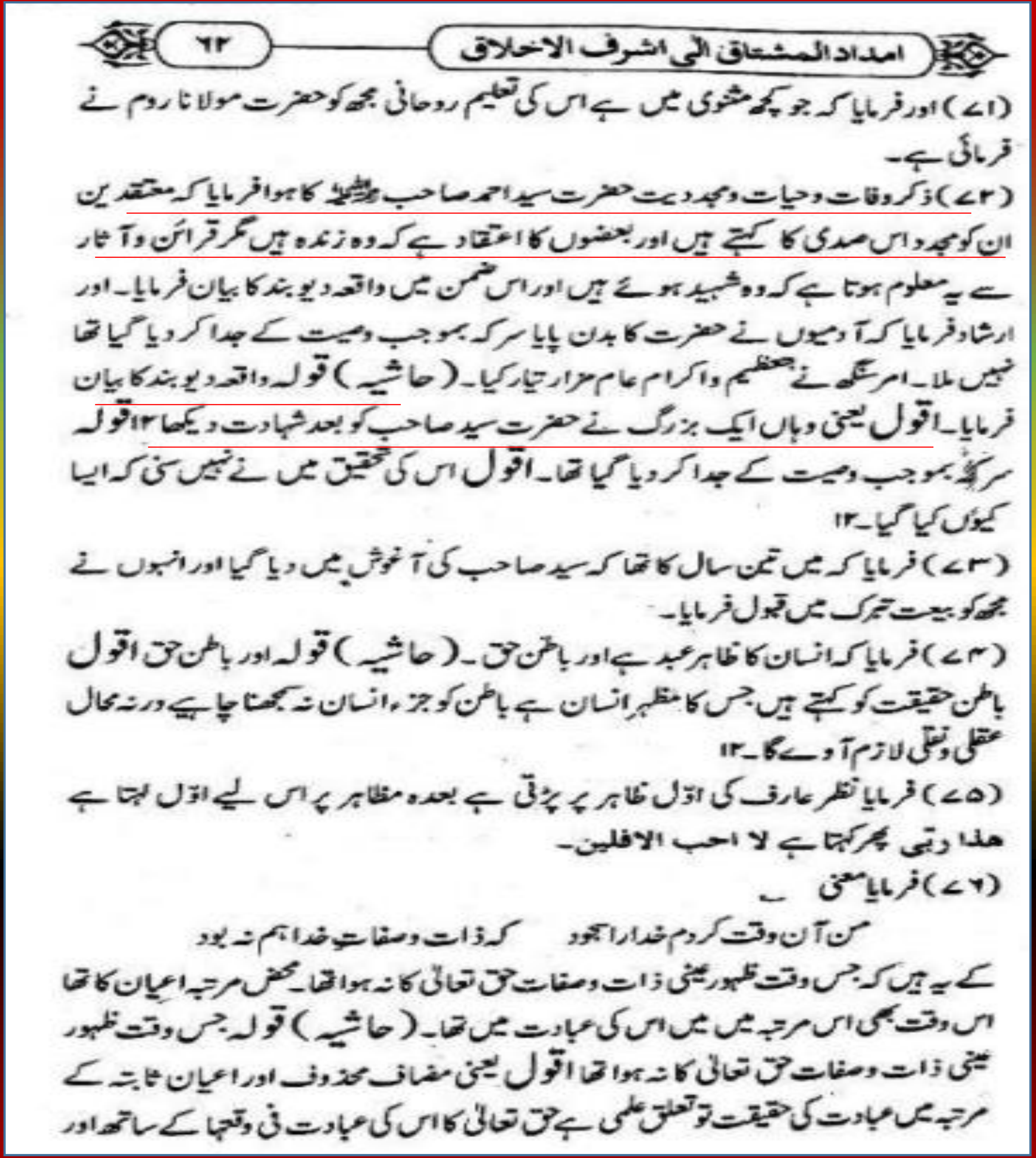

(۷۱) اور فرمایا کہ جو کچھ مثنوی میں ہے اس کی تعلیم روحانی مجھ کو حضرت مولانا روم نے فرمائی ہے۔

(۷۲) ذکر وفات وحیات ومجددیت حضرت سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا فرمایا کہ معتقدین ان کو مجدد اس صدی کا کہتے ہیں اور بعضوں کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر قرائن وآثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور اس ضمن میں واقعہ دیوبند کا بیان فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ آدمیوں نے حضرت کا بدن پایا سر کہ بموجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا نہیں ملا۔ امر سنگھ نے تعظیم واکرام عام مزار تیار کیا۔ (حاشیہ) قولہ واقعہ دیوبند کا بیان فرمایا۔ **اقول** یعنی وہاں ایک بزرگ نے حضرت سید صاحب کو بعد شہادت دیکھا ۱۲ **قولہ** سر کہ بموجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا۔ **اقول** اس کی تحقیق میں نے نہیں سنی کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ۱۲

(۷۳) فرمایا کہ میں تین سال کا تھا کہ سید صاحب کی آغوش میں دیا گیا اور انہوں نے مجھ کو بیعت تبرک میں قبول فرمایا۔

(۷۴) فرمایا کہ انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق۔ (حاشیہ) **قولہ** اور باطن حق **اقول** باطن حقیقت کو کہتے ہیں جس کا مظہر انسان ہے باطن کو جزء انسان نہ سمجھنا چاہیے ورنہ محال عقلی ونقلی لازم آوے گا۔ ۱۲

(۷۵) فرمایا نظر عارف کی اوّل ظاہر پر پڑتی ہے بعدہ مظاہر پر اس لیے اوّل کہتا ہے ھذا ربی پھر کہتا ہے لا احب الافلین۔

(۷۶) فرمایا معنی

من آن وقت کردم خدارا سجود　　کہ ذات وصفات خدا ہم نہ بود

کے یہ ہیں کہ جس وقت ظہور یعنی ذات وصفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا۔ محض مرتبہ اعیان کا تھا اس وقت بھی اس مرتبہ میں میں اس کی عبادت میں تھا۔ (حاشیہ) **قولہ** جس وقت ظہور یعنی ذات وصفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا **اقول** یعنی مضاف محذوف اور اعیان ثابتہ کے مرتبہ میں عبادت کی حقیقت تو تعلق علمی ہے حق تعالیٰ کا اس کی عبادت فی وقتہا کے ساتھ اور

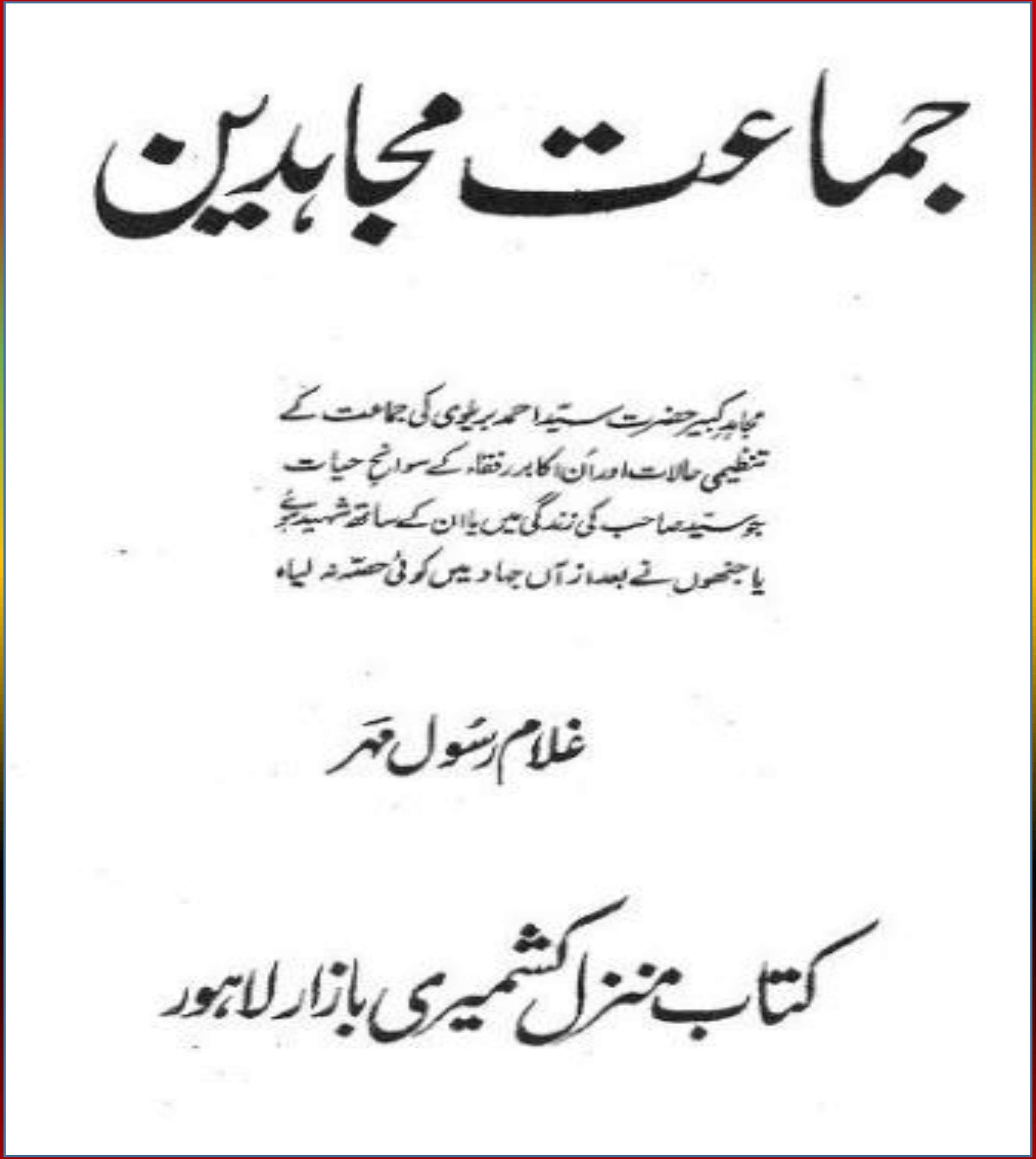

جماعت مجاہدین

مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی کی جماعت کے
تنظیمی حالات اور ان کے اکابر رفقاء کے سوانح حیات
جو سید صاحب کی زندگی میں یا ان کے ساتھ شہید ہوئے
یا جنھوں نے بعد ازاں جہاد میں کوئی حصہ لیا

غلام رسول مہر

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

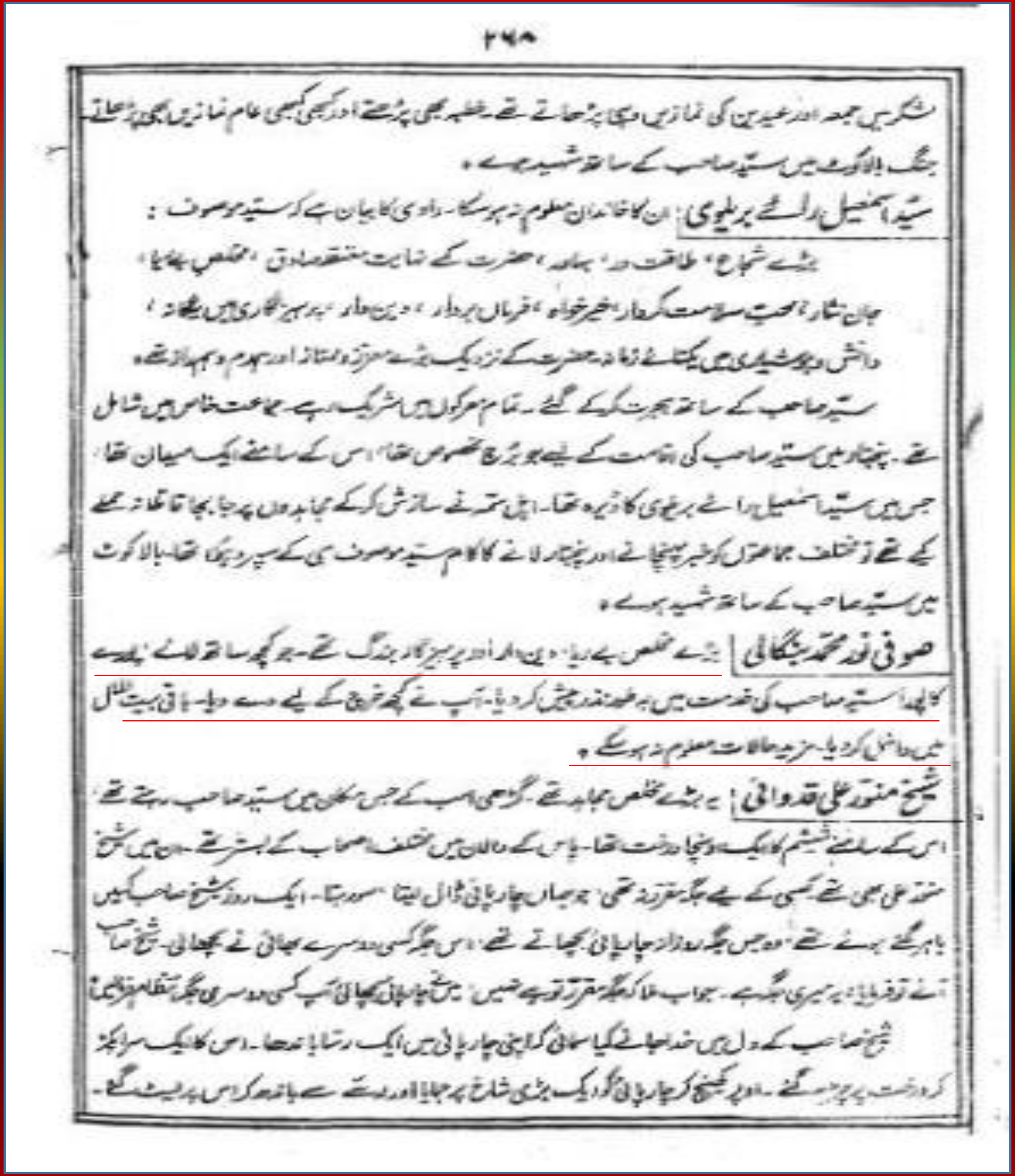

لشکر میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ خطبہ بھی پڑھتے اور کبھی کبھی عام نمازیں بھی پڑھاتے۔ جنگ بالاکوٹ میں سید صاحب کے ساتھ شہید ہوئے۔

سید اسمٰعیل رائے بریلوی: ان کا خاندان معلوم نہ ہو سکا۔ راوی کا بیان ہے کہ سید موصوف: بڑے شجاع، طاقت ور، بہادر، حضرت کے نہایت معتقد صادق، مخلص بے ریا، جاں نثار، محبت سلامت کردار، خیر خواہ، فرماں بردار، دین دار، پرہیز گاری میں یگانہ، دانش و ہوشیاری میں یکتائے زمانہ، حضرت کے نزدیک بڑے معزز و ممتاز اور ہمدم و ہمراز تھے۔ سید صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ جماعت خاص میں شامل تھے۔ پنجتار میں سید صاحب کی اقامت کے لیے جو برج مخصوص تھا اس کے سامنے ایک میدان تھا، جس میں سید اسمٰعیل رائے بریلوی کا ڈیرہ تھا۔ اہل سمہ نے سازش کر کے مجاہدوں پر جا بجا قاتلانہ حملے کیے تھے تو مختلف جماعتوں کو خبر پہنچانے اور پنجتار لانے کا کام سید موصوف ہی کے سپرد ہوا تھا۔ بالاکوٹ میں سید صاحب کے ساتھ شہید ہوئے۔

صوفی نور محمد بنگالی: بڑے مخلص، بے ریا، دین دار اور پرہیز گار بزرگ تھے۔ جو کچھ ساتھ لائے پورے کا پورا سید صاحب کی خدمت میں بطور نذر پیش کر دیا۔ آپ نے کچھ خرچ کے لیے دے دیا۔ باقی بیت المال میں داخل کر دیا۔ مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔

شیخ منور علی قدوائی: یہ بڑے مخلص مجاہد تھے۔ گڑھی امب کے جس محل میں سید صاحب رہتے تھے، اس کے سامنے شیشم کا ایک اونچا درخت تھا۔ پاس کے دالان میں مختلف اصحاب کے بستر تھے۔ ان میں شیخ منور علی بھی تھے۔ کسی کے لیے جگہ مقرر نہ تھی، جو جہاں چارپائی ڈال لیتا سو رہتا۔ ایک روز شیخ صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جس جگہ روزانہ چارپائی بچھاتے تھے، اس جگہ کسی دوسرے بھائی نے بچھالی۔ شیخ صاحب نے فرمایا: یہ میری جگہ ہے۔ جواب ملا کہ جگہ مقرر تو ہے نہیں۔ میں نے چارپائی بچھالی، آپ کسی دوسری جگہ انتظام فرمائیں۔ شیخ صاحب کے دل میں خدا جانے کیا سمائی کہ اپنی چارپائی میں ایک رسا باندھا۔ اس کا ایک سرا پکڑ کر درخت پر چڑھ گئے۔ اوپر کھینچ کر چارپائی کو ایک بڑی شاخ پر جمایا اور رسے سے باندھ کر اس پر لیٹ گئے۔

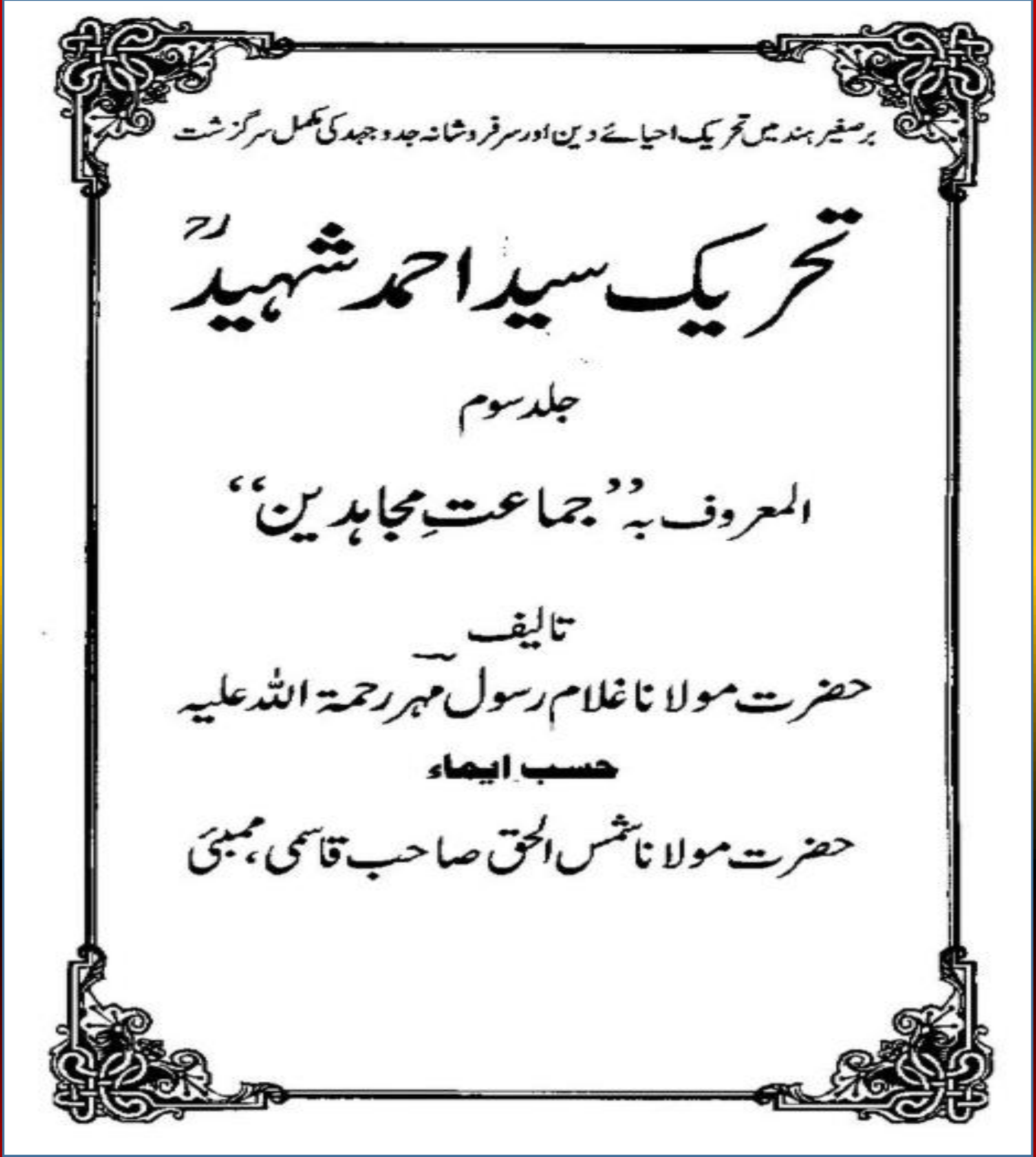

برصغیر ہند میں تحریک احیائے دین اور سرفروشانہ جدوجہد کی مکمل سرگزشت

تحریک سید احمد شہیدؒ

جلد سوم

المعروف بہ ''جماعتِ مجاہدین''

تالیف

حضرت مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ

حسب ایماء

حضرت مولانا شمس الحق صاحب قاسمی، ممبئی

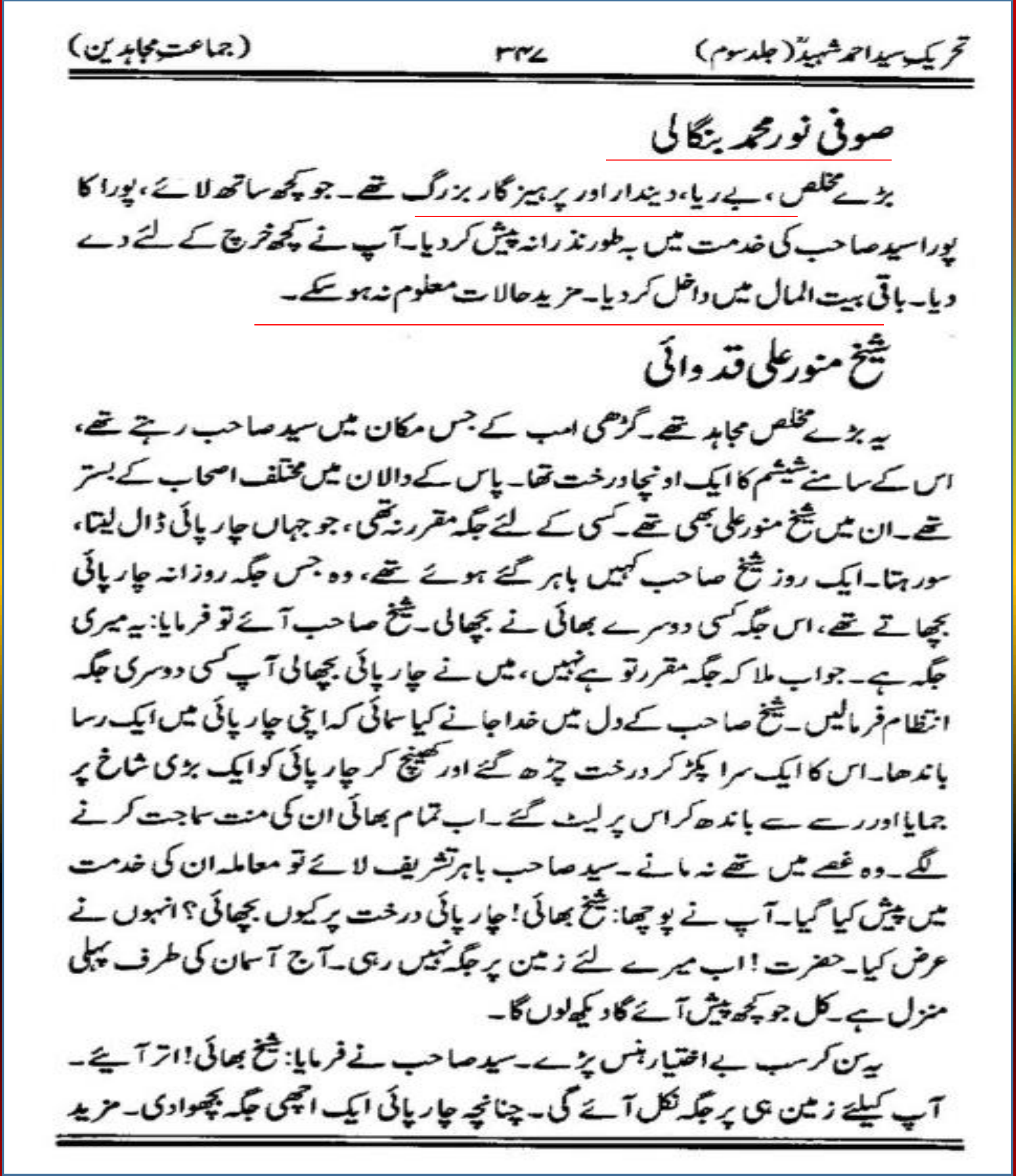

تحریک سید احمد شہیدؒ (جلد سوم) ۳۴۷ (جماعت مجاہدین)

صوفی نور محمد بنگالی

بڑے مخلص، بے ریا، دیندار اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ جو کچھ ساتھ لائے، پورا کا پورا سید صاحب کی خدمت میں بہ طور نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ نے کچھ خرچ کے لئے دے دیا۔ باقی بیت المال میں داخل کر دیا۔ مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔

شیخ منور علی قدوائی

یہ بڑے مخلص مجاہد تھے۔ گڑھی امب کے جس مکان میں سید صاحب رہتے تھے، اس کے سامنے شیشم کا ایک اونچا درخت تھا۔ پاس کے دالان میں مختلف اصحاب کے بستر تھے۔ ان میں شیخ منور علی بھی تھے۔ کسی کے لئے جگہ مقرر نہ تھی، جو جہاں چارپائی ڈال لیتا، سو رہتا۔ ایک روز شیخ صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ جس جگہ روزانہ چارپائی بچھاتے تھے، اس جگہ کسی دوسرے بھائی نے بچھالی۔ شیخ صاحب آئے تو فرمایا: یہ میری جگہ ہے۔ جواب ملا کہ جگہ مقرر تو ہے نہیں، میں نے چارپائی بچھالی آپ کسی دوسری جگہ انتظام فرمالیں۔ شیخ صاحب کے دل میں خدا جانے کیا سمائی کہ اپنی چارپائی میں ایک رسا باندھا۔ اس کا ایک سرا پکڑ کر درخت چڑھ گئے اور کھینچ کر چارپائی کو ایک بڑی شاخ پر جمایا اور رسے سے باندھ کر اس پر لیٹ گئے۔ اب تمام بھائی ان کی منت سماجت کرنے لگے۔ وہ غصے میں تھے نہ مانے۔ سید صاحب باہر تشریف لائے تو معاملہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا: شیخ بھائی! چارپائی درخت پر کیوں بچھائی؟ انہوں نے عرض کیا۔ حضرت! اب میرے لئے زمین پر جگہ نہیں رہی۔ آج آسمان کی طرف پہلی منزل ہے۔ کل جو کچھ پیش آئے گا دیکھ لوں گا۔

یہ سن کر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ سید صاحب نے فرمایا: شیخ بھائی! اتر آیئے۔ آپ کیلئے زمین ہی پر جگہ نکل آئے گی۔ چنانچہ چارپائی ایک اچھی جگہ بچھوادی۔ مزید

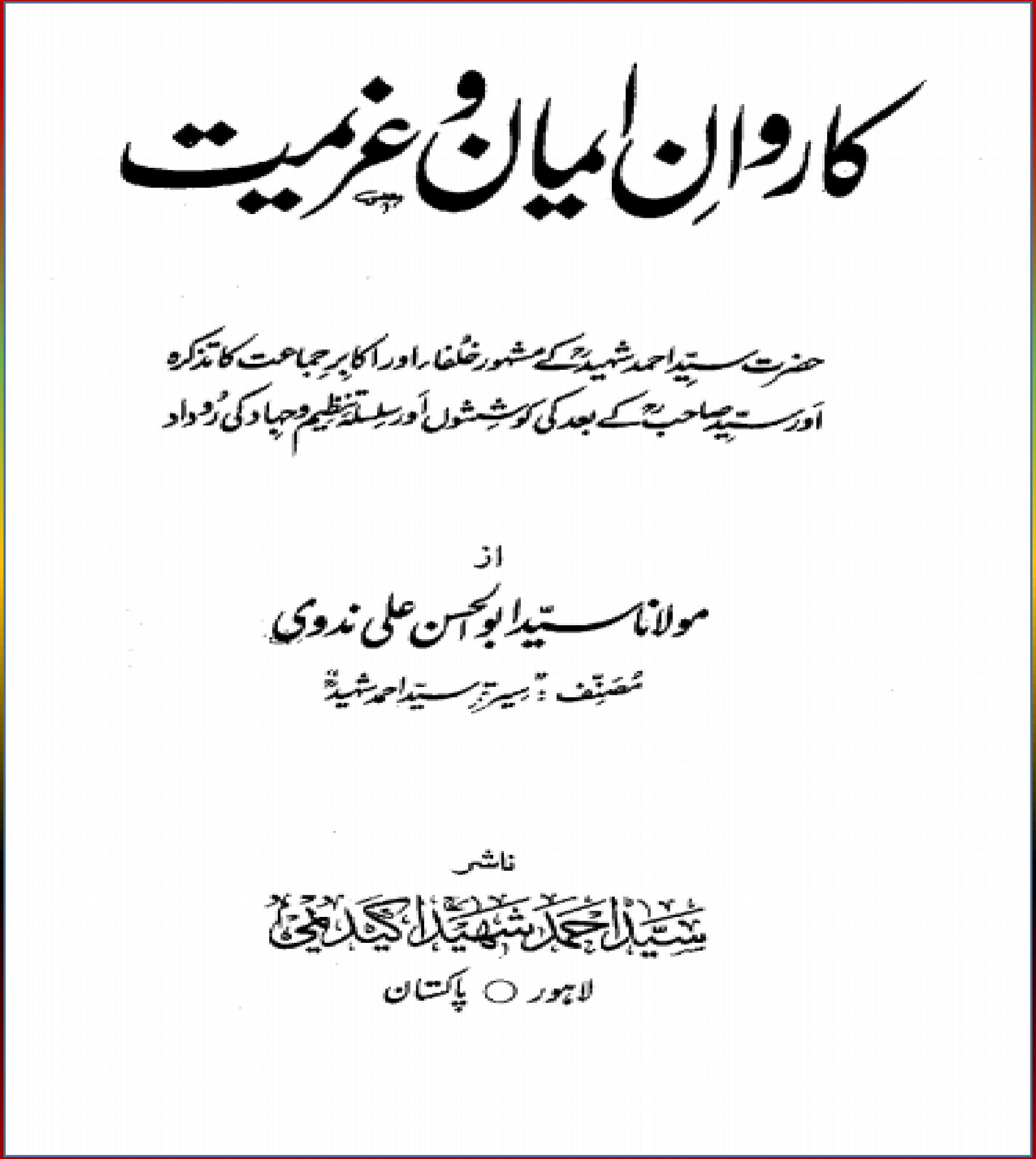

کاروانِ ایمان و عزیمت

حضرت سید احمد شہیدؒ کے مشہور خلفاء اور اکابر جماعت کا تذکرہ
اور سید صاحبؒ کے بعد کی کوششوں اور سلسلۂ تنظیم و جہاد کی روداد

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مصنف: سیرت سید احمد شہیدؒ

ناشر
سید احمد شہید اکیڈمی
لاہور ○ پاکستان

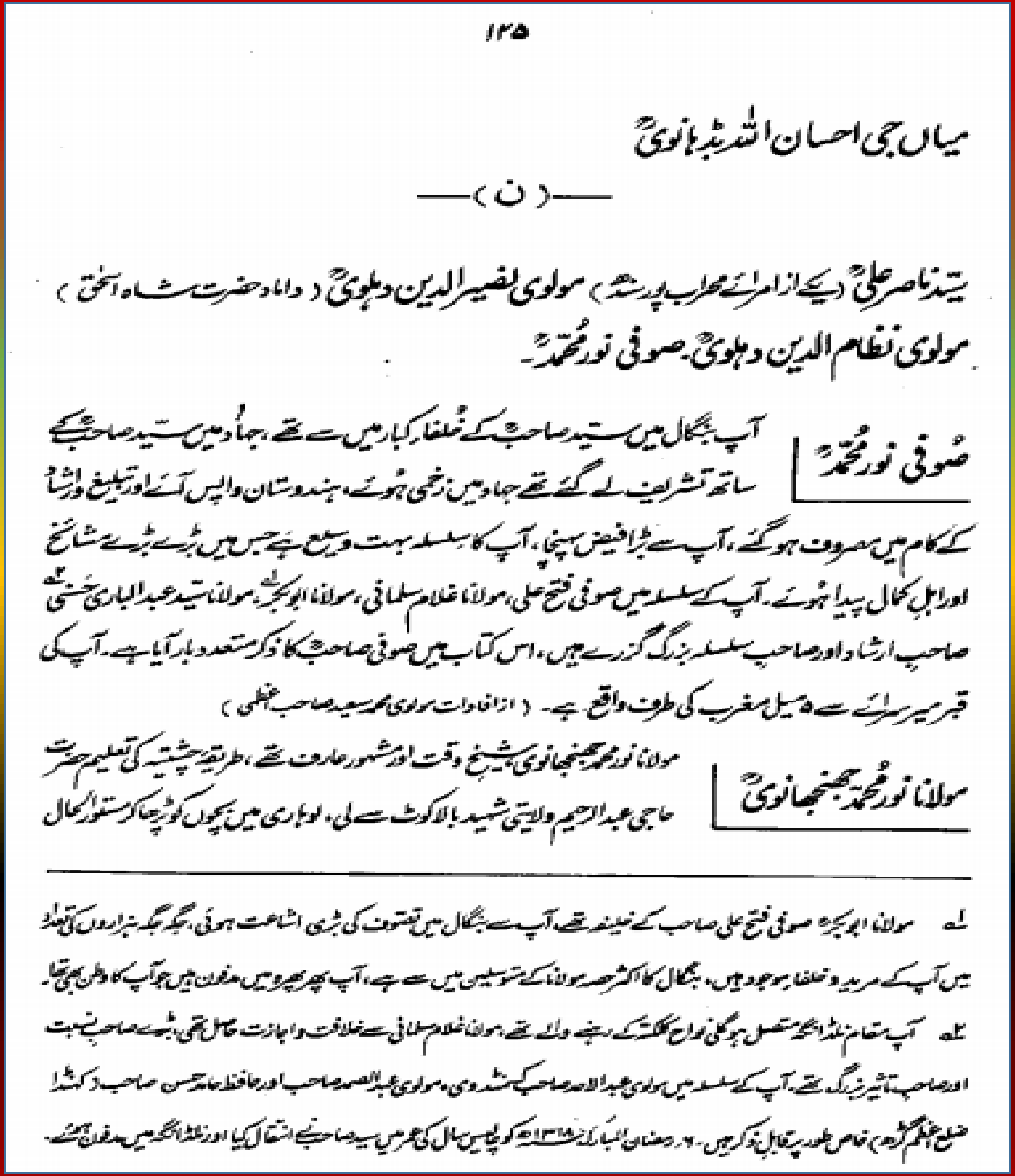

میاں جی احسان اللہ بڈھانویؒ

(ن)

سید ناصر علیؒ (یکے از امرائے محراب پور سندھ) مولوی نصیر الدین دہلویؒ (داماد حضرت شاہ اسحٰق) مولوی نظام الدین دہلویؒ۔ صوفی نور محمدؒ۔

صوفی نور محمدؒ آپ بنگال میں سید صاحبؒ کے خلفاء کبار میں سے تھے، جہاد میں سید صاحبؒ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جہاد میں زخمی ہوئے، ہندوستان واپس آئے اور تبلیغ و ارشاد کے کام میں مصروف ہو گئے، آپ سے بڑا فیض پہنچا، آپ کا سلسلہ بہت وسیع ہے جس میں بڑے بڑے مشائخ اور اہلِ کمال پیدا ہوئے۔ آپ کے سلسلہ میں صوفی فتح علی، مولانا غلام سلمانی، مولانا ابو بکرؒ[1]، مولانا سید عبدالباری حسنی[2] صاحب ارشاد اور صاحب سلسلہ بزرگ گزرے ہیں، اس کتاب میں صوفی صاحبؒ کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ آپ کی قبر میر سرائے سے ۵ میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ (از افادات مولوی محمد سعید صاحب اعظمی)

مولانا نور محمد جھنجھانویؒ مولانا نور محمد جھنجھانوی شیخ وقت اور مشہور عارف تھے، طریقۂ چشتیہ کی تعلیم حضرت حاجی عبدالرحیم ولایتی شہید بالاکوٹ سے لی، لوہاری میں بچوں کو پڑھا کر دستور العمال

---

[1] مولانا ابو بکرؒ صوفی فتح علی صاحب کے خلیفہ تھے آپ سے بنگال میں تصوف کی بڑی اشاعت ہوئی، جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مرید و خلفاء موجود ہیں، بنگال کا اکثر حصہ مولانا کے متوسلین میں سے ہے، آپ پھرپھرہ میں مدفون ہیں جو آپ کا وطن بھی تھا۔

[2] آپ مقام نلڈانگہ متصل ہوگلی نواح کلکتہ کے رہنے والے تھے، مولانا غلام سلمانی سے خلافت و اجازت حاصل تھی، بڑے صاحب نسبت اور صاحب تاثیر بزرگ تھے۔ آپ کے سلسلہ میں مولوی عبدالاحد صاحب کے شہ دہی، مولوی عبدالصمد صاحب اور حافظ حامد حسن صاحب (کنڈا ضلع اعظم گڑھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۱۸ھ کو چالیس سال کی عمر میں سید صاحبؒ نے انتقال کیا اور نلڈانگہ میں مدفون ہوئے۔

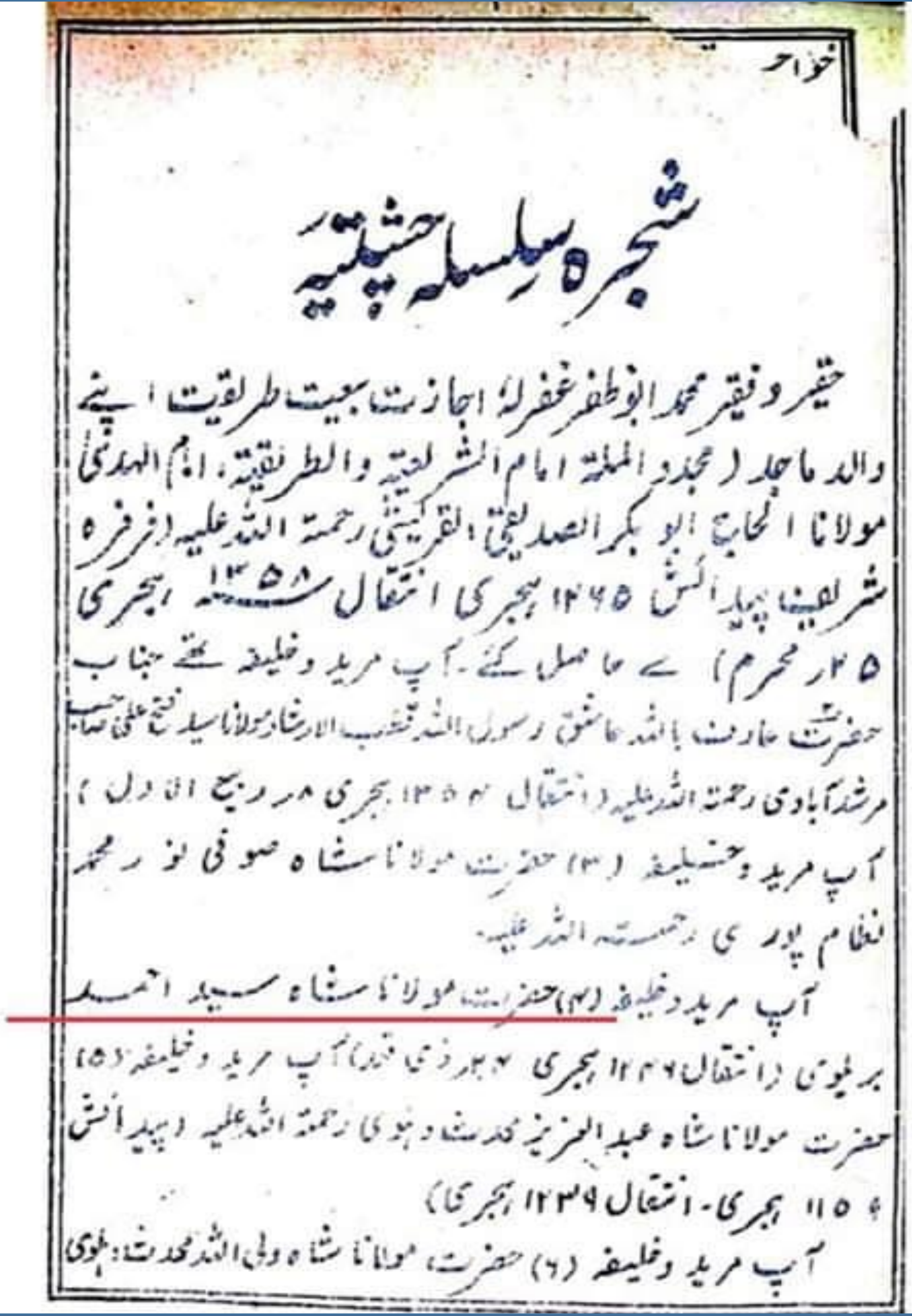

خواجہ

شجرہ سلسلہ چشتیہ

حقیر و فقیر محمد ابو ظفر غفرلہٗ اجازت بیعت طریقت اپنے والد ماجد (مجدد الملۃ امام الشریعۃ والطریقۃ، امام الہدیٰ مولانا الحاج ابو بکر الصدیقی القریشی رحمۃ اللہ علیہ (فرفرہ شریف) پیدائش ۱۲۶۵ ہجری انتقال ۱۳۵۸ھ ہجری ۲۵ محرم) سے حاصل کئے۔ آپ مرید و خلیفہ تھے جناب حضرت عارف باللہ عاشق رسول اللہ قطب الارشاد مولانا سید فتح علی صاحب مرشدآبادی رحمۃ اللہ علیہ (انتقال ۱۳۰۴ ہجری ۸ ربیع الاول) آپ مرید و خلیفہ (۳) حضرت مولانا شاہ صوفی نور محمد نظام پوری رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ مرید و خلیفہ (۴) حضرت مولانا شاہ سید احمد بریلوی (انتقال ۱۲۴۶ ہجری ۲۴ ذی قعدہ) آپ مرید و خلیفہ (۵) حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش ۱۱۵۹ ہجری۔ انتقال ۱۲۳۹ ہجری تھا)

آپ مرید و خلیفہ (۶) حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

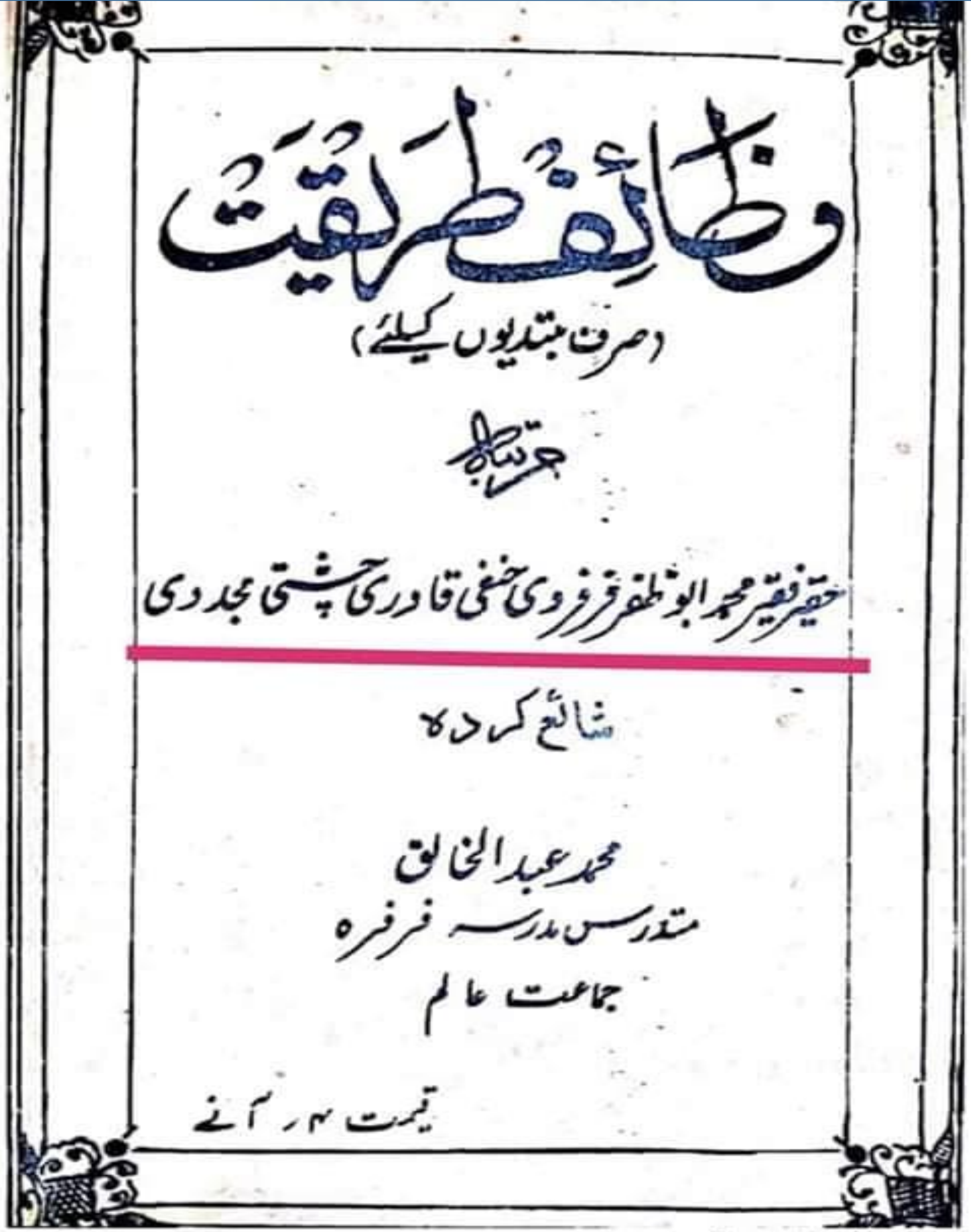

وظائف طریقت

(صرف مبتدیوں کیلئے)

مرتبہ

حقیر فقیر محمد ابو ظفر فرفروی حنفی قادری چشتی مجددی

شائع کردہ

محمد عبد الخالق
متدرس مدرسہ فرفرہ
جماعت عالم

قیمت ۴؍ آنے

Scanned by CamScanner

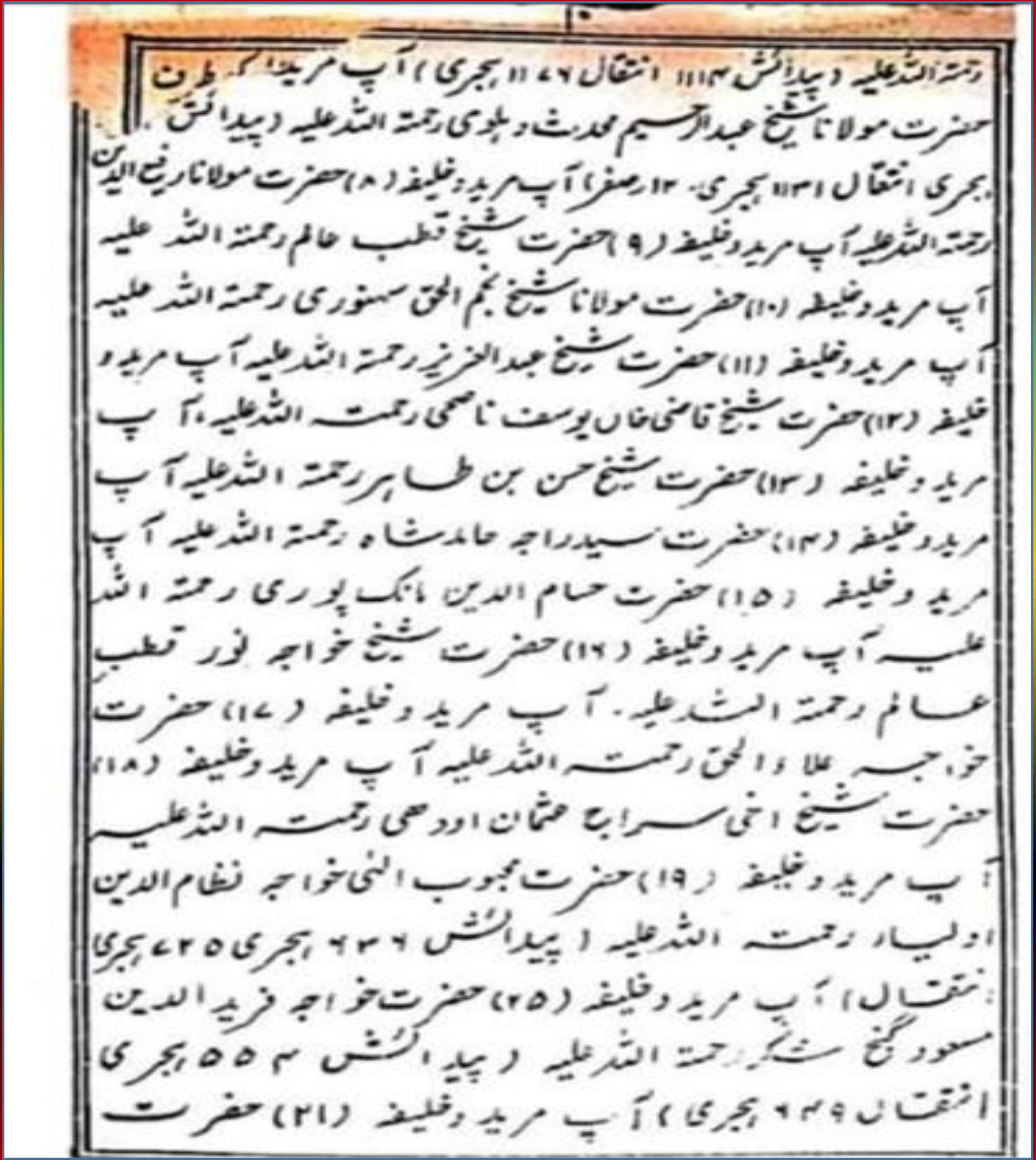

رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش ۱۱۱۴ انتقال ۱۱۷۶ ہجری) آپ مرید و [illegible]
حضرت مولانا شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش .
ہجری انتقال ۱۱۳۱ ہجری۔ ۱۲ صفر) آپ مرید و خلیفہ (۸) حضرت مولانا رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید و خلیفہ (۹) حضرت شیخ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ
آپ مرید و خلیفہ (۱۰) حضرت مولانا شیخ نجم الحق سہنوری رحمۃ اللہ علیہ
آپ مرید و خلیفہ (۱۱) حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید و
خلیفہ (۱۲) حضرت شیخ قاضی خاں یوسف ناصحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ
مرید و خلیفہ (۱۳) حضرت شیخ حسن بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ آپ
مرید و خلیفہ (۱۴) حضرت سید راجہ حامد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ
مرید و خلیفہ (۱۵) حضرت حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ
علیہ آپ مرید و خلیفہ (۱۶) حضرت شیخ خواجہ نور قطب
عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مرید و خلیفہ (۱۷) حضرت
خواجہ علاؤالحق رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید و خلیفہ (۱۸)
حضرت شیخ اخی سراج عثمان اودھی رحمۃ اللہ علیہ
آپ مرید و خلیفہ (۱۹) حضرت محبوب الٰہی خواجہ نظام الدین
اولیاء رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش ۶۳۶ ہجری ۷۲۵ ہجری
انتقال) آپ مرید و خلیفہ (۲۰) حضرت خواجہ فرید الدین
مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش ۵۵۴ ہجری
انتقال ۶۴۹ ہجری) آپ مرید و خلیفہ (۲۱) حضرت

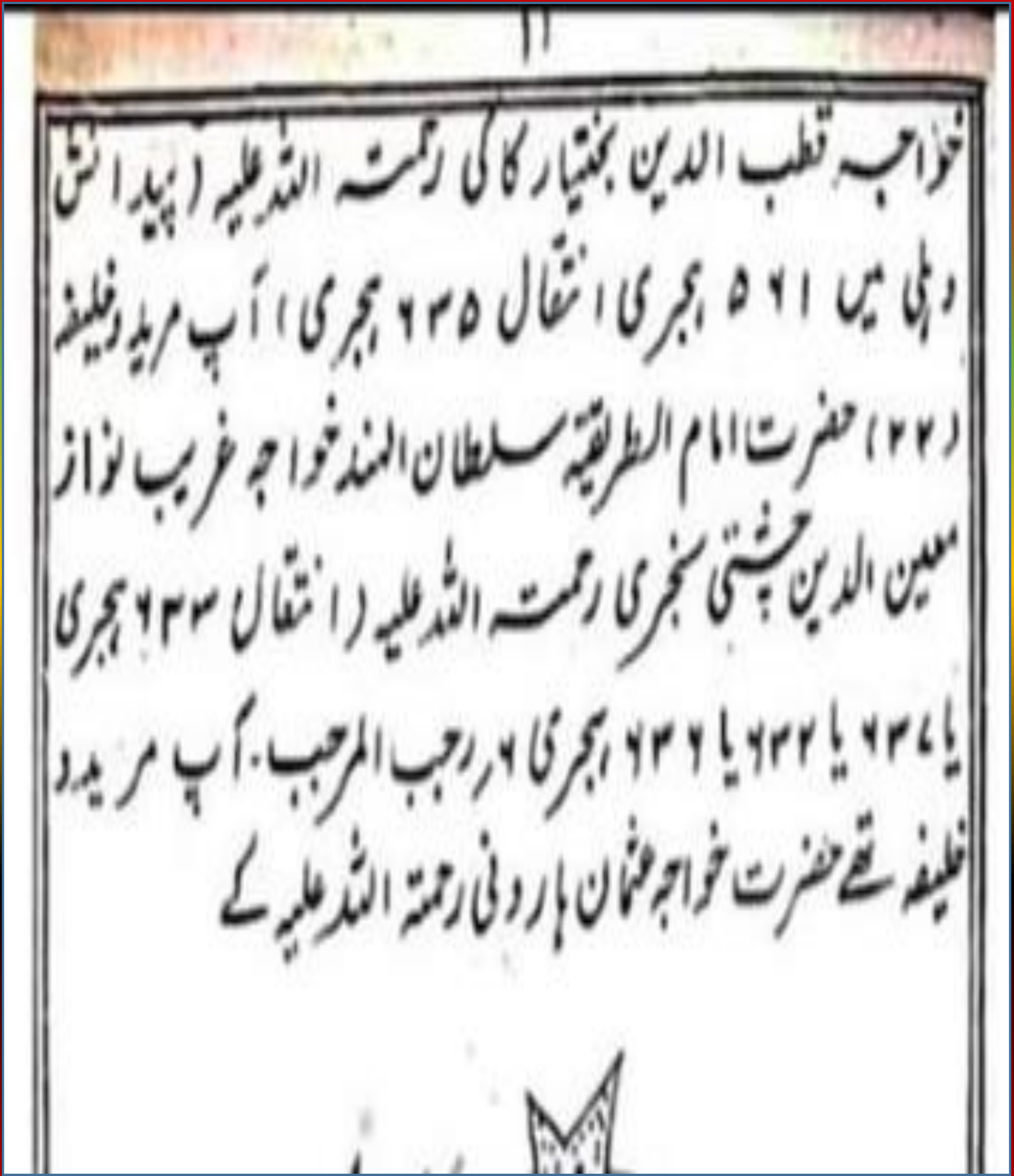

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش
دہلی میں ۵۶۱ ہجری انتقال ۶۳۵ ہجری) آپ مرید و خلیفہ
(۲۲) حضرت امام الطریقہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز
معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ (انتقال ۶۳۳ ہجری
یا ۶۲۷ یا ۶۳۲ یا ۶۳۶ ہجری ۶ رجب المرجب۔ آپ مرید و
خلیفہ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے

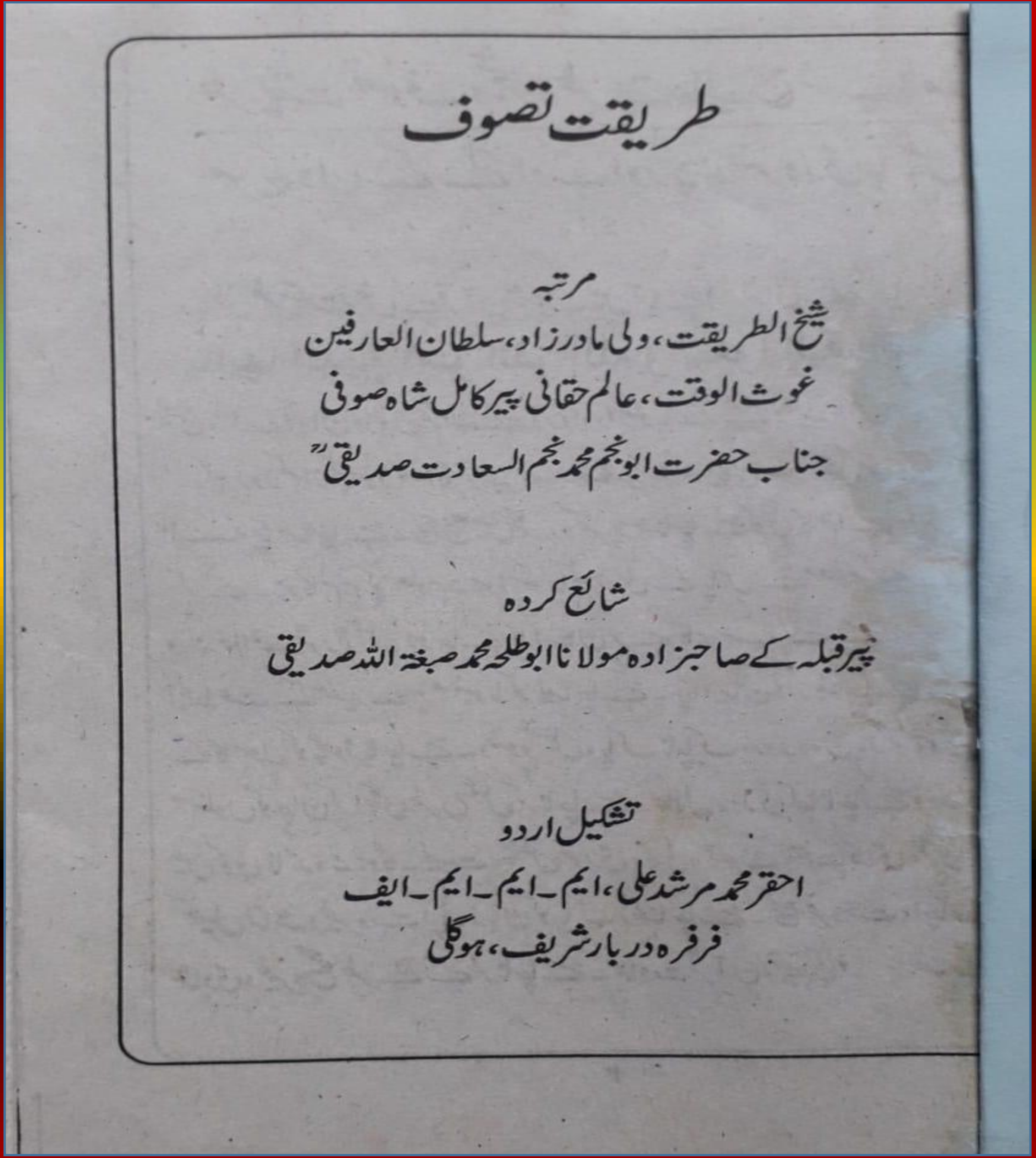

طریقت تصوف

مرتبہ

شیخ الطریقت، ولی مادرزاد، سلطان العارفین
غوث الوقت، عالم حقانی پیر کامل شاہ صوفی
جناب حضرت ابونجم محمد نجم السعادت صدیقیؒ

شائع کردہ
پیر قبلہ کے صاحبزادہ مولانا ابوطلحہ محمد صبغۃ اللہ صدیقی

تشکیل اردو
احقر محمد مرشد علی، ایم۔ ایم۔ ایم۔ ایف
فرفرہ دربار شریف، ہوگلی

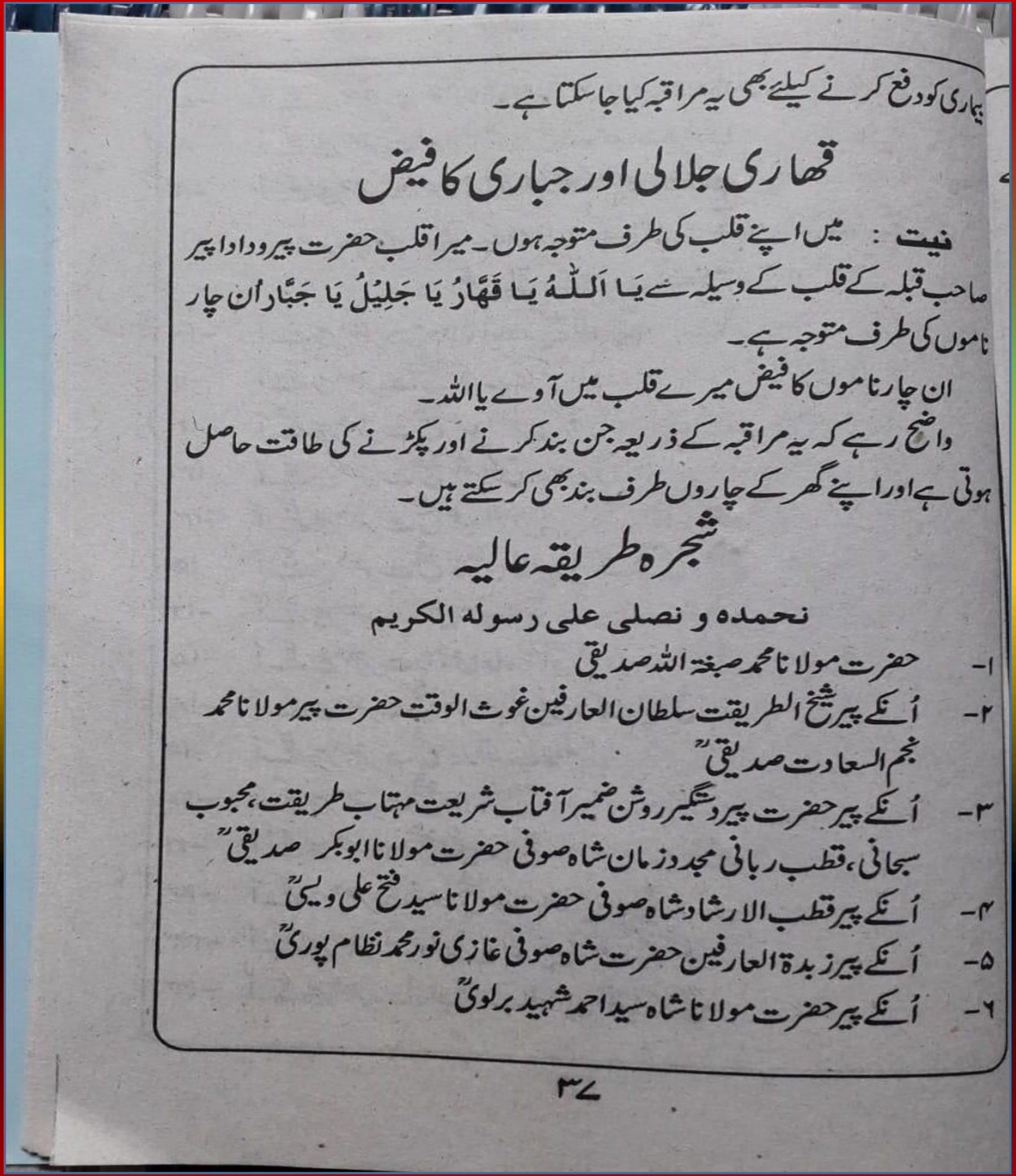

بیماری کو دفع کرنے کیلئے بھی یہ مراقبہ کیا جاسکتا ہے۔

قھاری جلالی اور جباری کا فیض

نیت : میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں۔ میرا قلب حضرت پیر و دادا پیر صاحب قبلہ کے قلب کے وسیلہ سے یَا اَللّٰہُ یَا قَھَّارُ یَا جَلِیْلُ یَا جَبَّارُ ان چار ناموں کی طرف متوجہ ہے۔

ان چار ناموں کا فیض میرے قلب میں آوے یا اللہ۔

واضح رہے کہ یہ مراقبہ کے ذریعہ جن بند کرنے اور پکڑنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور اپنے گھر کے چاروں طرف بند بھی کر سکتے ہیں۔

شجرہ طریقہ عالیہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

۱۔ حضرت مولانا محمد صبغۃ اللہ صدیقی
۲۔ اُنکے پیر شیخ الطریقت سلطان العارفین غوث الوقت حضرت پیر مولانا محمد نجم السعادت صدیقیؒ
۳۔ اُنکے پیر حضرت پیر دستگیر روشن ضمیر آفتاب شریعت مہتاب طریقت، محبوب سبحانی، قطب ربانی مجدد زمان شاہ صوفی حضرت مولانا ابوبکر صدیقیؒ
۴۔ اُنکے پیر قطب الارشاد شاہ صوفی حضرت مولانا سید فتح علی ویسیؒ
۵۔ اُنکے پیر زبدۃ العارفین حضرت شاہ صوفی غازی نور محمد نظام پوریؒ
۶۔ اُنکے پیر حضرت مولانا شاہ سید احمد شہید برلویؒ

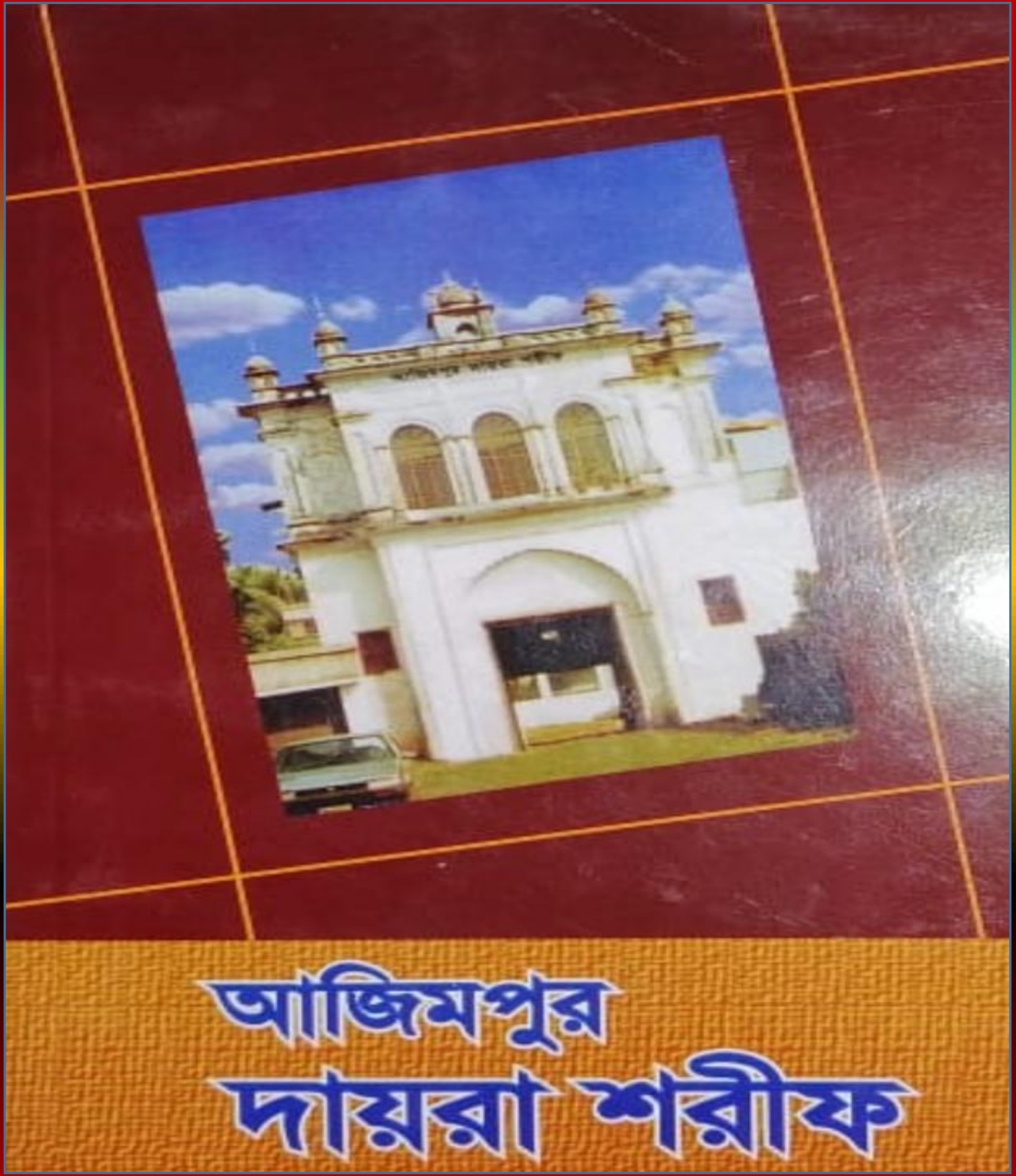

আজিমপুর দায়রা শরীফ

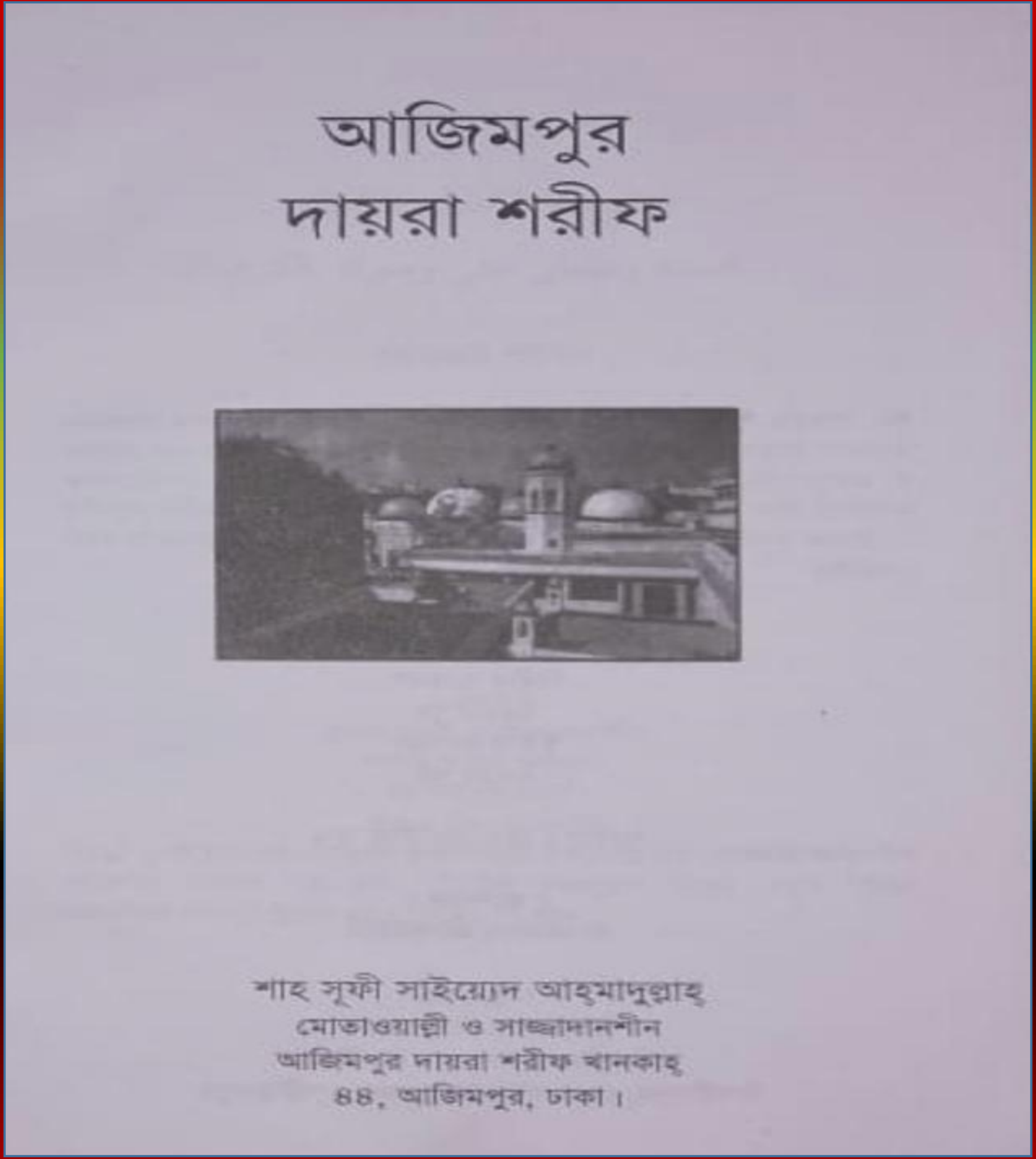

আজিমপুর
দায়রা শরীফ

শাহ সূফী সাইয়্যেদ আহ্‌মাদুল্লাহ্‌
মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানশীন
আজিমপুর দায়রা শরীফ খানকাহ্‌
৪৪, আজিমপুর, ঢাকা।

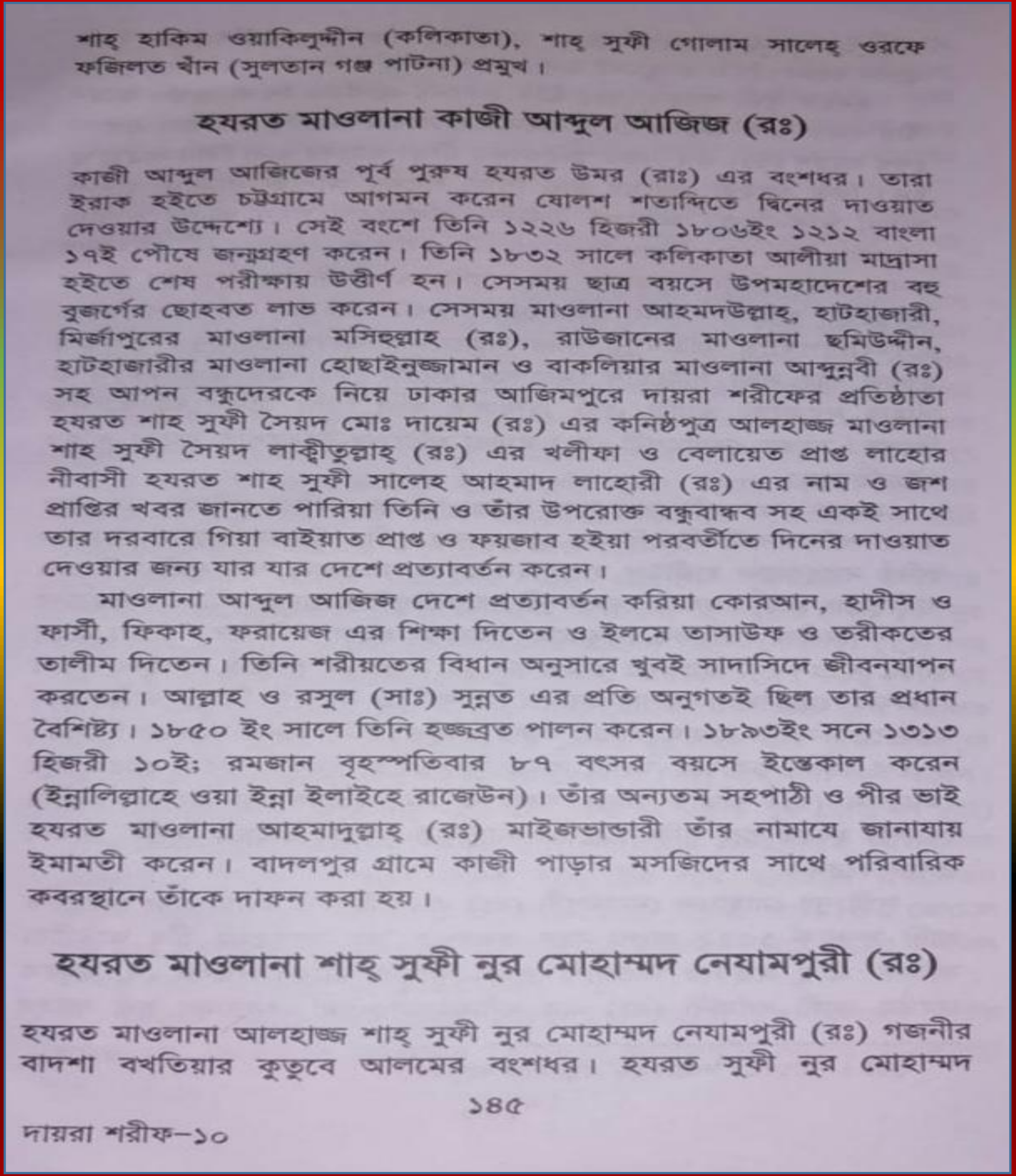

শাহ্ হাকিম ওয়াকিলুদ্দীন (কলিকাতা), শাহ্ সুফী গোলাম সালেহ্ ওরফে ফজিলত খাঁন (সুলতান গঞ্জ পাটনা) প্রমুখ।

হযরত মাওলানা কাজী আব্দুল আজিজ (রঃ)

কাজী আব্দুল আজিজের পূর্ব পুরুষ হযরত উমর (রাঃ) এর বংশধর। তারা ইরাক হইতে চট্টগ্রামে আগমন করেন ষোলশ শতাব্দিতে দ্বিনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সেই বংশে তিনি ১২২৬ হিজরী ১৮০৬ইং ১২১২ বাংলা ১৭ই পৌষে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩২ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেসময় ছাত্র বয়সে উপমহাদেশের বহু বুজর্গের ছোহবত লাভ করেন। সেসময় মাওলানা আহমদউল্লাহ্, হাটহাজারী, মির্জাপুরের মাওলানা মসিহুল্লাহ (রঃ), রাউজানের মাওলানা ছমিউদ্দীন, হাটহাজারীর মাওলানা হোছাইনুজ্জামান ও বাকলিয়ার মাওলানা আব্দুন্নবী (রঃ) সহ আপন বন্ধুদেরকে নিয়ে ঢাকার আজিমপুরে দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সুফী সৈয়দ মোঃ দায়েম (রঃ) এর কনিষ্ঠপুত্র আলহাজ্জ মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ লাক্বীতুল্লাহ্ (রঃ) এর খলীফা ও বেলায়েত প্রাপ্ত লাহোর নীবাসী হযরত শাহ সুফী সালেহ আহমাদ লাহোরী (রঃ) এর নাম ও জশ প্রাপ্তির খবর জানতে পারিয়া তিনি ও তাঁর উপরোক্ত বন্ধুবান্ধব সহ একই সাথে তার দরবারে গিয়া বাইয়াত প্রাপ্ত ও ফয়জাব হইয়া পরবর্তীতে দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য যার যার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা আব্দুল আজিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কোরআন, হাদীস ও ফার্সী, ফিকাহ, ফরায়েজ এর শিক্ষা দিতেন ও ইলমে তাসাউফ ও তরীকতের তালীম দিতেন। তিনি শরীয়তের বিধান অনুসারে খুবই সাদাসিদে জীবনযাপন করতেন। আল্লাহ ও রসুল (সাঃ) সুন্নত এর প্রতি অনুগতই ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৮৫০ ইং সালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। ১৮৯৩ইং সনে ১৩১৩ হিজরী ১০ই; রমজান বৃহস্পতিবার ৮৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর অন্যতম সহপাঠী ও পীর ভাই হযরত মাওলানা আহমাদুল্লাহ্ (রঃ) মাইজভান্ডারী তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতী করেন। বাদলপুর গ্রামে কাজী পাড়ার মসজিদের সাথে পরিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী নুর মোহাম্মদ নেযামপুরী (রঃ)

হযরত মাওলানা আলহাজ্জ শাহ্ সুফী নুর মোহাম্মদ নেযামপুরী (রঃ) গজনীর বাদশা বখতিয়ার কুতুবে আলমের বংশধর। হযরত সুফী নুর মোহাম্মদ

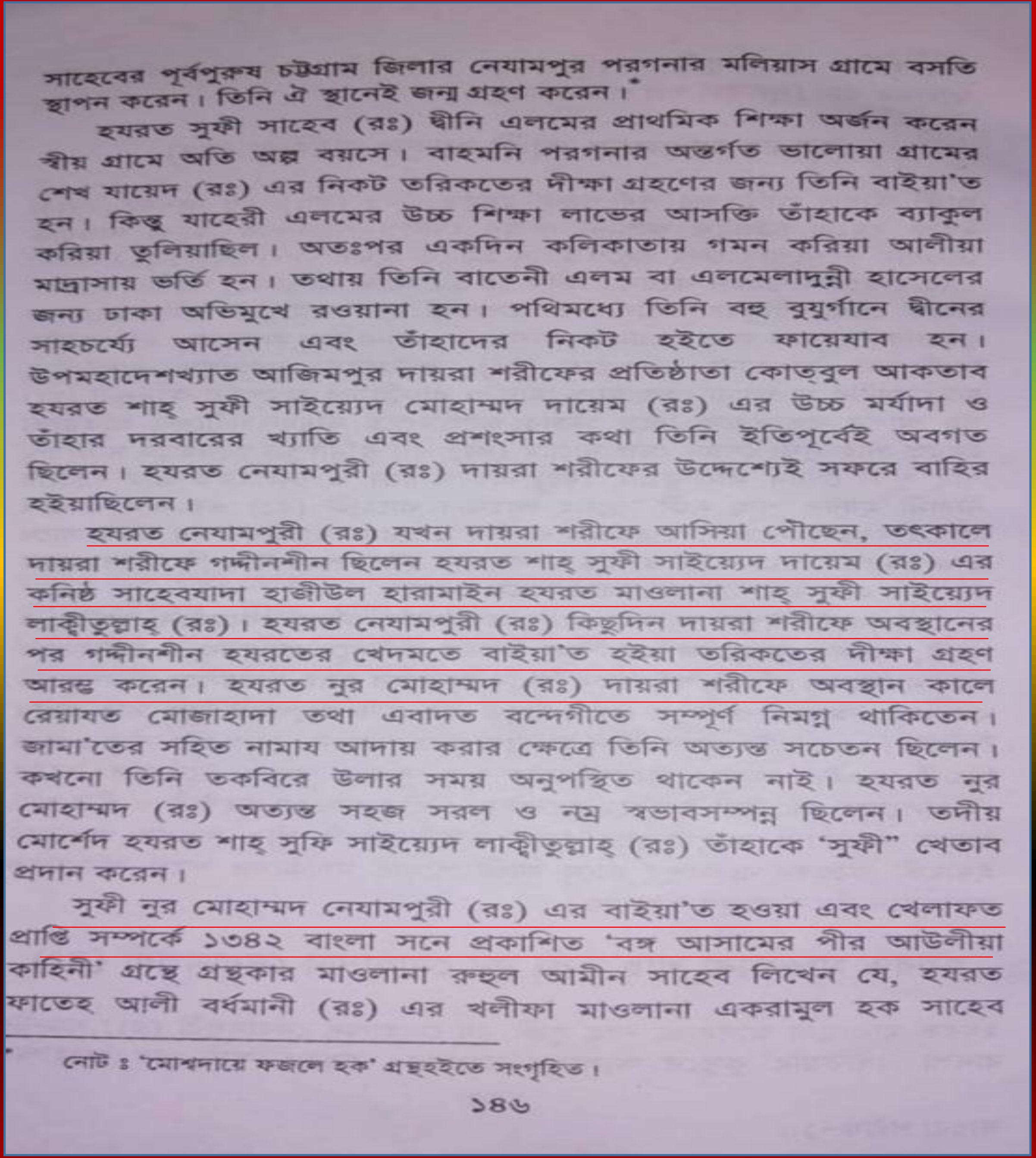

সাহেবের পূর্বপুরুষ চট্টগ্রাম জিলার নেযামপুর পরগনার মলিয়াস গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ঐ স্থানেই জন্ম গ্রহণ করেন।*

হযরত সুফী সাহেব (রঃ) দ্বীনি এলমের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন স্বীয় গ্রামে অতি অল্প বয়সে। বাহমনি পরগনার অন্তর্গত ভালোয়া গ্রামের শেখ যায়েদ (রঃ) এর নিকট তরিকতের দীক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বাইয়া'ত হন। কিন্তু যাহেরী এলমের উচ্চ শিক্ষা লাভের আসক্তি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। অতঃপর একদিন কলিকাতায় গমন করিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তথায় তিনি বাতেনী এলম বা এলমেলাদুন্নী হাসেলের জন্য ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি বহু বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য্যে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ফায়েযাব হন। উপমহাদেশখ্যাত আজিমপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কোত্বুল আকতাব হযরত শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) এর উচ্চ মর্যাদা ও তাঁহার দরবারের খ্যাতি এবং প্রশংসার কথা তিনি ইতিপূর্বেই অবগত ছিলেন। হযরত নেযামপুরী (রঃ) দায়রা শরীফের উদ্দেশ্যেই সফরে বাহির হইয়াছিলেন।

হযরত নেযামপুরী (রঃ) যখন দায়রা শরীফে আসিয়া পৌছেন, তৎকালে দায়রা শরীফে গদ্দীনশীন ছিলেন হযরত শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ দায়েম (রঃ) এর কনিষ্ঠ সাহেবযাদা হাজীউল হারামাইন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ লাক্বীতুল্লাহ্ (রঃ)। হযরত নেযামপুরী (রঃ) কিছুদিন দায়রা শরীফে অবস্থানের পর গদ্দীনশীন হযরতের খেদমতে বাইয়া'ত হইয়া তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন। হযরত নুর মোহাম্মদ (রঃ) দায়রা শরীফে অবস্থান কালে রেয়াযত মোজাহাদা তথা এবাদত বন্দেগীতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকিতেন। জামা'তের সহিত নামায আদায় করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কখনো তিনি তকবিরে উলার সময় অনুপস্থিত থাকেন নাই। হযরত নুর মোহাম্মদ (রঃ) অত্যন্ত সহজ সরল ও নম্র স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তদীয় মোর্শেদ হযরত শাহ্ সুফি সাইয়্যেদ লাক্বীতুল্লাহ্ (রঃ) তাঁহাকে 'সুফী" খেতাব প্রদান করেন।

সুফী নুর মোহাম্মদ নেযামপুরী (রঃ) এর বাইয়া'ত হওয়া এবং খেলাফত প্রাপ্তি সম্পর্কে ১৩৪২ বাংলা সনে প্রকাশিত 'বঙ্গ আসামের পীর আউলীয়া কাহিনী' গ্রন্থে গ্রন্থকার মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখেন যে, হযরত ফাতেহ আলী বর্ধমানী (রঃ) এর খলীফা মাওলানা একরামুল হক সাহেব

---

* নোট ঃ 'মোশ্বদায়ে ফজলে হক' গ্রন্থহইতে সংগৃহিত।

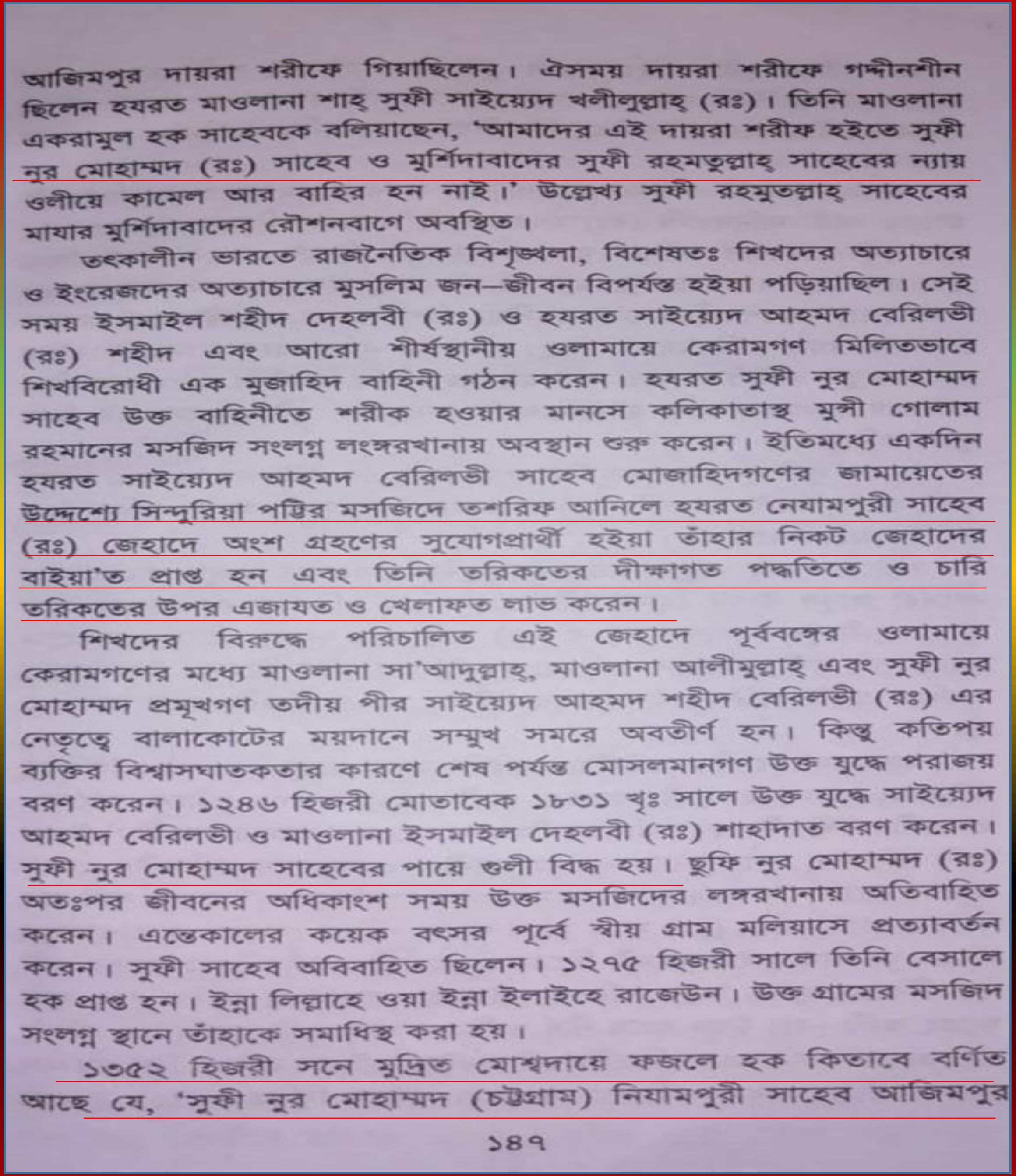

আজিমপুর দায়রা শরীফে গিয়াছিলেন। ঐসময় দায়রা শরীফে গদ্দীনশীন ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ খলীলুল্লাহ্ (রঃ)। তিনি মাওলানা একরামুল হক সাহেবকে বলিয়াছেন, 'আমাদের এই দায়রা শরীফ হইতে সুফী নুর মোহাম্মদ (রঃ) সাহেব ও মুর্শিদাবাদের সুফী রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ন্যায় ওলীয়ে কামেল আর বাহির হন নাই।' উল্লেখ্য সুফী রহমুতল্লাহ্ সাহেবের মাযার মুর্শিদাবাদের রৌশনবাগে অবস্থিত।

তৎকালীন ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বিশেষতঃ শিখদের অত্যাচারে ও ইংরেজদের অত্যাচারে মুসলিম জন—জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রঃ) ও হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী (রঃ) শহীদ এবং আরো শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামগণ মিলিতভাবে শিখবিরোধী এক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। হযরত সুফী নুর মোহাম্মদ সাহেব উক্ত বাহিনীতে শরীক হওয়ার মানসে কলিকাতাস্থ মুন্সী গোলাম রহমানের মসজিদ সংলগ্ন লংঙ্গরখানায় অবস্থান শুরু করেন। ইতিমধ্যে একদিন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী সাহেব মোজাহিদগণের জামায়েতের উদ্দেশ্যে সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদে তশরিফ আনিলে হযরত নেযামপুরী সাহেব (রঃ) জেহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট জেহাদের বাইয়া'ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি তরিকতের দীক্ষাগত পদ্ধতিতে ও চারি তরিকতের উপর এজাযত ও খেলাফত লাভ করেন।

শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই জেহাদে পূর্ববঙ্গের ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে মাওলানা সা'আদুল্লাহ্, মাওলানা আলীমুল্লাহ্ এবং সুফী নুর মোহাম্মদ প্রমূখগণ তদীয় পীর সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরিলভী (রঃ) এর নেতৃত্বে বালাকোটের ময়দানে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শেষ পর্যন্ত মোসলমানগণ উক্ত যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ খৃঃ সালে উক্ত যুদ্ধে সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী ও মাওলানা ইসমাইল দেহলবী (রঃ) শাহাদাত বরণ করেন। সুফী নুর মোহাম্মদ সাহেবের পায়ে গুলী বিদ্ধ হয়। ছুফি নুর মোহাম্মদ (রঃ) অতঃপর জীবনের অধিকাংশ সময় উক্ত মসজিদের লঙ্গরখানায় অতিবাহিত করেন। এন্তেকালের কয়েক বৎসর পূর্বে স্বীয় গ্রাম মলিয়াসে প্রত্যাবর্তন করেন। সুফী সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ১২৭৫ হিজরী সালে তিনি বেসালে হক প্রাপ্ত হন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। উক্ত গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৩৫২ হিজরী সনে মুদ্রিত মোশ্বদায়ে ফজলে হক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'সুফী নুর মোহাম্মদ (চট্টগ্রাম) নিযামপুরী সাহেব আজিমপুর

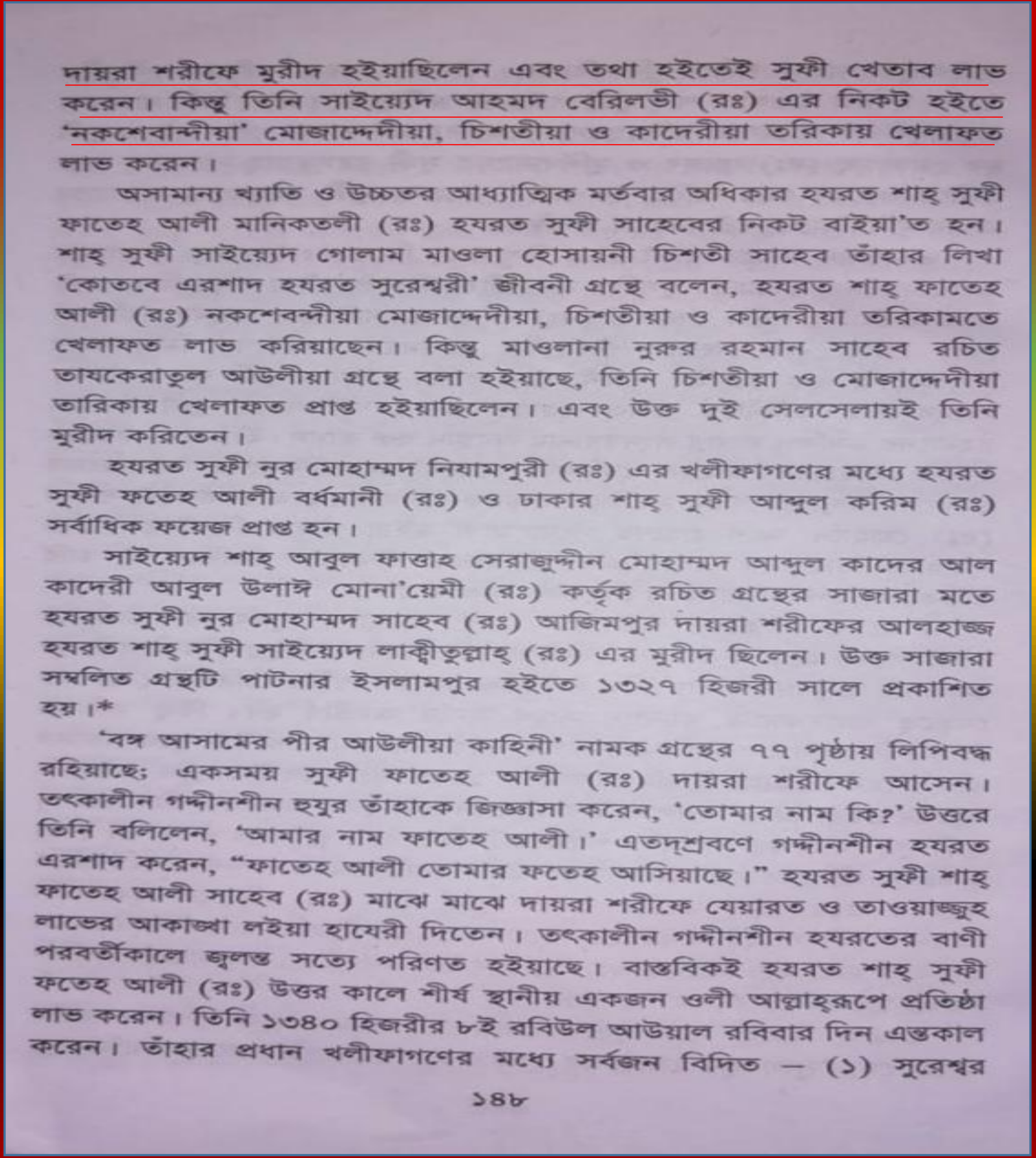

দায়রা শরীফে মুরীদ হইয়াছিলেন এবং তথা হইতেই সুফী খেতাব লাভ করেন। কিন্তু তিনি সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী (রঃ) এর নিকট হইতে 'নকশেবান্দীয়া' মোজাদ্দেদীয়া, চিশতীয়া ও কাদেরীয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন।

অসামান্য খ্যাতি ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্তবার অধিকার হযরত শাহ্ সুফী ফাতেহ আলী মানিকতলী (রঃ) হযরত সুফী সাহেবের নিকট বাইয়া'ত হন। শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ গোলাম মাওলা হোসায়নী চিশতী সাহেব তাঁহার লিখা 'কোতবে এরশাদ হযরত সুরেশ্বরী' জীবনী গ্রন্থে বলেন, হযরত শাহ্ ফাতেহ আলী (রঃ) নকশেবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া, চিশতীয়া ও কাদেরীয়া তরিকামতে খেলাফত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মাওলানা নুরুর রহমান সাহেব রচিত তাযকেরাতুল আউলীয়া গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তিনি চিশতীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তারিকায় খেলাফত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং উক্ত দুই সেলসেলায়ই তিনি মুরীদ করিতেন।

হযরত সুফী নুর মোহাম্মদ নিযামপুরী (রঃ) এর খলীফাগণের মধ্যে হযরত সুফী ফতেহ আলী বর্ধমানী (রঃ) ও ঢাকার শাহ্ সুফী আব্দুল করিম (রঃ) সর্বাধিক ফয়েজ প্রাপ্ত হন।

সাইয়্যেদ শাহ্ আবুল ফাত্তাহ সেরাজুদ্দীন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আল কাদেরী আবুল উলাঈ মোনা'য়েমী (রঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের সাজারা মতে হযরত সুফী নুর মোহাম্মদ সাহেব (রঃ) আজিমপুর দায়রা শরীফের আলহাজ্জ হযরত শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ লাক্বীতুল্লাহ্ (রঃ) এর মুরীদ ছিলেন। উক্ত সাজারা সম্বলিত গ্রন্থটি পাটনার ইসলামপুর হইতে ১৩২৭ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়।*

'বঙ্গ আসামের পীর আউলীয়া কাহিনী' নামক গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; একসময় সুফী ফাতেহ আলী (রঃ) দায়রা শরীফে আসেন। তৎকালীন গদ্দীনশীন হযুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কি?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমার নাম ফাতেহ আলী।' এতদ্শ্রবণে গদ্দীনশীন হযরত এরশাদ করেন, "ফাতেহ আলী তোমার ফতেহ আসিয়াছে।" হযরত সুফী শাহ্ ফাতেহ আলী সাহেব (রঃ) মাঝে মাঝে দায়রা শরীফে যেয়ারত ও তাওয়াজ্জুহ লাভের আকাঙ্খা লইয়া হাযেরী দিতেন। তৎকালীন গদ্দীনশীন হযরতের বাণী পরবর্তীকালে জ্বলন্ত সত্যে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিকই হযরত শাহ্ সুফী ফতেহ আলী (রঃ) উত্তর কালে শীর্ষ স্থানীয় একজন ওলী আল্লাহ্রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ১৩৪০ হিজরীর ৮ই রবিউল আউয়াল রবিবার দিন এন্তেকাল করেন। তাঁহার প্রধান খলীফাগণের মধ্যে সর্বজন বিদিত — (১) সুরেশ্বর

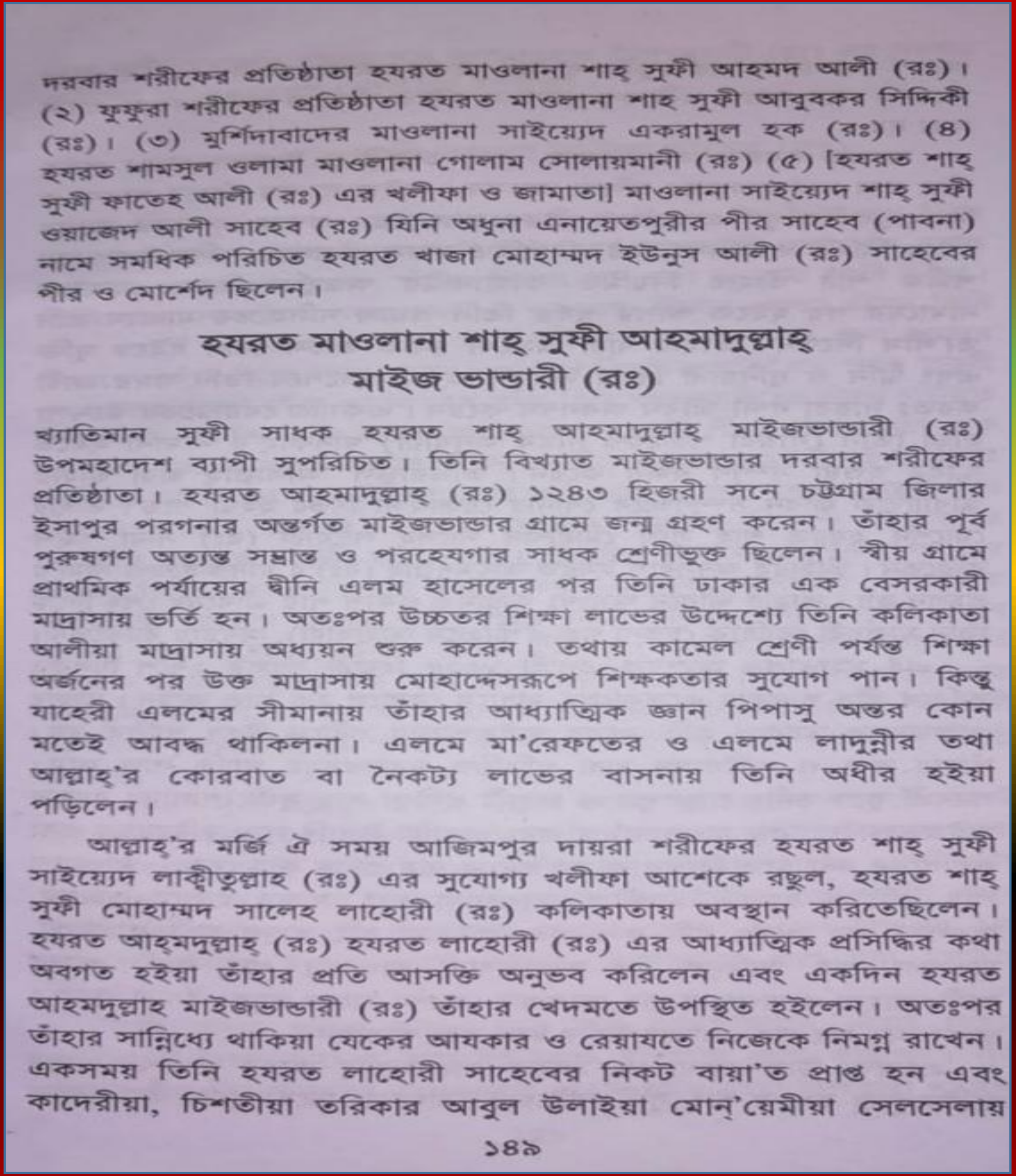

দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আহমদ আলী (রঃ)। (২) ফুফুরা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)। (৩) মুর্শিদাবাদের মাওলানা সাইয়্যেদ একরামুল হক (রঃ)। (৪) হযরত শামসুল ওলামা মাওলানা গোলাম সোলায়মানী (রঃ) (৫) [হযরত শাহ্ সুফী ফাতেহ আলী (রঃ) এর খলীফা ও জামাতা] মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ্ সুফী ওয়াজেদ আলী সাহেব (রঃ) যিনি অধুনা এনায়েতপুরীর পীর সাহেব (পাবনা) নামে সমধিক পরিচিত হযরত খাজা মোহাম্মদ ইউনুস আলী (রঃ) সাহেবের পীর ও মোর্শেদ ছিলেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আহমাদুল্লাহ্ মাইজ ভান্ডারী (রঃ)

খ্যাতিমান সুফী সাধক হযরত শাহ্ আহমাদুল্লাহ্ মাইজভান্ডারী (রঃ) উপমহাদেশ ব্যাপী সুপরিচিত। তিনি বিখ্যাত মাইজভান্ডার দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা। হযরত আহমাদুল্লাহ্ (রঃ) ১২৪৩ হিজরী সনে চট্টগ্রাম জিলার ইসাপুর পরগনার অন্তর্গত মাইজভান্ডার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও পরহেযগার সাধক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। স্বীয় গ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনি এলম হাসেলের পর তিনি ঢাকার এক বেসরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শুরু করেন। তথায় কামেল শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের পর উক্ত মাদ্রাসায় মোহাদ্দেসরূপে শিক্ষকতার সুযোগ পান। কিন্তু যাহেরী এলমের সীমানায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান পিপাসু অন্তর কোন মতেই আবদ্ধ থাকিলনা। এলমে মা'রেফতের ও এলমে লাদুন্নীর তথা আল্লাহ্'র কোরবাত বা নৈকট্য লাভের বাসনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন।

আল্লাহ্'র মর্জি ঐ সময় আজিমপুর দায়রা শরীফের হযরত শাহ্ সুফী সাইয়্যেদ লাক্বীতুল্লাহ (রঃ) এর সুযোগ্য খলীফা আশেকে রছুল, হযরত শাহ্ সুফী মোহাম্মদ সালেহ লাহোরী (রঃ) কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত আহ্মদুল্লাহ্ (রঃ) হযরত লাহোরী (রঃ) এর আধ্যাত্মিক প্রসিদ্ধির কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তি অনুভব করিলেন এবং একদিন হযরত আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী (রঃ) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া যেকের আযকার ও রেয়াযতে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। একসময় তিনি হযরত লাহোরী সাহেবের নিকট বায়া'ত প্রাপ্ত হন এবং কাদেরীয়া, চিশতীয়া তরিকার আবুল উলাইয়া মোন্'য়েমীয়া সেলসেলায়

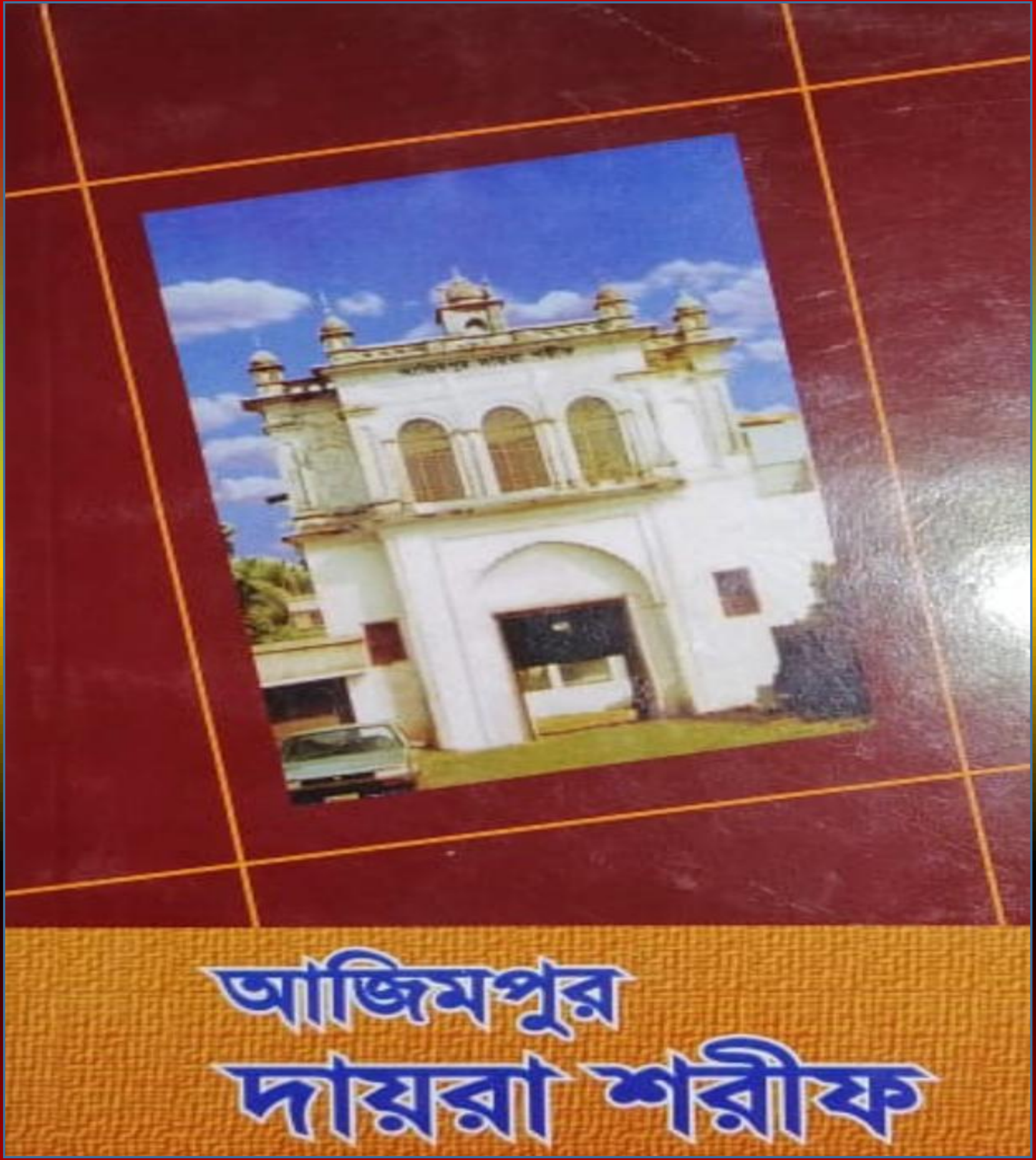

আজিমপুর দায়রা শরীফ

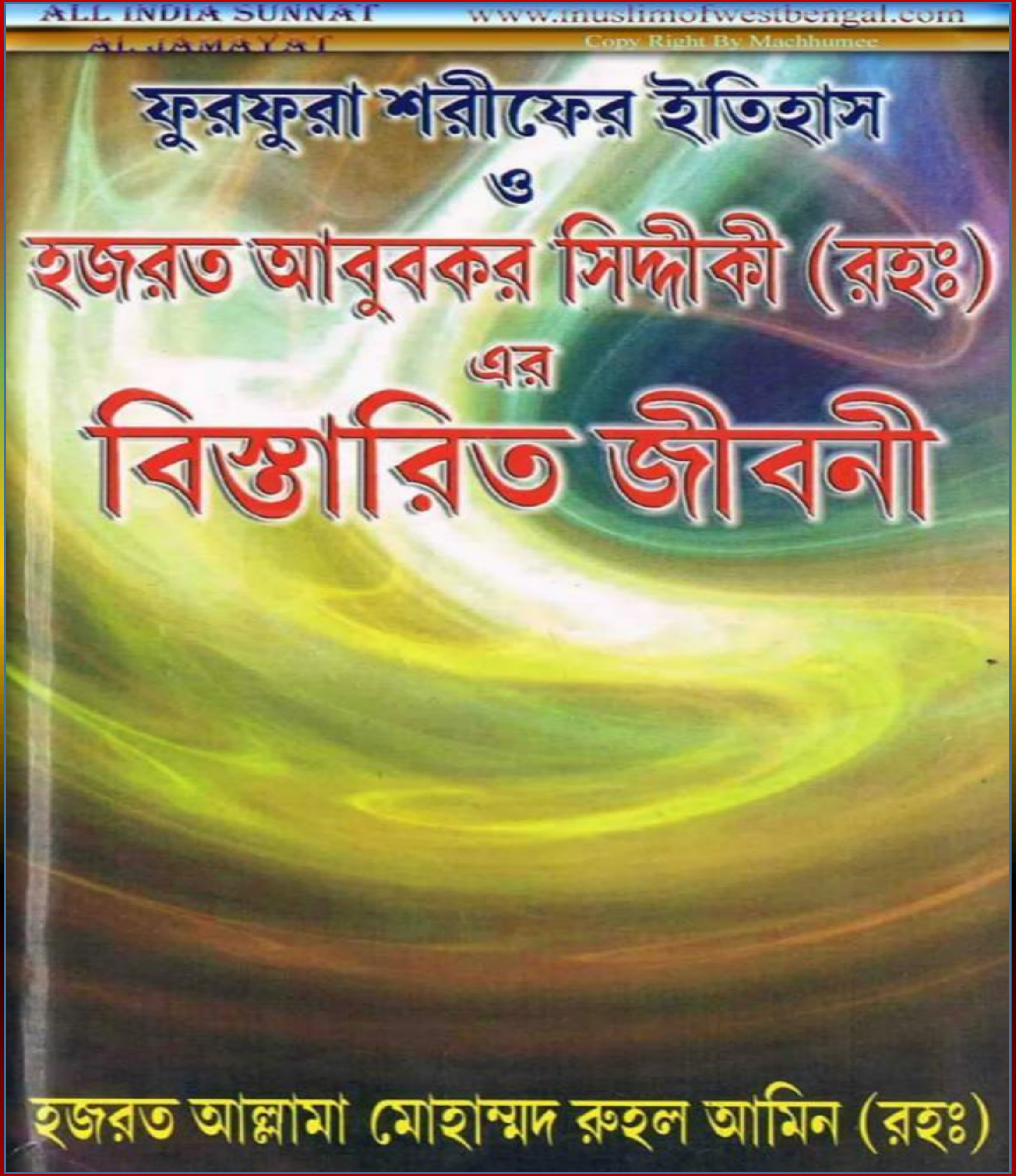

ALL INDIA SUNNAT AL JAMAYAT
www.muslimofwestbengal.com
Copy Right By Machhumee

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস
ও
হজরত আবুবকর সিদ্দীকী (রহঃ)
এর
বিস্তারিত জীবনী

হজরত আল্লামা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

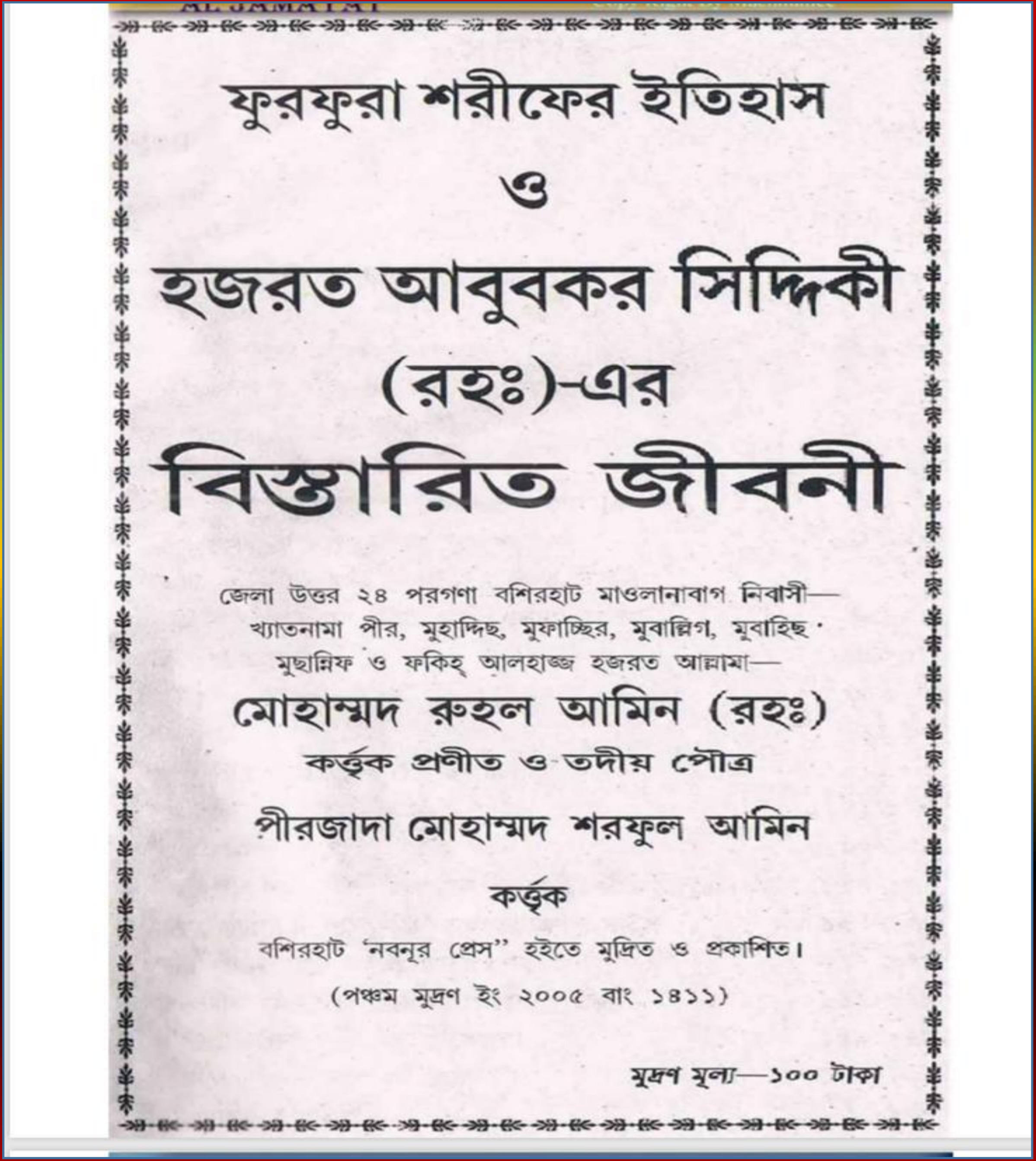

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস
ও
হজরত আবুবকর সিদ্দিকী
(রহঃ)-এর
বিস্তারিত জীবনী

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ ইং ২০০৫ বাং ১৪১১)

মুদ্রণ মূল্য—১০০ টাকা

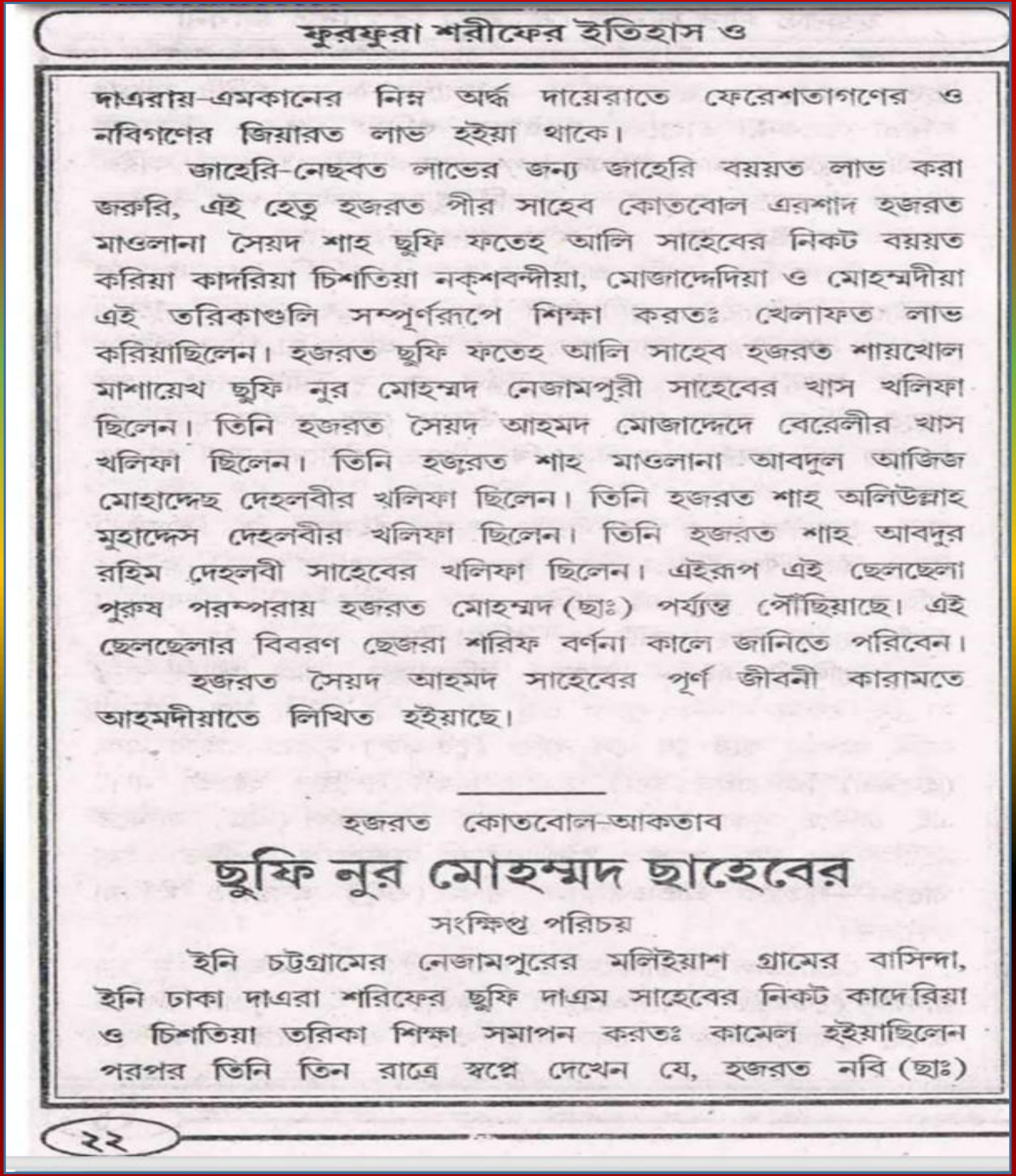

দাএরায়-এমকানের নিম্ন অর্দ্ধ দায়েরাতে ফেরেশতাগণের ও নবিগণের জিয়ারত লাভ হইয়া থাকে।

জাহেরি-নেছবত লাভের জন্য জাহেরি বয়য়ত লাভ করা জরুরি, এই হেতু হজরত পীর সাহেব কোতবোল এরশাদ হজরত মাওলানা সৈয়দ শাহ ছুফি ফতেহ আলি সাহেবের নিকট বয়য়ত করিয়া কাদরিয়া চিশতিয়া নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও মোহম্মদীয়া এই তরিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করতঃ খেলাফত লাভ করিয়াছিলেন। হজরত ছুফি ফতেহ আলি সাহেব হজরত শায়খোল মাশায়েখ ছুফি নুর মোহম্মদ নেজামপুরী সাহেবের খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদে বেরেলীর খাস খলিফা ছিলেন। তিনি হজ্রত শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবীর খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবীর খলিফা ছিলেন। তিনি হজরত শাহ আবদুর রহিম দেহলবী সাহেবের খলিফা ছিলেন। এইরূপ এই ছেলছেলা পুরুষ পরম্পরায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই ছেলছেলার বিবরণ ছেজরা শরিফ বর্ণনা কালে জানিতে পরিবেন।

হজরত সৈয়দ আহমদ সাহেবের পূর্ণ জীবনী কারামতে আহমদীয়াতে লিখিত হইয়াছে।

হজরত কোতবোল-আকতাব

ছুফি নুর মোহম্মদ ছাহেবের

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনি চট্টগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াশ গ্রামের বাসিন্দা, ইনি ঢাকা দাএরা শরিফের ছুফি দাএম সাহেবের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন পরপর তিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি (ছাঃ)

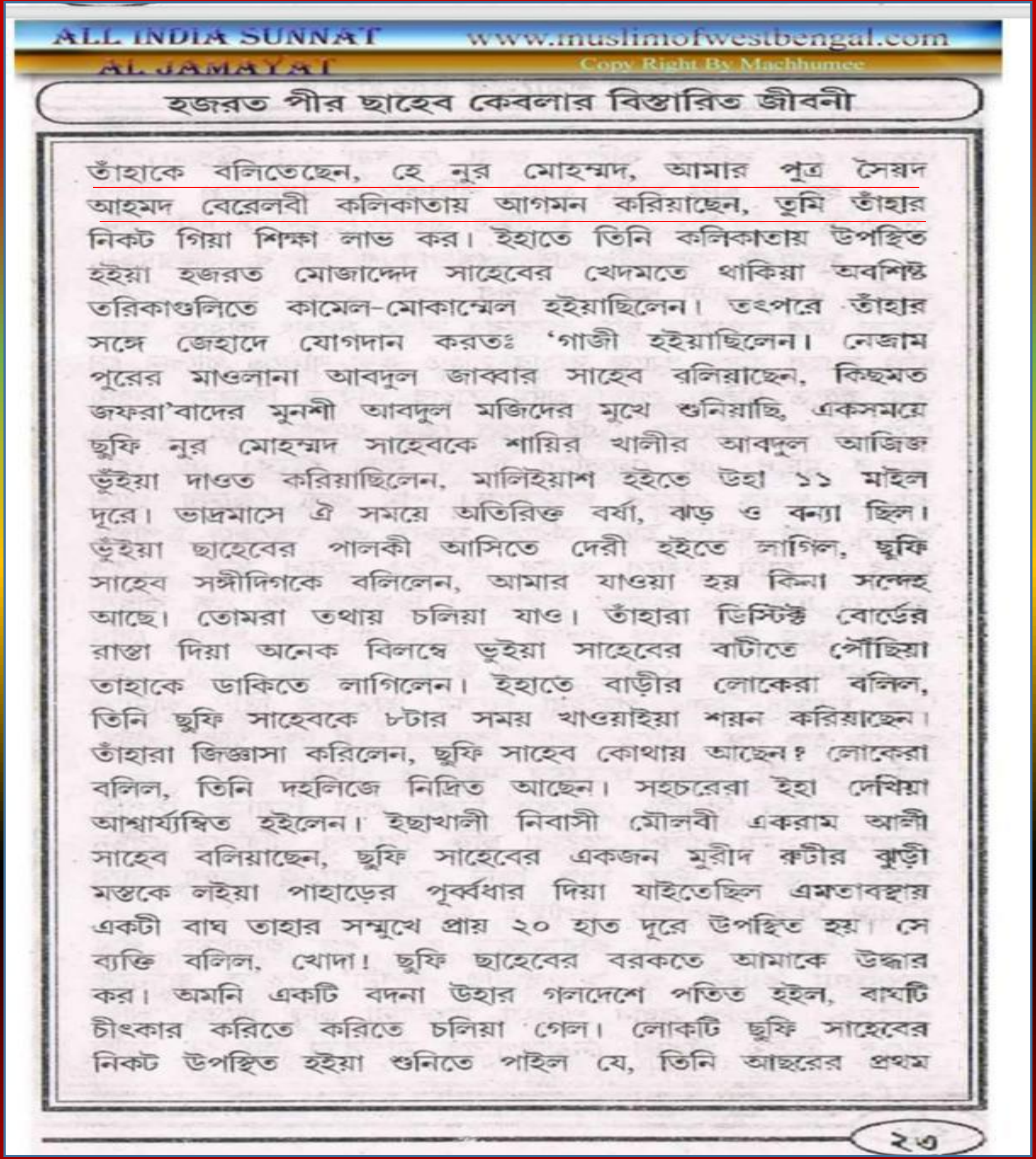

ALL INDIA SUNNAT www.muslimofwestbengal.com
AL JAMAYAT Copy Right By Machhumee

তাঁহাকে বলিতেছেন, হে নুর মোহম্মদ, আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরেলবী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তরিকাগুলিতে কামেল-মোকাম্মেল হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ 'গাজী হইয়াছিলেন। নেজাম পুরের মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব বলিয়াছেন, কিছমত জফরা'বাদের মুনশী আবদুল মজিদের মুখে শুনিয়াছি, একসময়ে ছুফি নুর মোহম্মদ সাহেবকে শায়ির খালীর আবদুল আজিজ ভুঁইয়া দাওত করিয়াছিলেন, মালিইয়াশ হইতে উহা ১১ মাইল দূরে। ভাদ্রমাসে ঐ সময়ে অতিরিক্ত বর্ষা, ঝড় ও বন্যা ছিল। ভুঁইয়া ছাহেবের পালকী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, ছুফি সাহেব সঙ্গীদিগকে বলিলেন, আমার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। তোমরা তথায় চলিয়া যাও। তাঁহারা ডিস্টিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া অনেক বিলম্বে ভুইয়া সাহেবের বাটীতে পৌঁছিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে বাড়ীর লোকেরা বলিল, তিনি ছুফি সাহেবকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া শয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুফি সাহেব কোথায় আছেন? লোকেরা বলিল, তিনি দহলিজে নিদ্রিত আছেন। সহচরেরা ইহা দেখিয়া আশ্চার্য্যন্বিত হইলেন। ইছাখালী নিবাসী মৌলবী একরাম আলী সাহেব বলিয়াছেন, ছুফি সাহেবের একজন মুরীদ রুটীর ঝুড়ী মস্তকে লইয়া পাহাড়ের পূর্ব্বধার দিয়া যাইতেছিল এমতাবস্থায় একটী বাঘ তাহার সম্মুখে প্রায় ২০ হাত দূরে উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তি বলিল, খোদা! ছুফি ছাহেবের বরকতে আমাকে উদ্ধার কর। অমনি একটি বদনা উহার গলদেশে পতিত হইল, বাঘটি চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। লোকটি ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, তিনি আছরের প্রথম

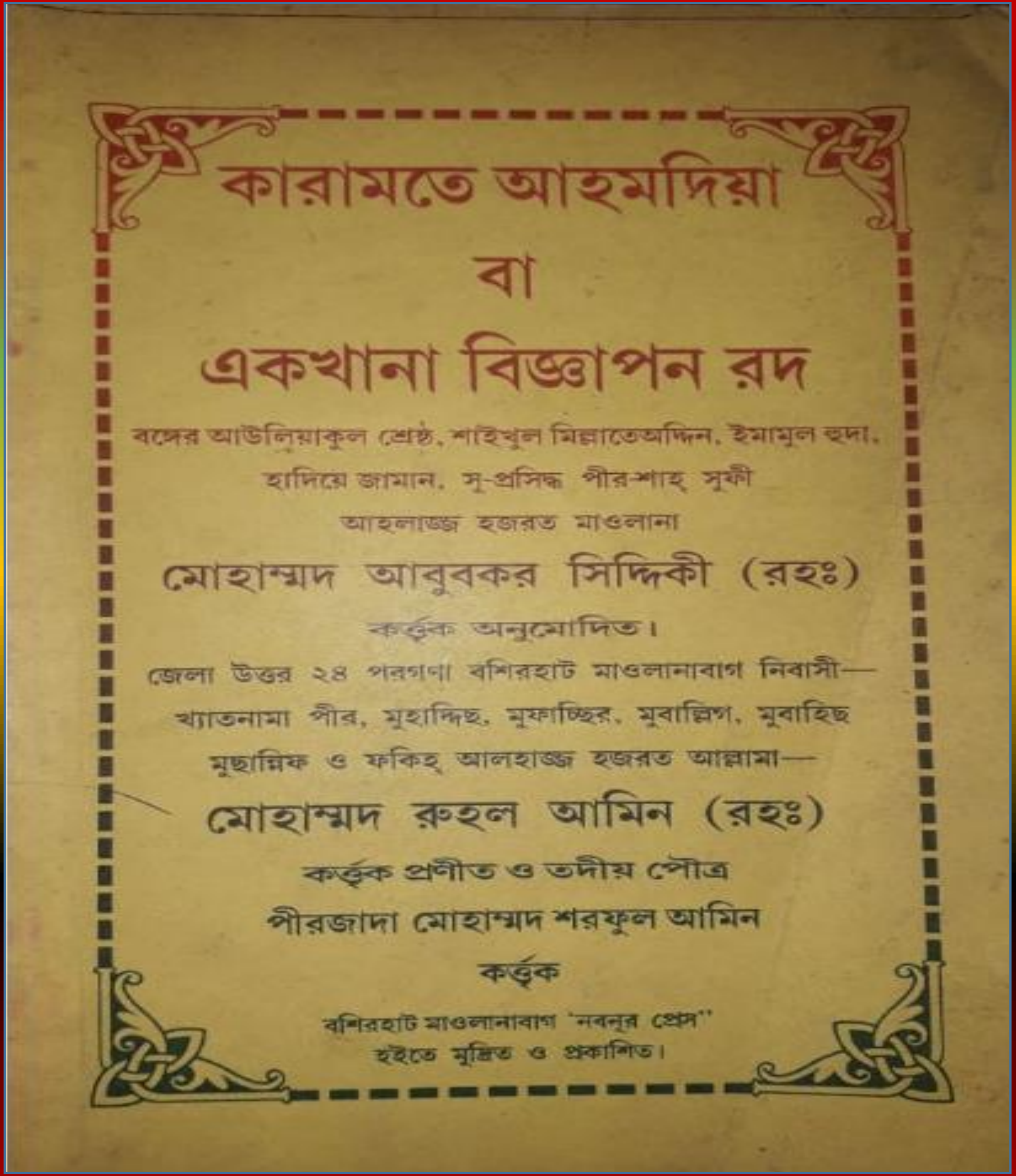

কারামতে আহমদিয়া
বা
একখানা বিজ্ঞাপন রদ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতেঅদ্দিন, ইমামুল হুদা,
হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ্ সুফী
আহলাজ্জ হজরত মাওলানা
মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত।
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—
মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)
কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

বশিরহাট মাওলানাবাগ 'নবনূর প্রেস''
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

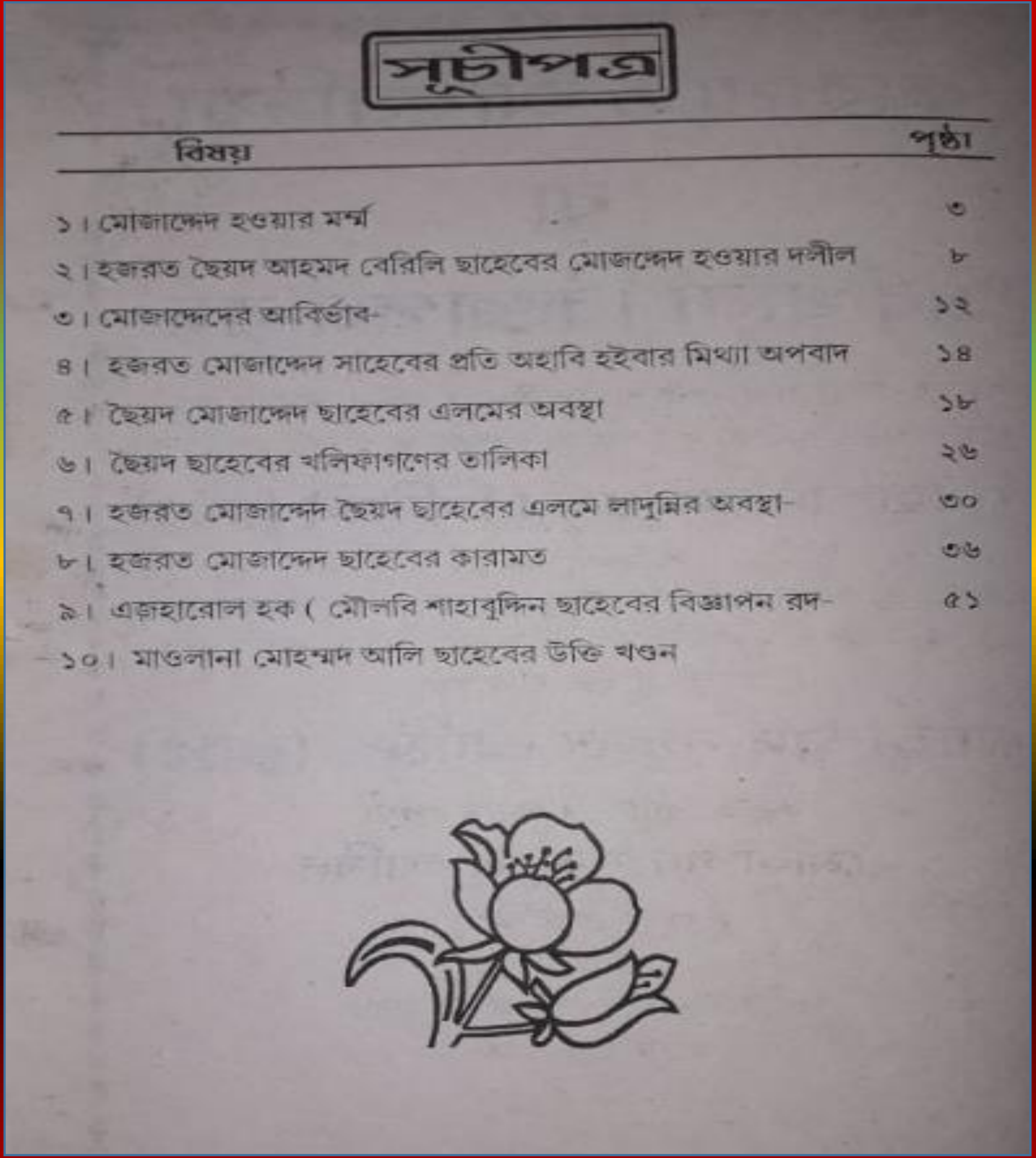

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মোজাদ্দেদ হওয়ার মর্ম্ম	৩
২। হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরিলি ছাহেবের মোজদ্দেদ হওয়ার দলীল	৮
৩। মোজাদ্দেদের আবির্ভাব-	১২
৪। হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের প্রতি অহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ	১৪
৫। ছৈয়দ মোজাদ্দেদ ছাহেবের এলমের অবস্থা	১৮
৬। ছৈয়দ ছাহেবের খলিফাগণের তালিকা	২৬
৭। হজরত মোজাদ্দেদ ছৈয়দ ছাহেবের এলমে লাদুন্নির অবস্থা-	৩০
৮। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের কারামত	৩৬
৯। এজহারোল হক (মৌলবি শাহাবুদ্দিন ছাহেবের বিজ্ঞাপন রদ-	৫১
১০। মাওলানা মোহম্মদ আলি ছাহেবের উক্তি খণ্ডন	

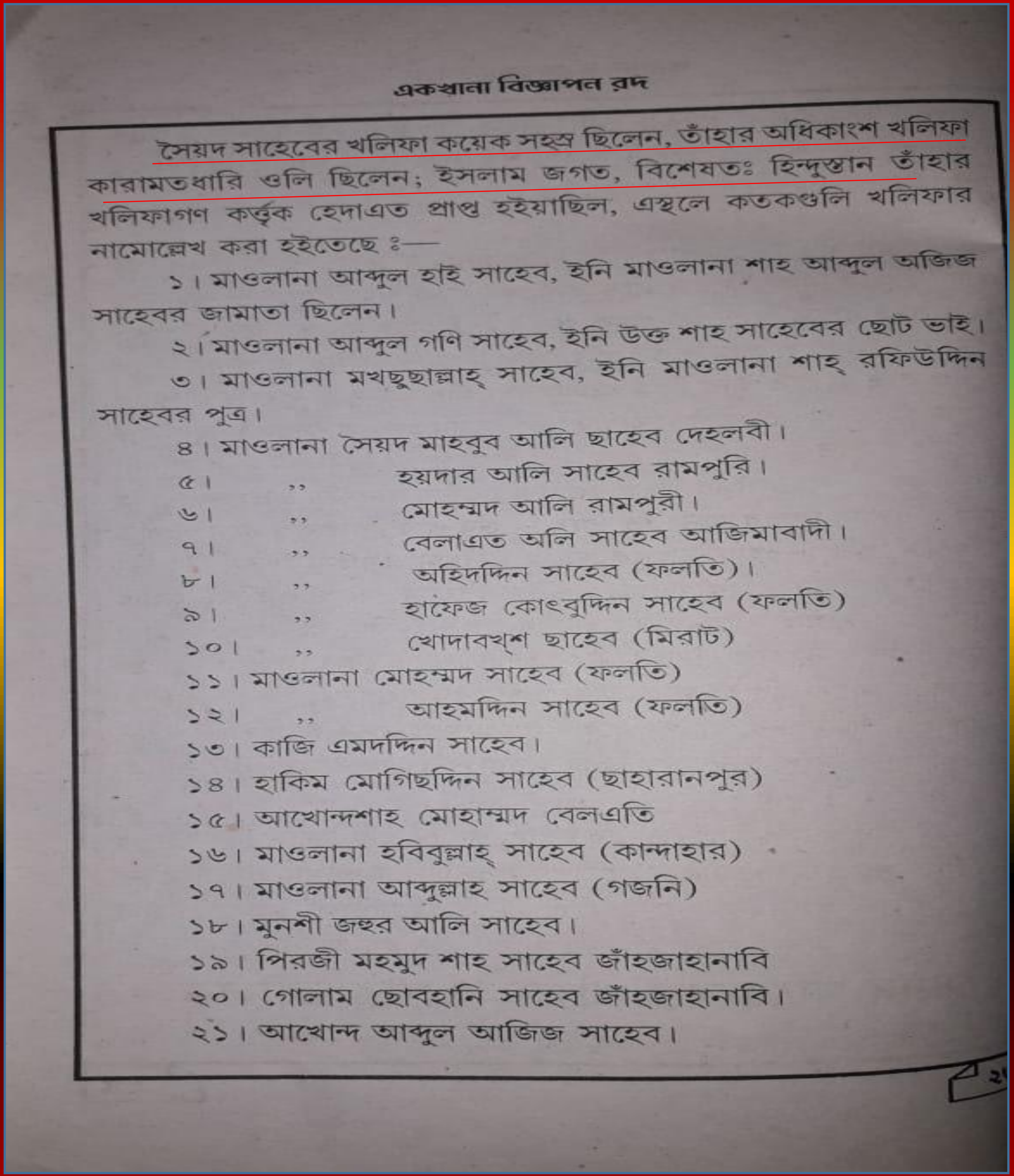

সৈয়দ সাহেবের খলিফা কয়েক সহস্র ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ খলিফা কারামতধারি ওলি ছিলেন; ইসলাম জগত, বিশেষতঃ হিন্দুস্তান তাঁহার খলিফাগণ কর্ত্তৃক হেদাএত প্রাপ্ত হইয়াছিল, এস্থলে কতকগুলি খলিফার নামোল্লেখ করা হইতেছে ঃ—

১। মাওলানা আব্দুল হই সাহেব, ইনি মাওলানা শাহ আব্দুল অজিজ সাহেবর জামাতা ছিলেন।

২। মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব, ইনি উক্ত শাহ সাহেবের ছোট ভাই।

৩। মাওলানা মখছুছাল্লাহ্ সাহেব, ইনি মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেবর পুত্র।

৪। মাওলানা সৈয়দ মাহবুব আলি ছাহেব দেহলবী।
৫। ,, হয়দার আলি সাহেব রামপুরি।
৬। ,, মোহম্মদ আলি রামপুরী।
৭। ,, বেলাএত অলি সাহেব আজিমাবাদী।
৮। ,, অহিদদ্দিন সাহেব (ফলতি)।
৯। ,, হাফেজ কোৎবুদ্দিন সাহেব (ফলতি)
১০। ,, খোদাবখ্শ ছাহেব (মিরাট)
১১। মাওলানা মোহম্মদ সাহেব (ফলতি)
১২। ,, আহমদ্দিন সাহেব (ফলতি)
১৩। কাজি এমদদ্দিন সাহেব।
১৪। হাকিম মোগিছদ্দিন সাহেব (ছাহারানপুর)
১৫। আখোন্দশাহ মোহাম্মদ বেলএতি
১৬। মাওলানা হবিবুল্লাহ্ সাহেব (কান্দাহার)
১৭। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (গজনি)
১৮। মুনশী জহুর আলি সাহেব।
১৯। পিরজী মহমুদ শাহ সাহেব জাঁহজাহানাবি
২০। গোলাম ছোবহানি সাহেব জাঁহজাহানাবি।
২১। আখোন্দ আব্দুল আজিজ সাহেব।

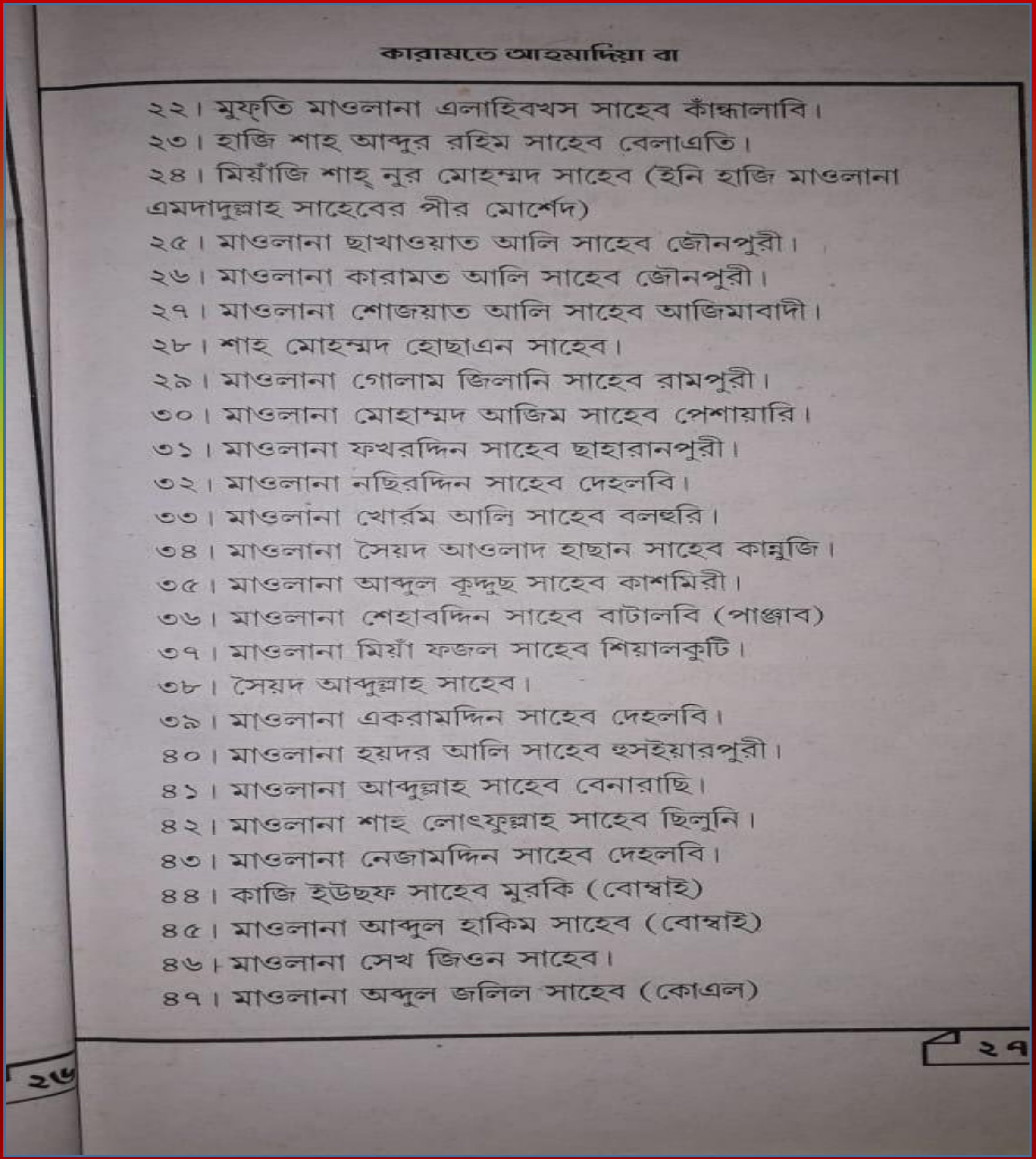

২২। মুফ্তি মাওলানা এলাহিবখস সাহেব কাঁন্ধালাবি।
২৩। হাজি শাহ আব্দুর রহিম সাহেব বেলাএতি।
২৪। মিয়াঁজি শাহ্ নুর মোহম্মদ সাহেব (ইনি হাজি মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর মোর্শেদ)
২৫। মাওলানা ছাখাওয়াত আলি সাহেব জৌনপুরী।
২৬। মাওলানা কারামত আলি সাহেব জৌনপুরী।
২৭। মাওলানা শোজয়াত আলি সাহেব আজিমাবাদী।
২৮। শাহ মোহম্মদ হোছাএন সাহেব।
২৯। মাওলানা গোলাম জিলানি সাহেব রামপুরী।
৩০। মাওলানা মোহাম্মদ আজিম সাহেব পেশায়ারি।
৩১। মাওলানা ফখরদ্দিন সাহেব ছাহারানপুরী।
৩২। মাওলানা নছিরদ্দিন সাহেব দেহলবি।
৩৩। মাওলানা খোর্রম আলি সাহেব বলহরি।
৩৪। মাওলানা সৈয়দ আওলাদ হাছান সাহেব কান্নুজি।
৩৫। মাওলানা আব্দুল কূদ্দুছ সাহেব কাশমিরী।
৩৬। মাওলানা শেহাবদ্দিন সাহেব বাটালবি (পাঞ্জাব)
৩৭। মাওলানা মিয়াঁ ফজল সাহেব শিয়ালকুটি।
৩৮। সৈয়দ আব্দুল্লাহ সাহেব।
৩৯। মাওলানা একরামদ্দিন সাহেব দেহলবি।
৪০। মাওলানা হয়দর আলি সাহেব হুসইয়ারপুরী।
৪১। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বেনারাছি।
৪২। মাওলানা শাহ লোৎফুল্লাহ সাহেব ছিলুনি।
৪৩। মাওলানা নেজামদ্দিন সাহেব দেহলবি।
৪৪। কাজি ইউছফ সাহেব মুরকি (বোম্বাই)
৪৫। মাওলানা আব্দুল হাকিম সাহেব (বোম্বাই)
৪৬। মাওলানা সেখ জিওন সাহেব।
৪৭। মাওলানা অব্দুল জলিল সাহেব (কোএল)

৪৮। মাওলানা সৈয়দ কাছেম ছাহেব নছিরাবাদী (অযোধ্যা)

৪৯। মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ সাহেব (মখজনে-আহমদির প্রণেতা)

৫০। মাওলানা সৈয়দ ইয়াকুব সাহেব

৫১। মির আহমদ অলি সাহেব (রায় বেল্লোর, মাদ্রাজ)

৫২। সৈয়দ মোহাম্মদ হামজা সাহেব (ব্রহ্মদেশ)

৫৩। মাওলানা মহম্মদ ইয়াকুব সাহেব (দিল্লী)

৫৪। মাওলানা শাহ্ ইসহক সাহেব (দিল্লী)

৫৫। মাওলানা মোরতাজা খাঁ সাহেব (রামপুর)

৫৬। মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ হোছাএন সাহেব (মোজাফফার নগ
।

৫৭। মাওলানা চিশ্‌তি সাহেব (কাঁন্ধালা)

৫৮। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব।

৫৯। হাফেজ মহম্মদ ছিদ্দিক সাহেব (পেশওয়ারি)

৬০। মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব (নওয়াখালি)

৬১। সুফি নূর মোহম্মদ সাহেব (নেজামপুর, চট্টগ্রাম)

৬২। শেখ মোহাম্মদ ওমার মুফতিয়েমক্কা (ইনিশায়খোলওলমা আব
রহমান ছেরাজের শিক্ষক)

৬৩। সৈয়দ আকিল।

৬৪। সৈয়দ হামজা; (এই দুই বোজর্গ মক্কাশরিফের ওলি ছিলেন, ইহা
কাশফের দ্বারা সৈয়দ সাহেবের দরজা অবগত হইয়া তাঁহার হস্তে মুরিদ হই
ছিলেন।)

৬৫। খাজা আলমাছ (ইনি মদিনাশরিফের গওছ ও প্রধান ওলি ছিলে

৬৬। শেখ মোস্তাফা মেরদাদ (ইনি মক্কাশরিফের হানাফি মোছাল্ল
এমাম ছিলেন)

৬৭। শেখ সামছদ্দিন শাতা মিসরি (ইনি বায়তুল্লাশরিফের ওয়ায়ে
(উপদেষ্টা ছিলেন)

৬৮। শেখ মোহাম্মদ আলি হিন্দি (ইনি মক্কাশরিফের মোদার্রেছ)

৬৯। হাফেজ মাগরেবি শেখ আহমদ বেনি ইদরিছ (ইনি মগরেবি বাদশাহের উজির ও হাফেজে সহিহ্ বোখারি)

৭০। ওমার বেনে আব্দুর রাছুল (প্রসিদ্ধ ওলিও হানাফি মোহাদ্দেছ)

৭১। শেখ বোখারামি (মদিনাশরিফের মোদার্রেছ) এইরূপ অরব, রুম, শাম, মিসর, বলগারের সহস্র আলেম ও আম লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন।

ইজাহোল হক পুস্তকে আছে ঃ—

৭২। মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব কলিকাতার কোতব।

৭৩। মাওলানা রমিজদ্দিন সাহেব (সুন্দিপ, নওয়াখালি)

৭৪। মাওলানা হাফেজ হাতেম আহমদ সাহেব (কলিকাতা)

৭৫। মাওলানা মোহম্মদ অজিহ্ সাহেব (কলিকাতা মাদ্রাসার মোদার্রেছ আওউল)

৭৬। কাজিওল-কোজাত মাওলানা ফজলুর রহমান কলিকাতা

৭৭। কাজি মাওলানা আব্দুল বারি (কলিকাতা)

৭৮। মৌলবি আবুল হাছান সাহেব।

৭৯। কাজি মাওলানা গোলাম ছোলায়মান সাহেব।

৮০। মাওলানা শাহ আহমদ জৌনপুরী।

হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ (রহঃ)র এলমে-লাদোন্নির অবস্থা।

তাওয়ারিখে আজিবা, ৮ পৃষ্ঠা:—

“হজরত হাদিয়ে জামান সৈয়দ আহমদ ছাহেব জনাব মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ ছাহেবের মাদ্রাসায় জাহেরি এল্‌ম শিক্ষা করিতেন। এক দিবস তিনি কেতাব দেখিতেছিলেন, এমতাবস্থায় উহার অক্ষর তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, কেবল কেতাবের কাল কাল পৃষ্ঠা তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন তিনি ধারণা করিলেন যে, তিনি চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রভাতে তিনি এই ব্যাপার মাওলানা শাহ, আব্দুল আজিজ

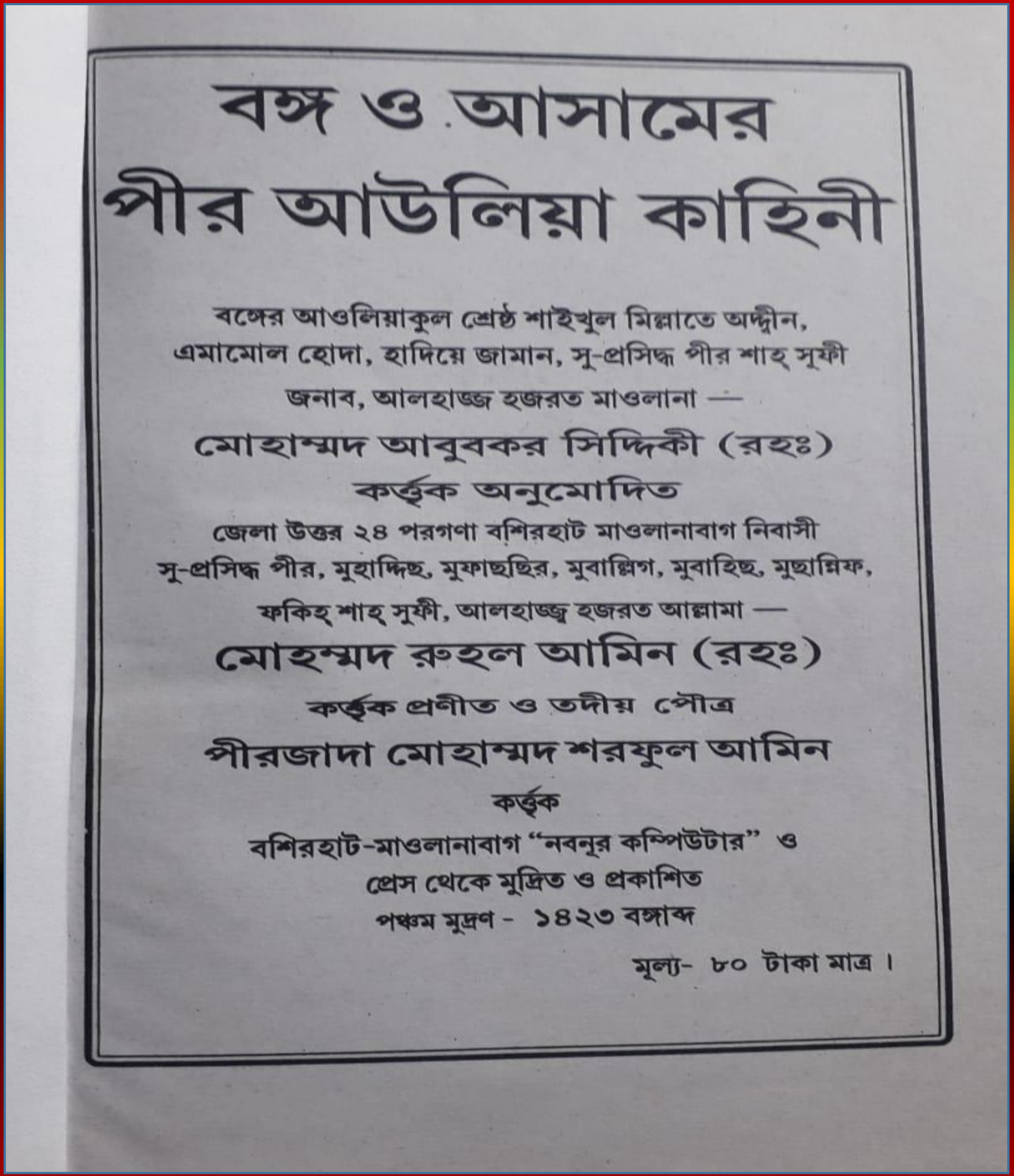

বঙ্গ ও আসামের
পীর আউলিয়া কাহিনী

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
পঞ্চম মুদ্রণ - ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য- ৮০ টাকা মাত্র ।

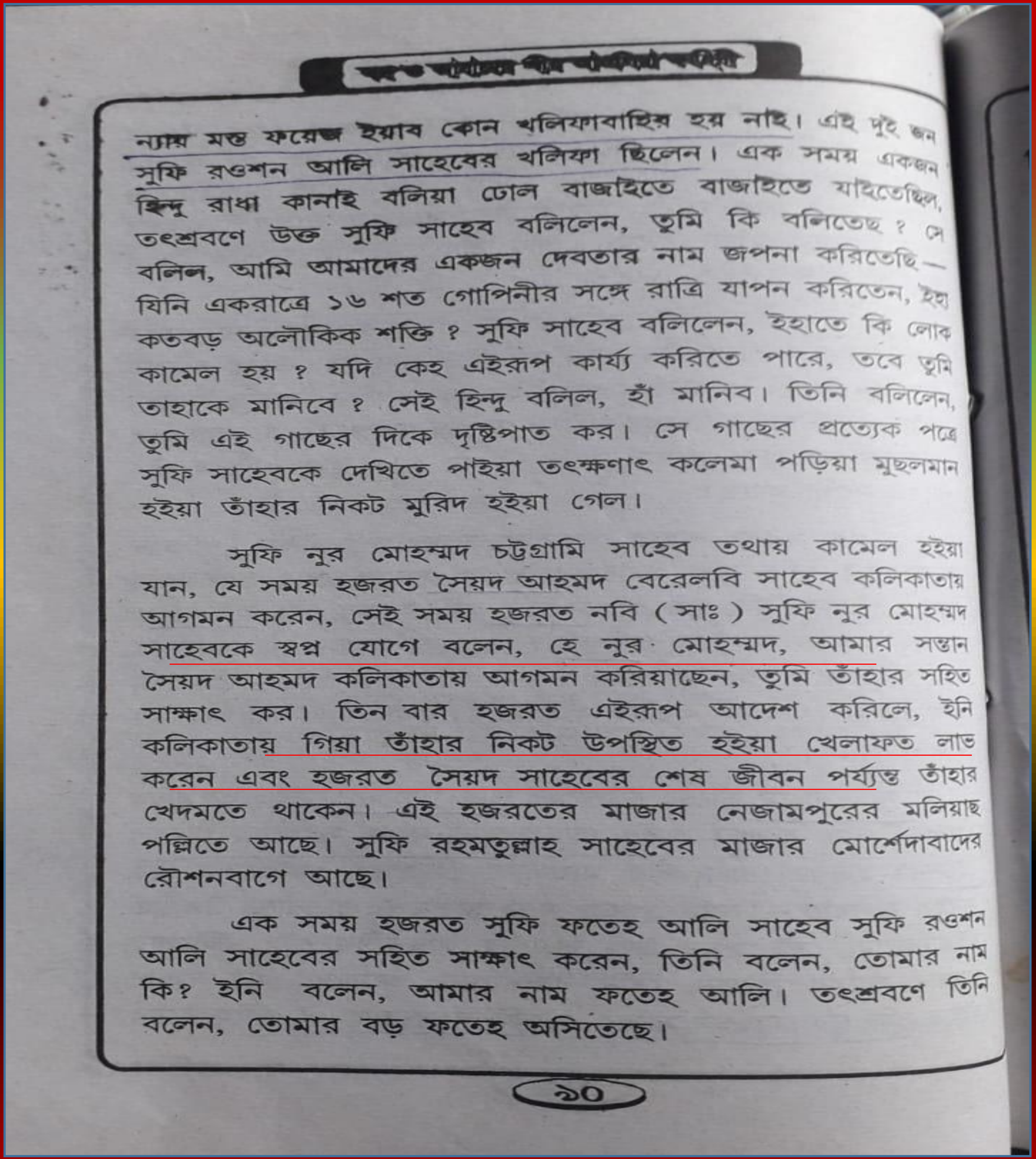

ন্যায় মস্ত ফয়েজ ইয়াব কোন খলিফাবাহির হয় নাই। এই দুই জন সুফি রওশন আলি সাহেবের খলিফা ছিলেন। এক সময় একজন হিন্দু রাধা কানাই বলিয়া ঢোল বাজইতে বাজাইতে যাইতেছিল, তৎশ্রবণে উক্ত সুফি সাহেব বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ ? সে বলিল, আমি আমাদের একজন দেবতার নাম জপনা করিতেছি— যিনি একরাত্রে ১৬ শত গোপিনীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করিতেন, ইহা কতবড় অলৌকিক শক্তি ? সুফি সাহেব বলিলেন, ইহাতে কি লোক কামেল হয় ? যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করিতে পারে, তবে তুমি তাহাকে মানিবে ? সেই হিন্দু বলিল, হাঁ মানিব। তিনি বলিলেন, তুমি এই গাছের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সে গাছের প্রত্যেক পত্রে সুফি সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া মুছলমান হইয়া তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া গেল।

সুফি নুর মোহম্মদ চট্টগ্রামি সাহেব তথায় কামেল হইয়া যান, যে সময় হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় হজরত নবি (সাঃ) সুফি নুর মোহম্মদ সাহেবকে স্বপ্ন যোগে বলেন, হে নুর মোহম্মদ, আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তিন বার হজরত এইরূপ আদেশ করিলে, ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া খেলাফত লাভ করেন এবং হজরত সৈয়দ সাহেবের শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকেন। এই হজরতের মাজার নেজামপুরের মলিয়াছ পল্লিতে আছে। সুফি রহমতুল্লাহ সাহেবের মাজার মোর্শেদাবাদের রৌশনবাগে আছে।

এক সময় হজরত সুফি ফতেহ আলি সাহেব সুফি রওশন আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, তোমার নাম কি? ইনি বলেন, আমার নাম ফতেহ আলি। তৎশ্রবণে তিনি বলেন, তোমার বড় ফতেহ অসিতেছে।

ফুরফুরা শরীফের পীর

মোজাদ্দেদে যামান আমীরুশ্ শরীয়ত হযরত মাওলানা

আবু বকর সিদ্দিকী রহ.-এর

বিস্তারিত জীবনী

হাফেজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি রহ.

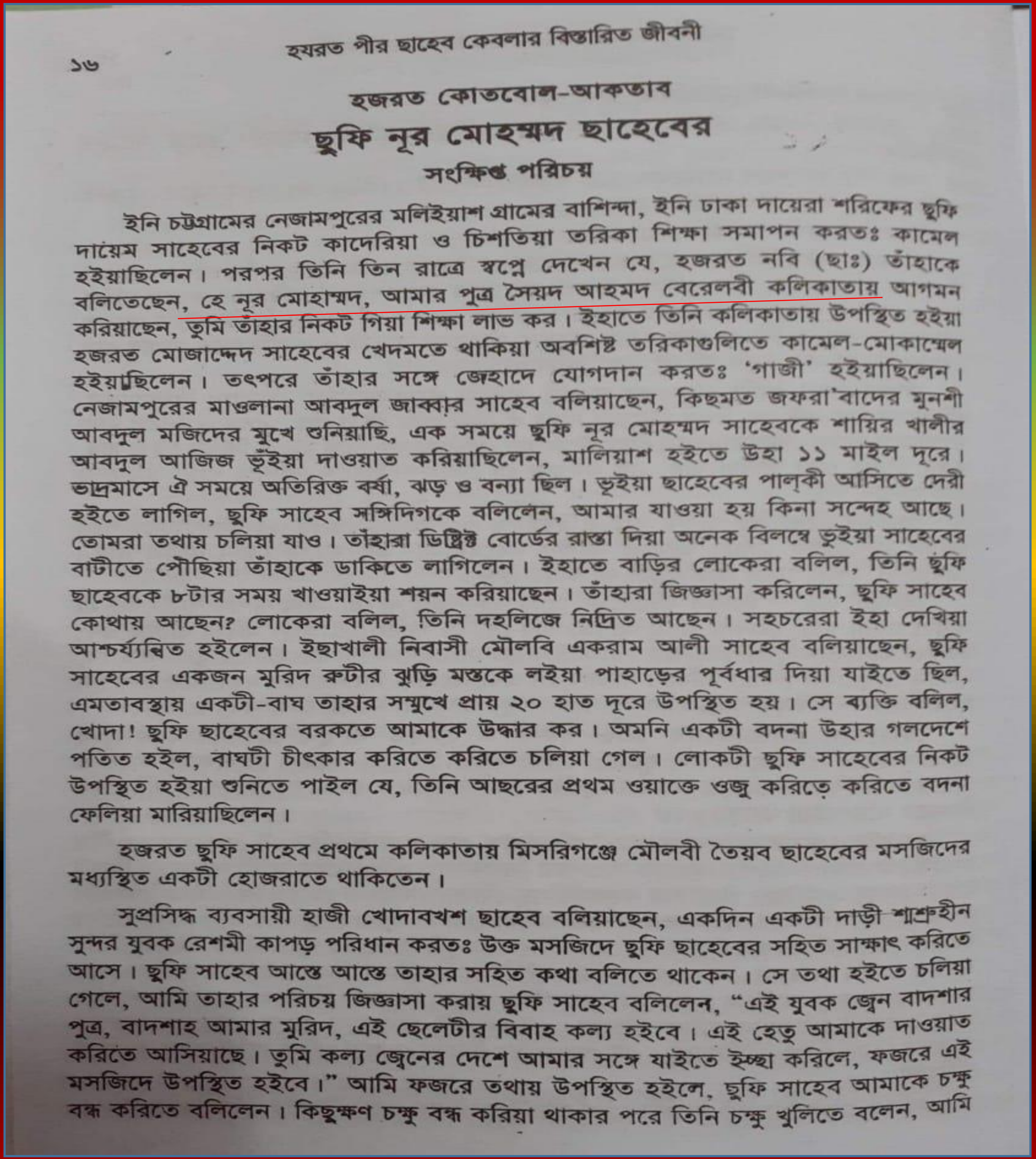

হজরত কোতবোল-আকতাব

ছুফি নূর মোহম্মদ ছাহেবের

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনি চট্টগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াশ গ্রামের বাশিন্দা, ইনি ঢাকা দায়েরা শরিফের ছুফি দায়েম সাহেবের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন। পরপর তিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন, হে নূর মোহাম্মদ, আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরেলবী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তরিকাগুলিতে কামেল-মোকাম্মেল হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ 'গাজী' হইয়াছিলেন। নেজামপুরের মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব বলিয়াছেন, কিছমত জফরা'বাদের মুনশী আবদুল মজিদের মুখে শুনিয়াছি, এক সময়ে ছুফি নূর মোহম্মদ সাহেবকে শায়ির খালীর আবদুল আজিজ ভূঁইয়া দাওয়াত করিয়াছিলেন, মালিয়াশ হইতে উহা ১১ মাইল দূরে। ভাদ্রমাসে ঐ সময়ে অতিরিক্ত বর্ষা, ঝড় ও বন্যা ছিল। ভূইয়া ছাহেবের পাল্‌কী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, ছুফি সাহেব সঙ্গিদিগকে বলিলেন, আমার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ আছে। তোমরা তথায় চলিয়া যাও। তাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া অনেক বিলম্বে ভুইয়া সাহেবের বাটীতে পৌছিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে বাড়ির লোকেরা বলিল, তিনি ছুফি ছাহেবকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া শয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুফি সাহেব কোথায় আছেন? লোকেরা বলিল, তিনি দহলিজে নিদ্রিত আছেন। সহচরেরা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলেন। ইছাখালী নিবাসী মৌলবি একরাম আলী সাহেব বলিয়াছেন, ছুফি সাহেবের একজন মুরিদ রুটীর ঝুড়ি মস্তকে লইয়া পাহাড়ের পূর্বধার দিয়া যাইতে ছিল, এমতাবস্থায় একটী-বাঘ তাহার সম্মুখে প্রায় ২০ হাত দূরে উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তি বলিল, খোদা! ছুফি ছাহেবের বরকতে আমাকে উদ্ধার কর। অমনি একটী বদনা উহার গলদেশে পতিত হইল, বাঘটী চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। লোকটী ছুফি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, তিনি আছরের প্রথম ওয়াক্তে ওজু করিতে করিতে বদনা ফেলিয়া মারিয়াছিলেন।

হজরত ছুফি সাহেব প্রথমে কলিকাতায় মিসরিগঞ্জে মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মসজিদের মধ্যস্থিত একটী হোজরাতে থাকিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী খোদাবখশ ছাহেব বলিয়াছেন, একদিন একটী দাড়ী শ্মশ্রুহীন সুন্দর যুবক রেশমী কাপড় পরিধান করতঃ উক্ত মসজিদে ছুফি ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। ছুফি সাহেব আস্তে আস্তে তাহার সহিত কথা বলিতে থাকেন। সে তথা হইতে চলিয়া গেলে, আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ছুফি সাহেব বলিলেন, "এই যুবক জ্বেন বাদশার পুত্র, বাদশাহ আমার মুরিদ, এই ছেলেটীর বিবাহ কল্য হইবে। এই হেতু আমাকে দাওয়াত করিতে আসিয়াছে। তুমি কল্য জ্বেনের দেশে আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলে, ফজরে এই মসজিদে উপস্থিত হইবে।" আমি ফজরে তথায় উপস্থিত হইলে, ছুফি সাহেব আমাকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পরে তিনি চক্ষু খুলিতে বলেন, আমি

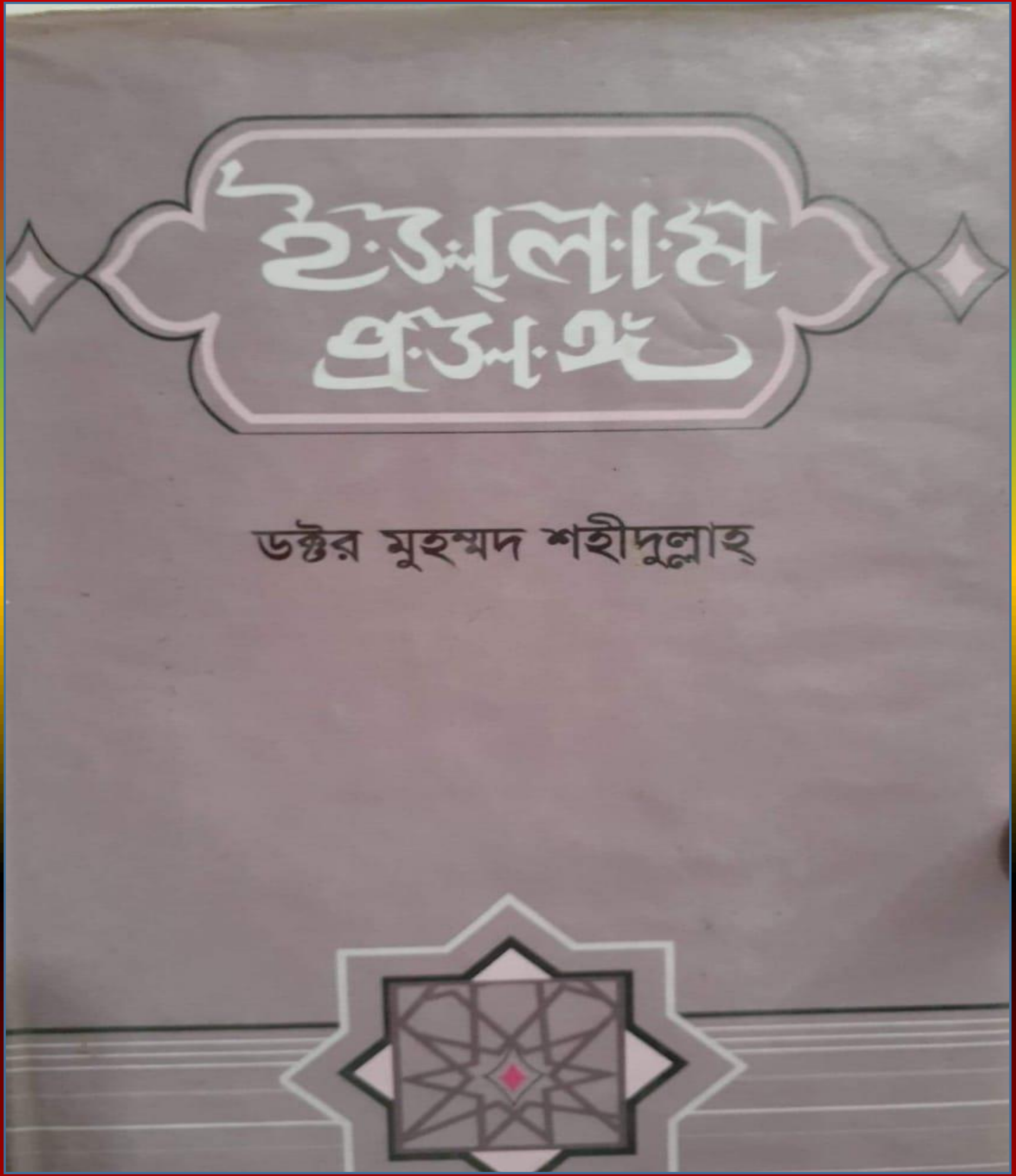

ইসলাম প্রসঙ্গ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

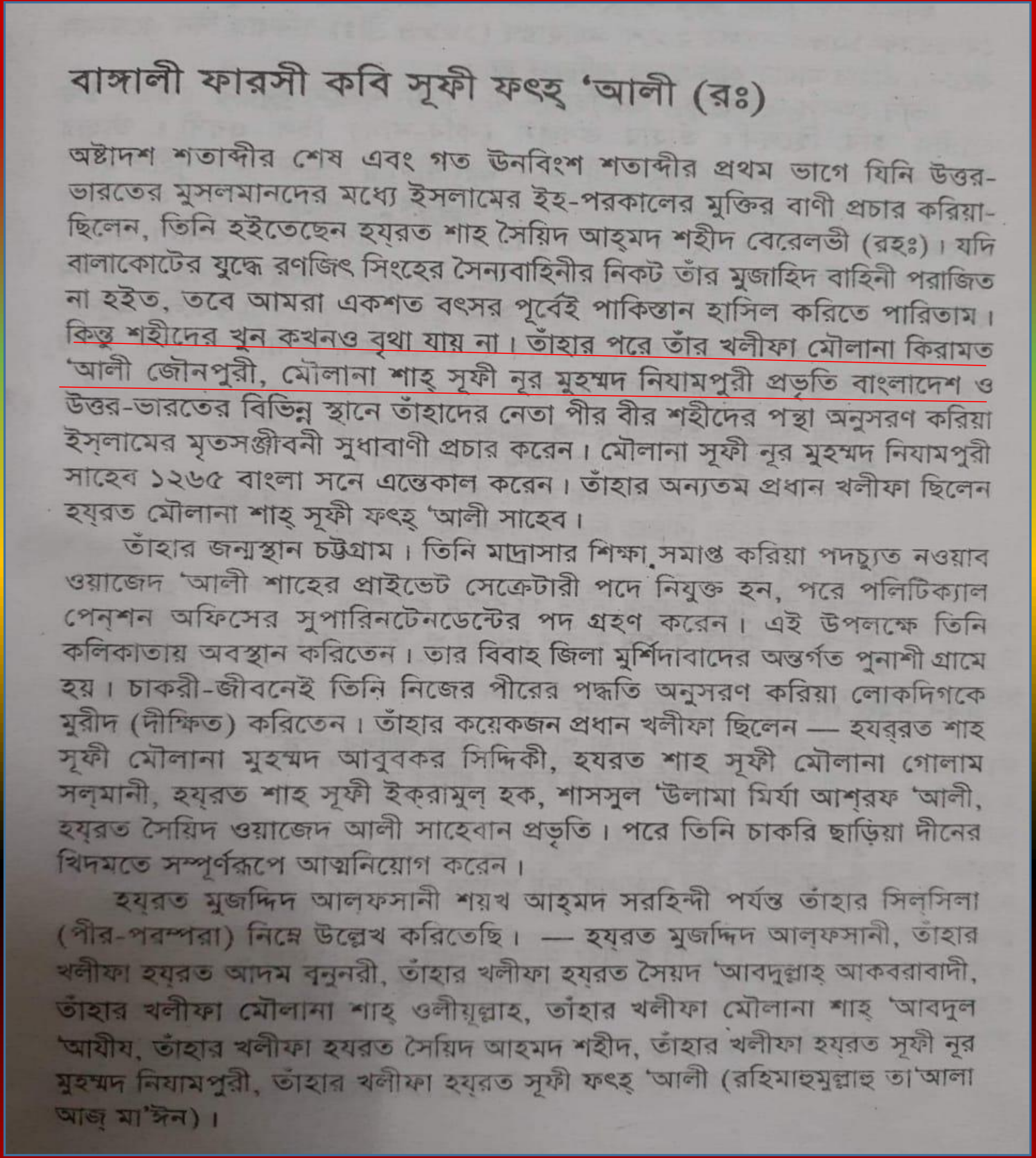

বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি উত্তর-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইহ-পরকালের মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন হয্‌রত শাহ সৈয়িদ আহ্‌মদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)। যদি বালাকোটের যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীর নিকট তাঁর মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত না হইত, তবে আমরা একশত বৎসর পূর্বেই পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিতাম। কিন্তু শহীদের খুন কখনও বৃথা যায় না। তাঁহার পরে তাঁর খলীফা মৌলানা কিরামত 'আলী জৌনপুরী, মৌলানা শাহ্ সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী প্রভৃতি বাংলাদেশ ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের নেতা পীর বীর শহীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইস্‌লামের মৃতসঞ্জীবনী সুধাবাণী প্রচার করেন। মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী সাহেব ১২৬৫ বাংলা সনে এন্তেকাল করেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন হয্‌রত মৌলানা শাহ্ সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব।

তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পদচ্যুত নওয়াব ওয়াজেদ 'আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন, পরে পলিটিক্যাল পেন্‌শন অফিসের সুপারিনটেনডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। তার বিবাহ জিলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাশী গ্রামে হয়। চাকরী-জীবনেই তিনি নিজের পীরের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লোকদিগকে মুরীদ (দীক্ষিত) করিতেন। তাঁহার কয়েকজন প্রধান খলীফা ছিলেন — হযর্‌রত শাহ সূফী মৌলানা মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী, হযরত শাহ সূফী মৌলানা গোলাম সল্‌মানী, হয্‌রত শাহ সূফী ইক্‌রামুল্ হক, শাসসুল 'উলামা মির্যা আশ্‌রফ 'আলী, হয্‌রত সৈয়িদ ওয়াজেদ আলী সাহেবান প্রভৃতি। পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া দীনের খিদমতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

হয্‌রত মুজদ্দিদ আলফসানী শয়খ আহ্‌মদ সরহিন্দী পর্যন্ত তাঁহার সিল্‌সিলা (পীর-পরম্পরা) নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। — হয্‌রত মুজদ্দিদ আল্‌ফসানী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত আদম বনুনরী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত সৈয়দ 'আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী, তাঁহার খলীফা মৌলানা শাহ্ ওলীয়ুল্লাহ, তাঁহার খলীফা মৌলানা শাহ্ 'আবদুল 'আযীয, তাঁহার খলীফা হযরত সৈয়িদ আহমদ শহীদ, তাঁহার খলীফা হয্‌রত সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত সূফী ফৎহ্ 'আলী (রহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা আজ্ মা'ঈন)।

মীরসরাইয়ের সুফী সাধক
ও
ইসলামিক ব্যক্তিত্ব

মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী

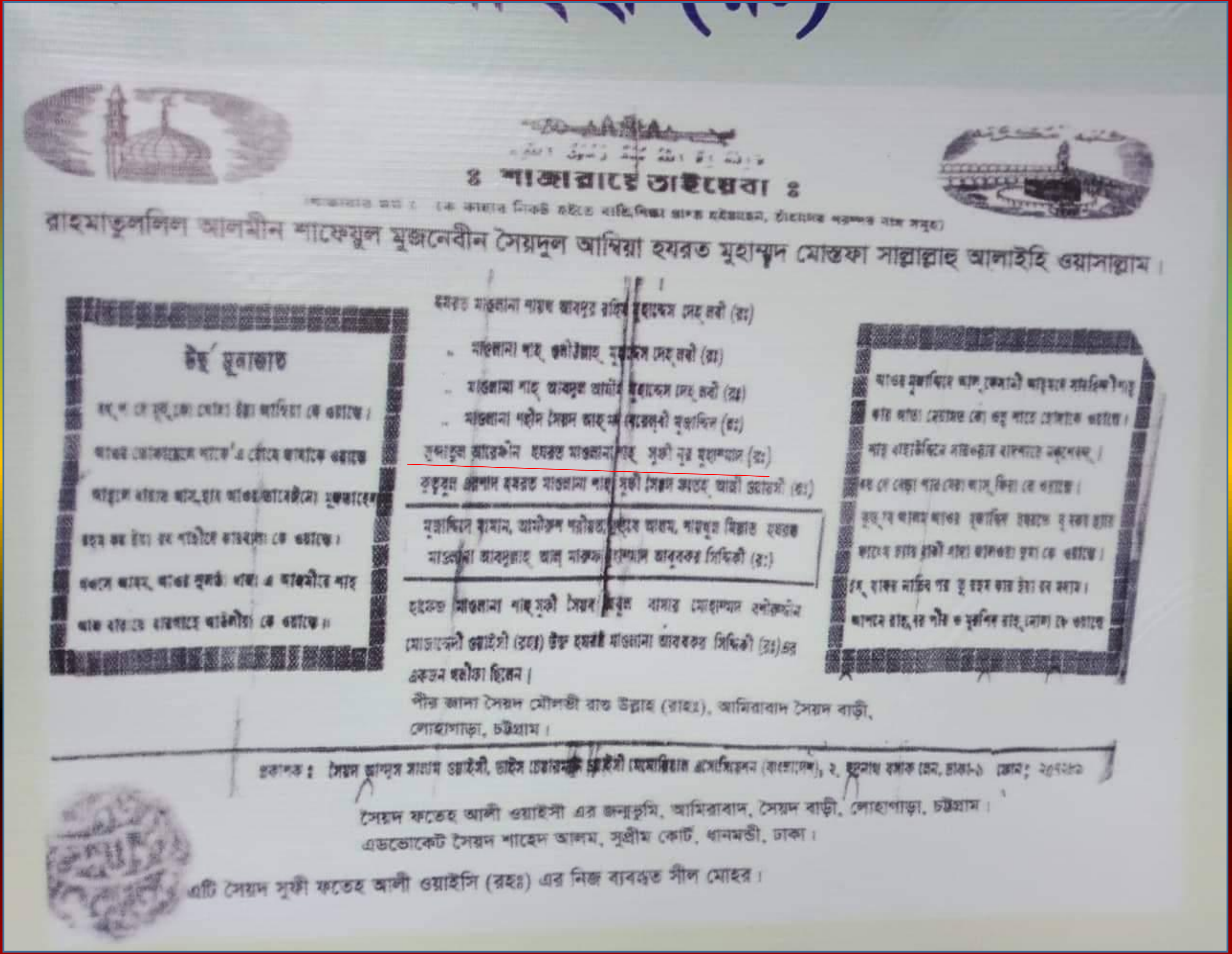

ঃ শাজারায়ে ওয়াইসীয়া ঃ

(শাজারাহ অর্থ ঃ কে কাহার নিকট হইতে বাতিনী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরম্পরা নাম সমূহ)

রাহমাতুললিল আলমীন শাফেয়ুল মুজনেবীন সৈয়দুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উর্দু মুনাজাত

হযরত মাওলানা শায়খ আবদুর রহিম মুহাদ্দেস দেহ্‌লবী (রঃ)
" মাওলানা শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহ্‌লবী (রঃ)
" মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহ্‌লবী (রঃ)
" মাওলানা শহীদ সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী মুজাদ্দিদ (রঃ)
কুদওয়াতুল আরেফীন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী নূর মুহাম্মদ (রঃ)
কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রঃ)

মুজাদ্দিদে যামান, আমীরুল শরীয়ত, মুহিয়ে আযম, গাওসুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ্ আল্ মারুফ মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আবুল বাশার মোহাম্মদ বশীরুদ্দীন মোজাদ্দেদী ওয়াইসী (রহঃ) উক্ত হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর একজন খলীফা ছিলেন।

পীর জাদা সৈয়দ মৌলভী বাক উল্লাহ (রাহঃ), আমিরাবাদ সৈয়দ বাড়ী,
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক ঃ সৈয়দ আব্দুস সালাম ওয়াইসী, ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইসী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ), ২, দুর্গানাথ বসাক লেন, ঢাকা-১ ফোনঃ ২৫৭২৮৩

সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী এর জন্মভূমি, আমিরাবাদ, সৈয়দ বাড়ী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
এডভোকেট সৈয়দ শাহেদ আলম, সুপ্রীম কোর্ট, ধানমন্ডী, ঢাকা।

এটি সৈয়দ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসি (রহঃ) এর নিজ ব্যবহৃত সীল মোহর।

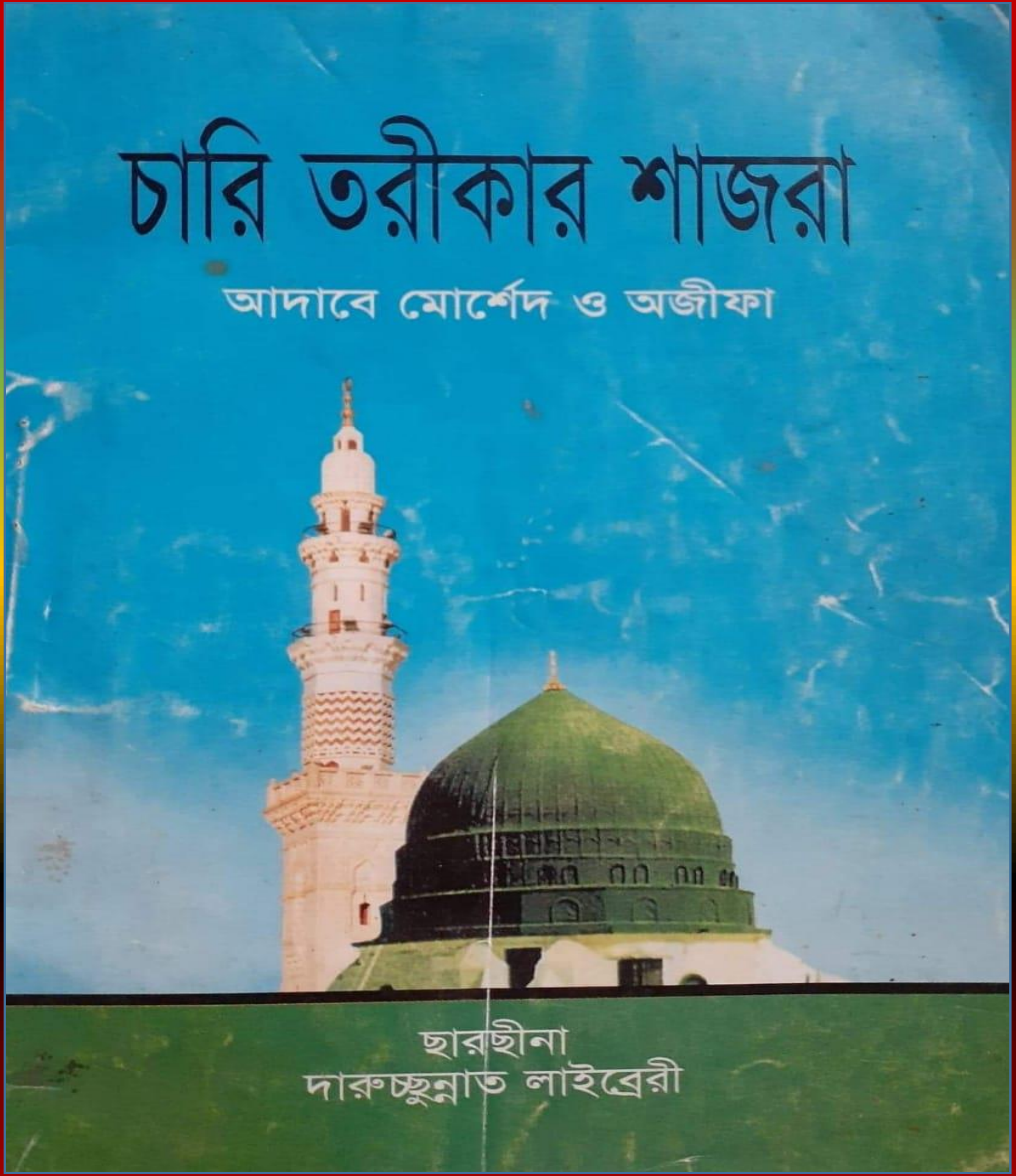

চারি তরীকার শাজরা

আদাবে মোর্শেদ ও অজীফা

ছারছীনা
দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী

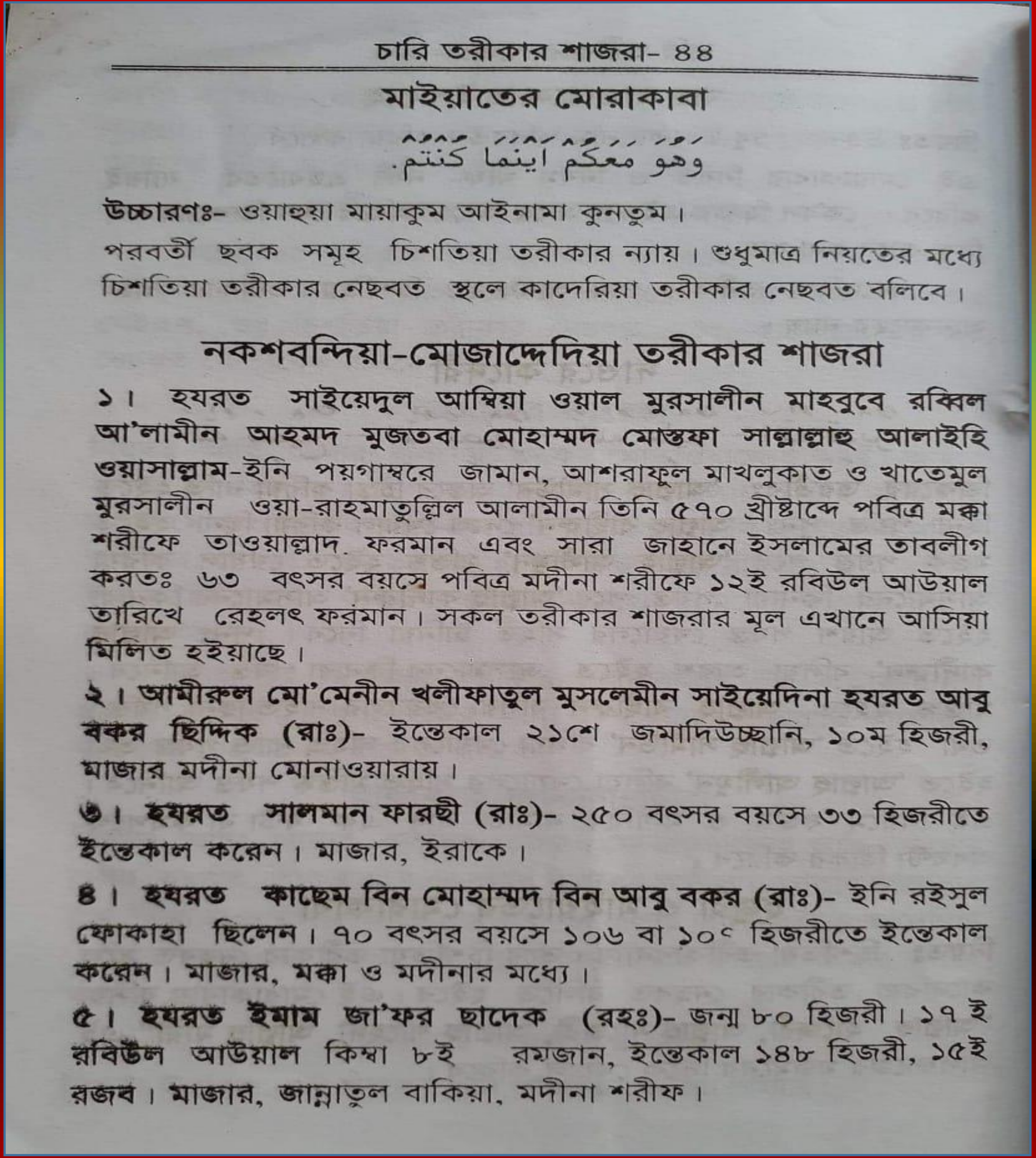

মাইয়াতের মোরাকাবা

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ.

উচ্চারণঃ- ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুনতুম।

পরবর্তী ছবক সমূহ চিশতিয়া তরীকার ন্যায়। শুধুমাত্র নিয়তের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার নেছবত স্থলে কাদেরিয়া তরীকার নেছবত বলিবে।

নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরীকার শাজরা

১। হযরত সাইয়েদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন মাহবুবে রব্বিল **আ'লামীন আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**-ইনি পয়গাম্বরে জামান, আশরাফুল মাখলুকাত ও খাতেমুল মুরসালীন ওয়া-রাহমাতুল্লিল আলামীন তিনি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা শরীফে তাওয়াল্লাদ. ফরমান এবং সারা জাহানে ইসলামের তাবলীগ করতঃ ৬৩ বৎসর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রেহলৎ ফরমান। সকল তরীকার শাজরার মূল এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

২। **আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন সাইয়েদিনা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)**- ইন্তেকাল ২১শে জমাদিউচ্ছানি, ১০ম হিজরী, মাজার মদীনা মোনাওয়ারায়।

৩। **হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)**- ২৫০ বৎসর বয়সে ৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাজার, ইরাকে।

৪। **হযরত কাছেম বিন মোহাম্মদ বিন আবু বকর (রাঃ)**- ইনি রইসুল ফোকাহা ছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে ১০৬ বা ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাজার, মক্কা ও মদীনার মধ্যে।

৫। **হযরত ইমাম জা'ফর ছাদেক** (রহঃ)- জন্ম ৮০ হিজরী। ১৭ ই রবিউল আউয়াল কিম্বা ৮ই রমজান, ইন্তেকাল ১৪৮ হিজরী, ১৫ই রজব। মাজার, জান্নাতুল বাকিয়া. মদীনা শরীফ।

৬। **হযরত ইমাম মুছা কাজেম (রহঃ)-** ইনি হযরত ইমাম জা'ফর ছাদেক (রহঃ)-এর পুত্র ও মুরীদ। জন্ম ১২৮ হিজরী, ৭ই ছফর ইন্তেকাল ১৮৩ হিজরী, ২৫ শে রজব। মাজার, বাগদাদ শরীফ।

৭। **হযরত ইমাম মুসা আলী রেজা (রহঃ)-** ইনি হযরত ইমাম মুছা কাজেমের পুত্র ও মুরীদ। জন্মস্থান মদীনা শরীফ। জন্ম ১৫৩ হিজরী, ইন্তেকাল ২০৩ হিজরী।

৮। **হযরত শেখ মারূফ কারখী (রহঃ)-** ইনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর শাগরেদ ছিলেন। ২০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাজার, বাগদাদ শরীফ।

৯। **হযরত শেখ আবুল হাসান ছররী ছকতি (রহঃ)-** ৯০ বৎসর বয়সে ২৫৬ হিজরী, ৩রা রমজান ইন্তেকাল করেন। মাজার, বাগদাদ শরীফ।

১০। **হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-** জন্ম ২৭শে রজব, ২৯৭ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

১১। **হযরত খাজা আবু আলী রোদবারী (রহঃ)।**

১২। **হযরত শেখ আবুল কাছেম নছরাবাদী (রহঃ)-** জন্ম নেশাপুর, ৩৫৭ হিজরী কিম্বা ৩৭২ হিজরী। মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

১৩। **হযরত শেখ আবু আলী দাক্কাক (রহঃ)-** ৪০৫ হিজরী, জিলকদ মাসে নেশাপুরে ইন্তেকাল করেন।

১৪। **হযরত ইমাম আবুল কাছেম কোশায়রী (রহঃ)-** জন্ম ৩৭৬ হিজরী, ইন্তেকাল ৪৬৫ হিজরী নেশাপুর।

১৫। **হযরত খাজা আবু আলী ফারমুদী (রহঃ)।**

১৬। **হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী (রহঃ)-** ৪৪০ হিজরীতে হামদান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

১৭। **হযরত খাজা আব্দুল খালেক গেজদাওয়ানী (রহঃ)-** রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

১৮। **হযরত খাজা আরিফ রেউগিরী (রহঃ)-** বোখারায় রেউগির গ্রামে জন্ম, ইন্তেকাল ৬১৬ হিজরী, ১লা শাওয়াল।

১৯। **হযরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনুভী (রহঃ)-** ৭১৬হিঃ, ৬ই রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন।

২০। **হযরত খাজা আজিজানে আলী রামিতনী (রহঃ)-** বোখারার রামিতন গ্রামে ৬৯১ হিঃ জন্ম ও ১৩০ বৎসর বয়সে ৮২১ হিঃ ২৮ শে রমজান ইন্তেকাল করেন।

২১। **হযরত খাজা মোহাম্মদ বাবা শাম্মাছী (রহঃ)-** ৭৫৫ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

২২। **হযরত খাজা সাইয়েদ আমীর কুলাল (রহঃ)-** জন্ম ও মাজার রামিতনের নিকটবর্তী বোখারা, ৭৭২হিঃ ১৫ই জমাদিউচ্ছানী ইন্তেকাল। ২০ বৎসর পীরের খেদমত করেন।

২৩। **হযরত খাজায়ে খাজেগান ইমামুশ শরীয়ত অত্-তরীকত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বোখারী (রহঃ)-** তাহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ আল বোখারী। জন্ম ৭১৮ হিজরী, মোহাররম মাস। ৭৯১ হিঃ ৩রা রবিউল আউয়াল ইনতেকাল। মাজার, বোখারা হইতে তিন মাইল দূরে কছরাই আরাকান গ্রামে। ইনি নক্শবন্দিয়া তরীকার ইমাম।

২৪। **হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (রহঃ)।**

২৫। **হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহঃ)-** জন্মস্থান কাবুল গজনীর মধ্যবর্তী চখর গ্রামে। ইন্তেকাল ৮৫১ হিজরী।

২৬। **হযরত মাওলানা খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহঃ)-** তাশখন্দের নিকটবর্তী বাগিস্থান ৮০৬ হিজরী রমজান মাসে জন্ম এবং ৮৯৫ হিজরী ২৯ শে রবিউল আউয়াল ইনতেকাল। মাজার শরীফ, ছমরকন্দ।

২৭। **হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ জাহেদ (রহঃ)-** ৯৬৬ হিজরী ১লা রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। মাজার, ওয়াকশ নামক স্থানে।

২৮। **হযরত খাজা দরবেশ মোহাম্মদ (রহঃ)-** ইনি ৯৭০ হিজরী ১৯ শে মোহাররাম ইনতেকাল করেন।

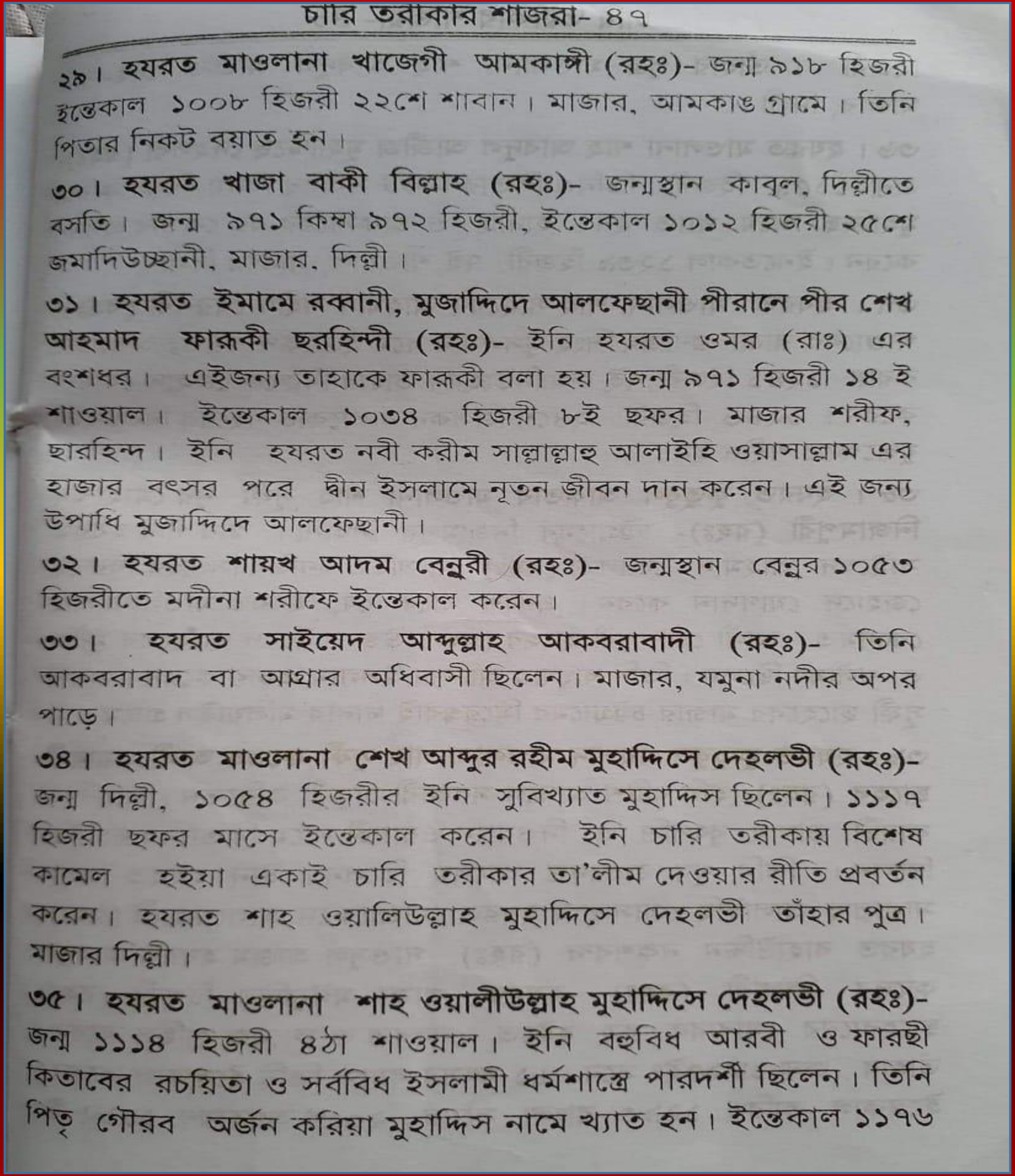

২৯। **হযরত মাওলানা খাজেগী আমকাঙ্গী (রহঃ)**- জন্ম ৯১৮ হিজরী ইন্তেকাল ১০০৮ হিজরী ২২শে শাবান। মাজার, আমকাঙ গ্রামে। তিনি পিতার নিকট বয়াত হন।

৩০। **হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহঃ)**- জন্মস্থান কাবূল, দিল্লীতে বসতি। জন্ম ৯৭১ কিম্বা ৯৭২ হিজরী, ইন্তেকাল ১০১২ হিজরী ২৫শে জমাদিউচ্ছানী, মাজার, দিল্লী।

৩১। **হযরত ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফেছানী পীরানে পীর শেখ আহমাদ ফারুকী ছরহিন্দী (রহঃ)**- ইনি হযরত ওমর (রাঃ) এর বংশধর। এইজন্য তাহাকে ফারুকী বলা হয়। জন্ম ৯৭১ হিজরী ১৪ ই শাওয়াল। ইন্তেকাল ১০৩৪ হিজরী ৮ই ছফর। মাজার শরীফ, ছারহিন্দ। ইনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাজার বৎসর পরে দ্বীন ইসলামে নূতন জীবন দান করেন। এই জন্য উপাধি মুজাদ্দিদে আলফেছানী।

৩২। **হযরত শায়খ আদম বেন্নুরী (রহঃ)**- জন্মস্থান বেন্নুর ১০৫৩ হিজরীতে মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

৩৩। **হযরত সাইয়েদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী (রহঃ)**- তিনি আকবরাবাদ বা আগ্রার অধিবাসী ছিলেন। মাজার, যমুনা নদীর অপর পাড়ে।

৩৪। **হযরত মাওলানা শেখ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)**- জন্ম দিল্লী, ১০৫৪ হিজরীর ইনি সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ১১১৭ হিজরী ছফর মাসে ইন্তেকাল করেন। ইনি চারি তরীকায় বিশেষ কামেল হইয়া একাই চারি তরীকার তা'লীম দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁহার পুত্র। মাজার দিল্লী।

৩৫। **হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)**- জন্ম ১১১৪ হিজরী ৪ঠা শাওয়াল। ইনি বহুবিধ আরবী ও ফারছী কিতাবের রচয়িতা ও সর্ববিধ ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি পিতৃ গৌরব অর্জন করিয়া মুহাদ্দিস নামে খ্যাত হন। ইন্তেকাল ১১৭৬

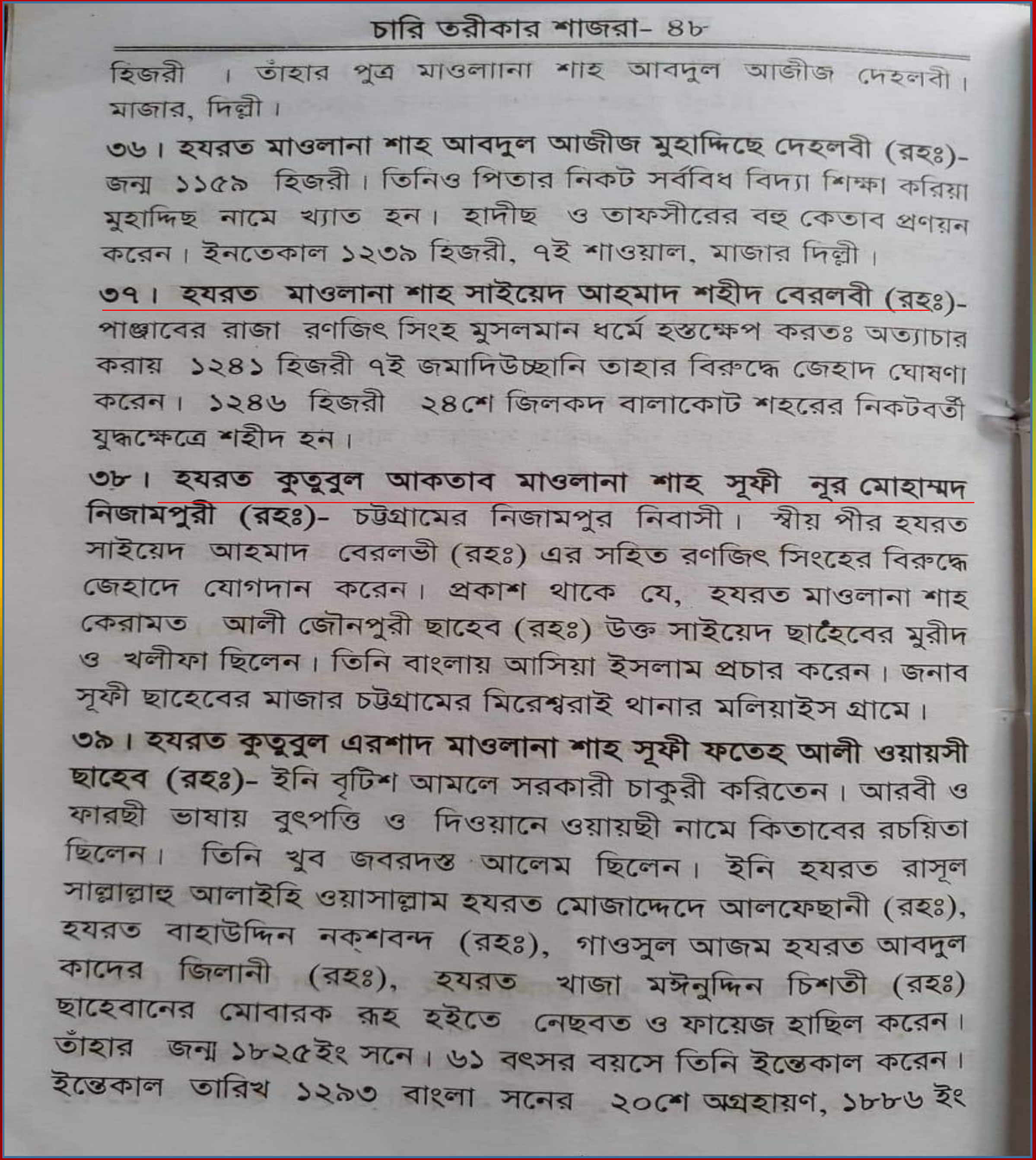

হিজরী । তাঁহার পুত্র মাওলাানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী। মাজার, দিল্লী।

৩৬। **হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহঃ)**- জন্ম ১১৫৯ হিজরী। তিনিও পিতার নিকট সর্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মুহাদ্দিছ নামে খ্যাত হন। হাদীছ ও তাফসীরের বহু কেতাব প্রণয়ন করেন। ইনতেকাল ১২৩৯ হিজরী, ৭ই শাওয়াল, মাজার দিল্লী।

৩৭। **হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরলবী (রহঃ)**- পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপ করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ই জমাদিউচ্ছানি তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১২৪৬ হিজরী ২৪শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন।

৩৮। **হযরত কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ)**- চট্টগ্রামের নিজামপুর নিবাসী। স্বীয় পীর হযরত সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৌনপুরী ছাহেব (রহঃ) উক্ত সাইয়েদ ছাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। জনাব সূফী ছাহেবের মাজার চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই থানার মলিয়াইস গ্রামে।

৩৯। **হযরত কুতুবুল এরশাদ মাওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়সী ছাহেব (রহঃ)**- ইনি বৃটিশ আমলে সরকারী চাকুরী করিতেন। আরবী ও ফারছী ভাষায় বুৎপত্তি ও দিওয়ানে ওয়ায়ছী নামে কিতাবের রচয়িতা ছিলেন। তিনি খুব জবরদস্ত আলেম ছিলেন। ইনি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ), হযরত বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ (রহঃ), গাওসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) ছাহেবানের মোবারক রূহ হইতে নেছবত ও ফায়েজ হাছিল করেন। তাঁহার জন্ম ১৮২৫ইং সনে। ৬১ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকাল তারিখ ১২৯৩ বাংলা সনের ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৮৮৬ ইং

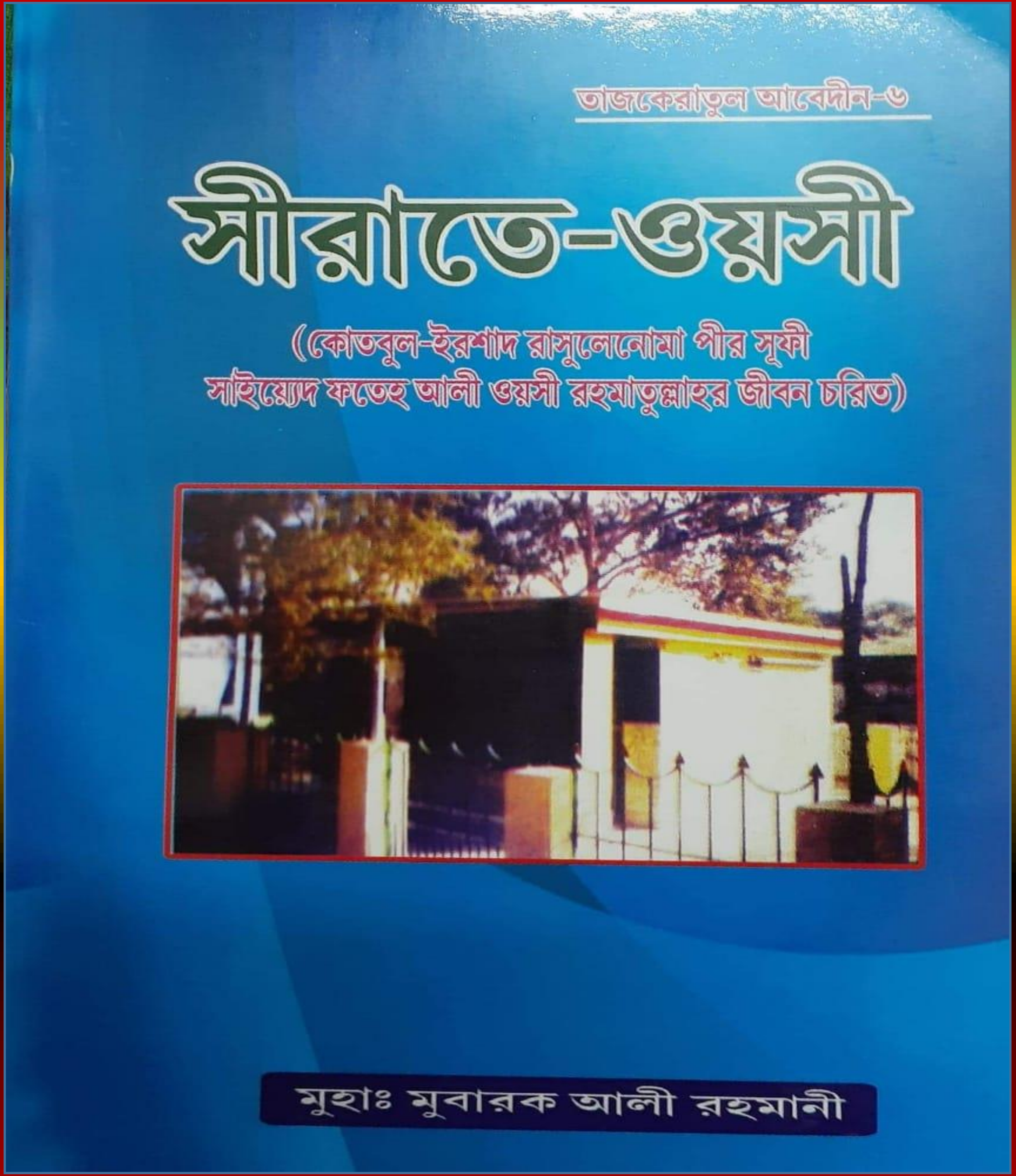

তাজকেরাতুল আবেদীন-৬

সীরাতে-ওয়সী

(কোতবুল-ইরশাদ রাসুলেনোমা পীর সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহর জীবন চরিত)

মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী

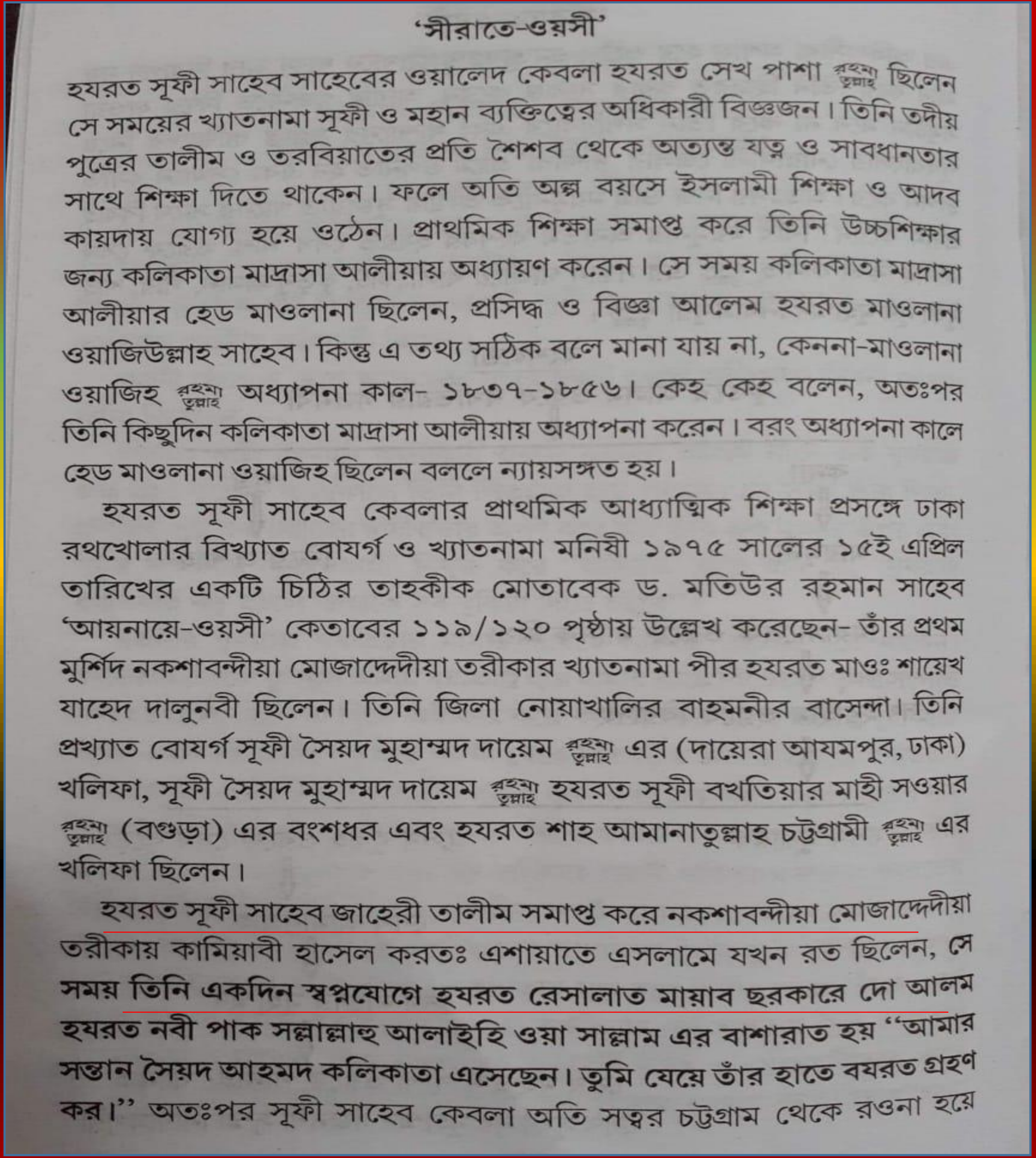

হযরত সূফী সাহেব সাহেবের ওয়ালেদ কেবলা হযরত সেখ পাশা রহমাতুল্লাহ ছিলেন সে সময়ের খ্যাতনামা সূফী ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিজ্ঞজন। তিনি তদীয় পুত্রের তালীম ও তরবিয়াতের প্রতি শৈশব থেকে অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সাথে শিক্ষা দিতে থাকেন। ফলে অতি অল্প বয়সে ইসলামী শিক্ষা ও আদব কায়দায় যোগ্য হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যায়ণ করেন। সে সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা ছিলেন, প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞা আলেম হযরত মাওলানা ওয়াজিউল্লাহ সাহেব। কিন্তু এ তথ্য সঠিক বলে মানা যায় না, কেননা-মাওলানা ওয়াজিহ রহমাতুল্লাহ অধ্যাপনা কাল- ১৮৩৭-১৮৫৬। কেহ কেহ বলেন, অতঃপর তিনি কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যাপনা করেন। বরং অধ্যাপনা কালে হেড মাওলানা ওয়াজিহ ছিলেন বললে ন্যায়সঙ্গত হয়।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার প্রাথমিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসঙ্গে ঢাকা রথখোলার বিখ্যাত বোযর্গ ও খ্যাতনামা মনিষী ১৯৭৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখের একটি চিঠির তাহকীক মোতাবেক ড. মতিউর রহমান সাহেব 'আয়নায়ে-ওয়সী' কেতাবের ১১৯/১২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- তাঁর প্রথম মুর্শিদ নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার খ্যাতনামা পীর হযরত মাওঃ শায়েখ যাহেদ দালুনবী ছিলেন। তিনি জিলা নোয়াখালির বাহমনীর বাসেন্দা। তিনি প্রখ্যাত বোযর্গ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম রহমাতুল্লাহ এর (দায়েরা আযমপুর, ঢাকা) খলিফা, সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম রহমাতুল্লাহ হযরত সূফী বখতিয়ার মাহী সওয়ার রহমাতুল্লাহ (বগুড়া) এর বংশধর এবং হযরত শাহ আমানাতুল্লাহ চট্টগ্রামী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা ছিলেন।

হযরত সূফী সাহেব জাহেরী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে এসলামে যখন রত ছিলেন, সে **সময় তিনি একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রেসালাত মায়াব ছরকারে দো আলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাশারাত হয় "আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি যেয়ে তাঁর হাতে বয়রত গ্রহণ কর।"** অতঃপর সূফী সাহেব কেবলা অতি সত্বর চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে

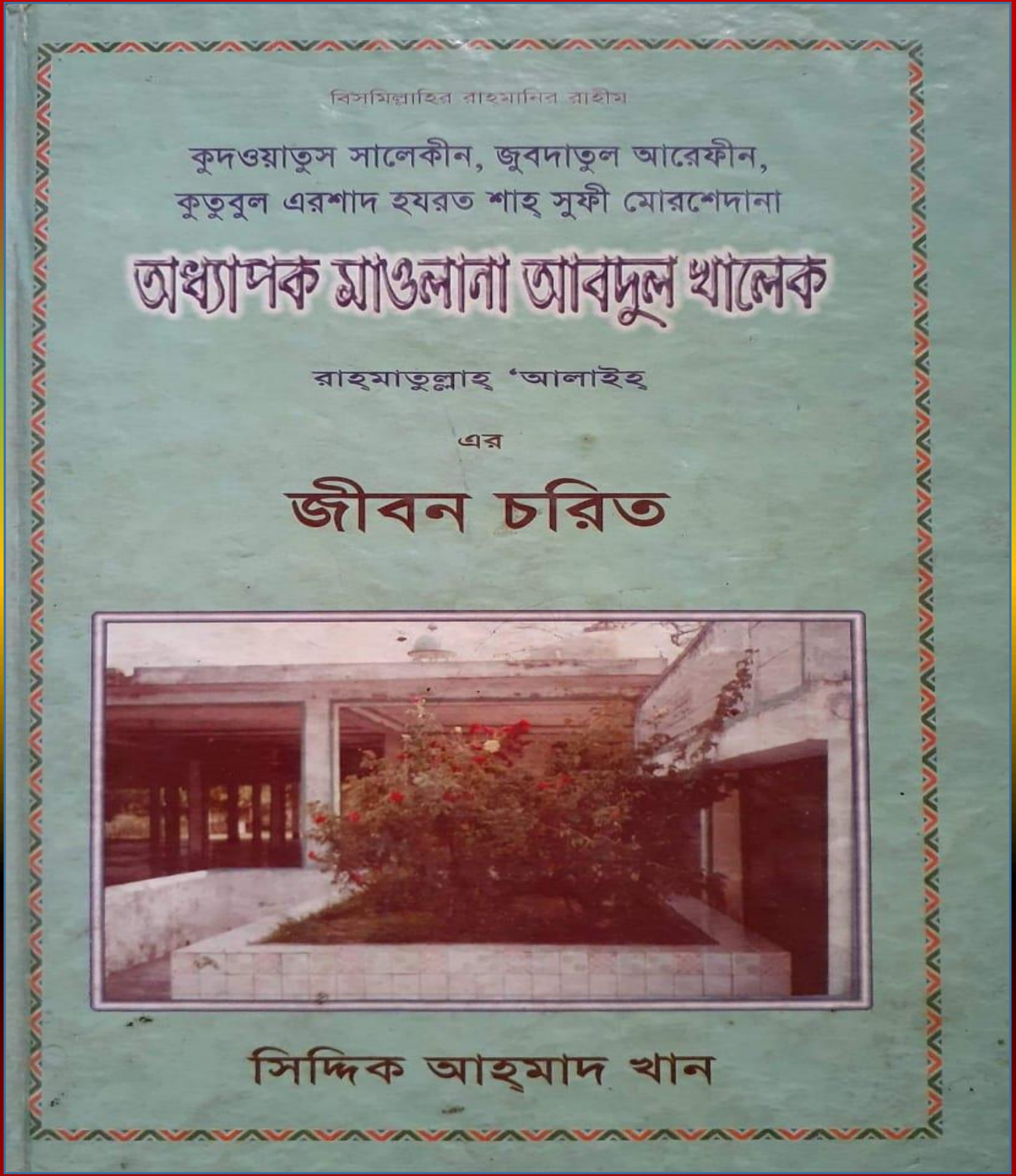

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

কুদওয়াতুস সালেকীন, জুবদাতুল আরেফীন,
কুতুবুল এরশাদ হযরত শাহ্ সুফী মোরশেদানা

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক

রাহ্মাতুল্লাহ্ 'আলাইহ্

এর

জীবন চরিত

সিদ্দিক আহ্মাদ খান

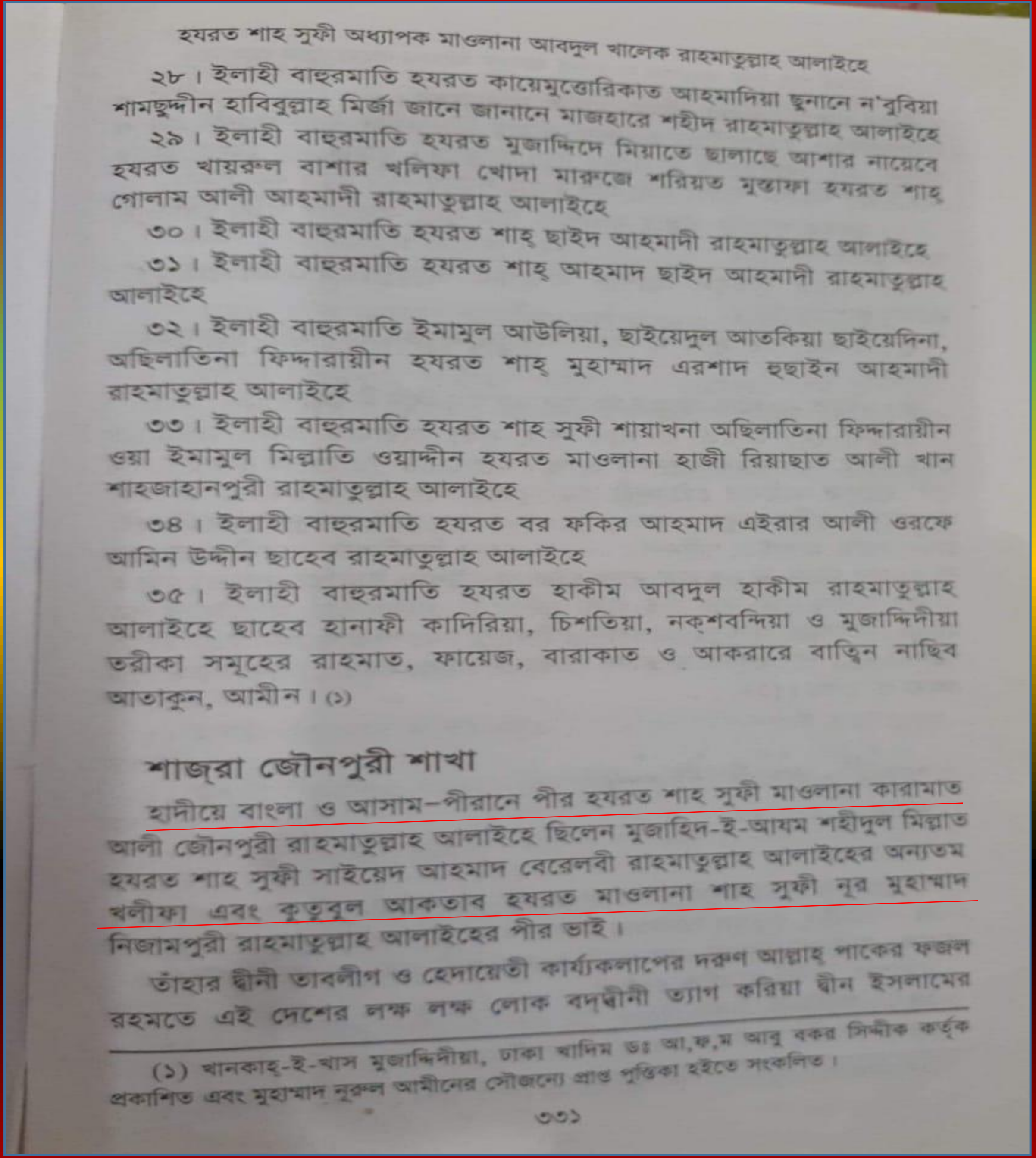

২৮। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত কায়েমুত্তোরিকাত আহমাদিয়া ছুনানে ন'বুবিয়া শামছুদ্দীন হাবিবুল্লাহ মির্জা জানে জানানে মাজহারে শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

২৯। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত মুজাদ্দিদে মিয়াতে ছালাছে আশার নায়েবে হযরত খায়রুল বাশার খলিফা খোদা মারুজে শরিয়ত মুস্তাফা হযরত শাহ্ গোলাম আলী আহমাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩০। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত শাহ্ ছাইদ আহমাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩১। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত শাহ্ আহমাদ ছাইদ আহমাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩২। ইলাহী বাহুরমাতি ইমামুল আউলিয়া, ছাইয়েদুল আতকিয়া ছাইয়েদিনা, অছিলাতিনা ফিদ্দারায়ীন হযরত শাহ্ মুহাম্মাদ এরশাদ হুছাইন আহমাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩৩। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত শাহ সুফী শায়াখনা অছিলাতিনা ফিদ্দারায়ীন ওয়া ইমামুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন হযরত মাওলানা হাজী রিয়াছাত আলী খান শাহজাহানপুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩৪। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত বর ফকির আহমাদ এইরার আলী ওরফে আমিন উদ্দীন ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহে

৩৫। ইলাহী বাহুরমাতি হযরত হাকীম আবদুল হাকীম রাহমাতুল্লাহ আলাইহে ছাহেব হানাফী কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকা সমূহের রাহমাত, ফায়েজ, বারাকাত ও আকরারে বাত্বিন নাছিব আতাকুন, আমীন। (১)

শাজ্রা জৌনপুরী শাখা

হাদীয়ে বাংলা ও আসাম–পীরানে পীর হযরত শাহ সুফী মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে ছিলেন মুজাহিদ-ই-আযম শহীদুল মিল্লাত হযরত শাহ সুফী সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের অন্যতম খলীফা এবং কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ সুফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের পীর ভাই।

তাঁহার দ্বীনী তাবলীগ ও হেদায়েতী কার্য্যকলাপের দরুণ আল্লাহ্ পাকের ফজল রহমতে এই দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বদ্দ্বীনী ত্যাগ করিয়া দ্বীন ইসলামের

---

(১) খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দিদীয়া, ঢাকা খাদিম ডঃ আ,ফ,ম আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুহাম্মাদ নুরুল আমীনের সৌজন্যে প্রাপ্ত পুস্তিকা হইতে সংকলিত।

ইমামুদ্দীন বাংগালী

সম্ভবত শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ’র
একমাত্র বাংগালী ছাত্র

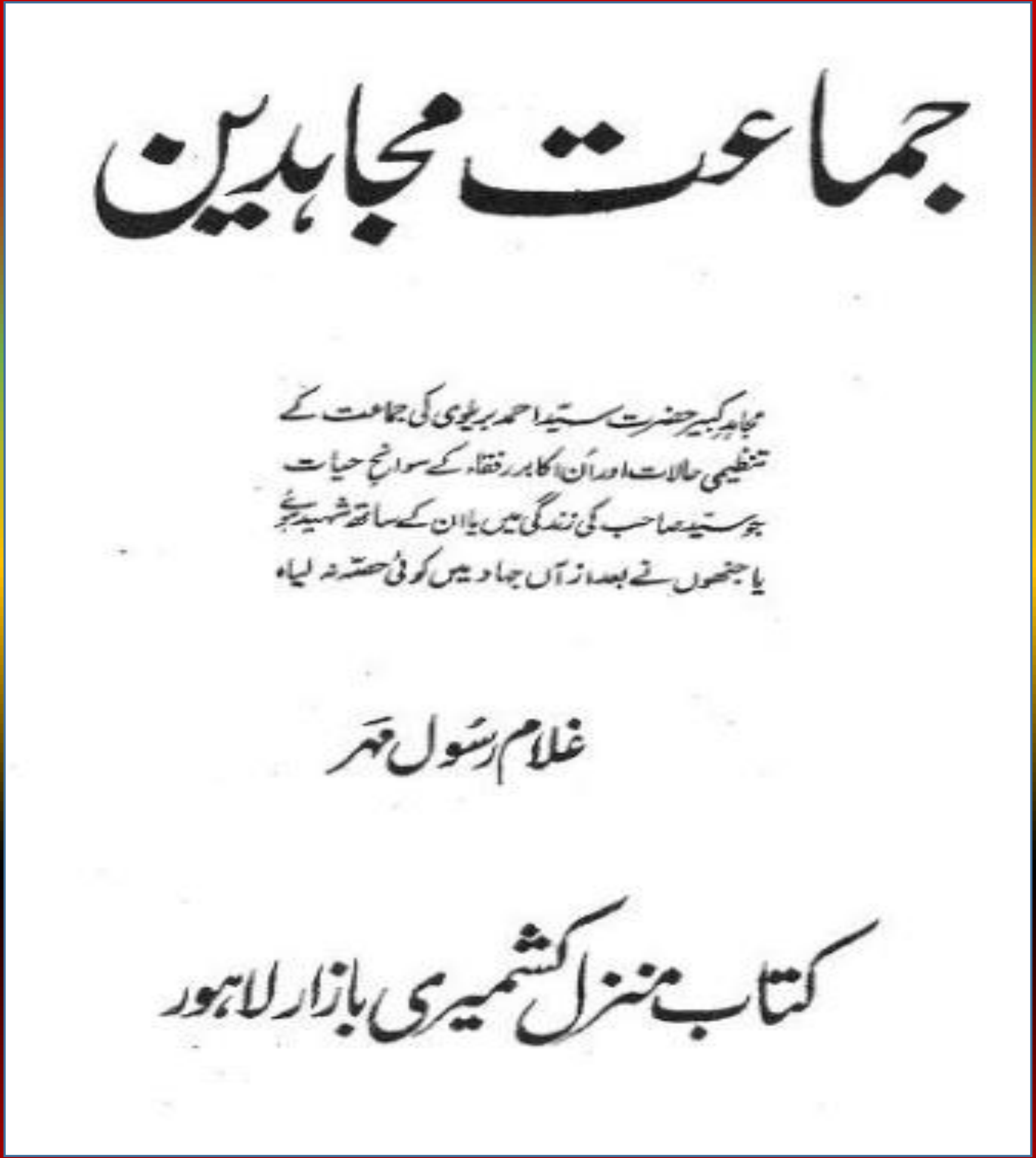

جماعت مجاہدین

مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی کی جماعت کے
تنظیمی حالات اور ان اکابر رفقاء کے سوانح حیات
جو سید صاحب کی زندگی میں یا ان کے ساتھ شہید ہوئے
یا جنھوں نے بعد ازاں جہاد میں کوئی حصہ نہ لیا۔

غلام رسول مہر

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

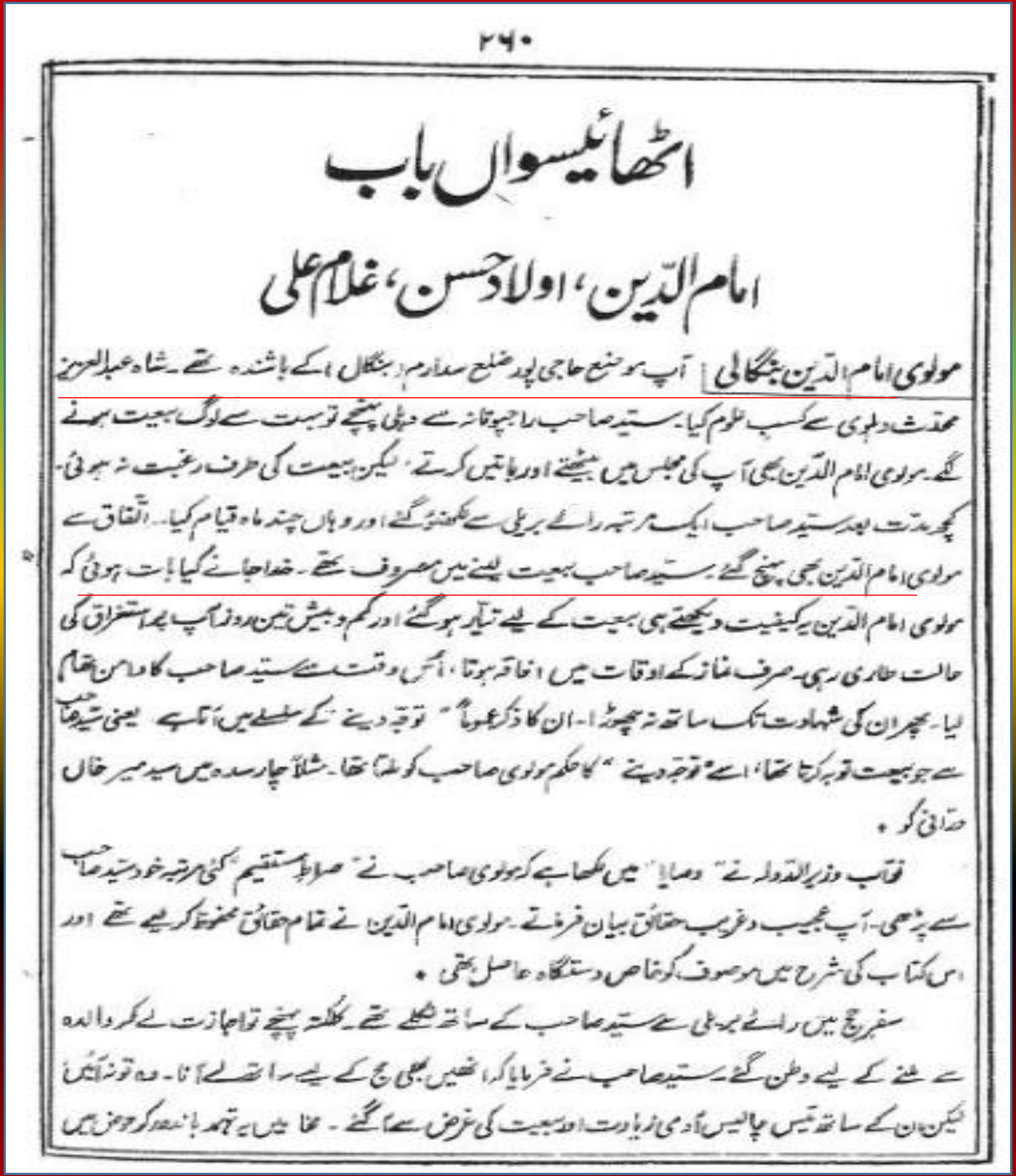

اٹھائیسواں باب

امام الدین، اولاد حسن، غلام علی

مولوی امام الدین بنگالی آپ موضع حاجی پور ضلع سدارم (بنگال) کے باشندہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسب علوم کیا۔ سید صاحب راجپوتانہ سے دہلی پہنچے تو بہت سے لوگ بیعت ہونے لگے۔ مولوی امام الدین بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور باتیں کرتے، لیکن بیعت کی طرف رغبت نہ ہوئی۔ کچھ مدت بعد سید صاحب ایک مرتبہ رائے بریلی سے لکھنؤ گئے اور وہاں چند ماہ قیام کیا۔ اتفاق سے مولوی امام الدین بھی پہنچ گئے۔ سید صاحب بیعت لینے میں مصروف تھے۔ خدا جانے کیا بات ہوئی کہ مولوی امام الدین یہ کیفیت دیکھتے ہی بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور کم و بیش تین روز تک آپ پر استغراق کی حالت طاری رہی۔ صرف نماز کے اوقات میں افاقہ ہوتا۔ اس وقت سے سید صاحب کا دامن تھام لیا۔ پھر ان کی شہادت تک ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا ذکر عموماً "توجہ دینے" کے سلسلے میں آتا ہے یعنی سید صاحب سے جو بیعت توبہ کرتا تھا، اسے "توجہ دینے" کا حکم مولوی صاحب کو ملتا تھا۔ مثلاً چارسدہ میں سید میر خاں حدانی کو۔

نواب وزیر الدولہ نے "وصایا" میں لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے "صراط مستقیم" کئی مرتبہ خود سید صاحب سے پڑھی۔ آپ عجیب و غریب حقائق بیان فرماتے۔ مولوی امام الدین نے تمام حقائق محفوظ کر لیے تھے اور اس کتاب کی شرح میں موصوف کو خاص دستگاہ حاصل تھی۔

سفر حج میں رائے بریلی سے سید صاحب کے ساتھ نکلے تھے۔ کلکتہ پہنچے تو اجازت لے کر والدہ سے ملنے کے لیے وطن گئے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ انھیں بھی حج کے لیے ساتھ لے آنا۔ وہ تو نہ آئیں لیکن ان کے ساتھ تیس چالیس آدمی زیارت اور بیعت کی غرض سے آ گئے۔ تھا میں یہ تہمد باندھ کر حوض میں

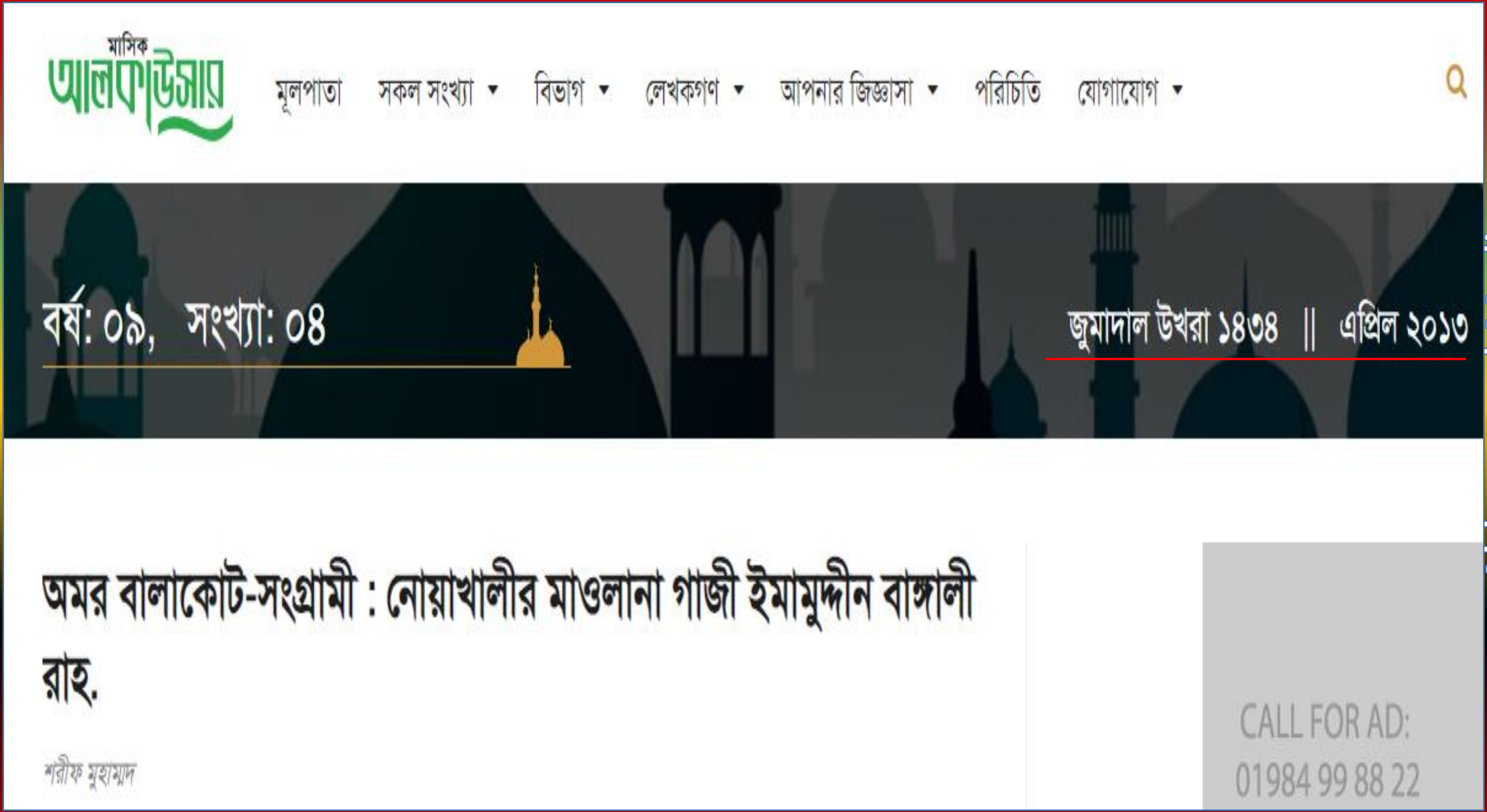
মাসিক
আলকাউসার
মূলপাতা
সকল সংখ্যা ▾
বিভাগ ▾
লেখকগণ ▾
আপনার জিজ্ঞাসা ▾
পরিচিতি
যোগাযোগ ▾

বর্ষ: ০৯, সংখ্যা: ০৪

জুমাদাল উখরা ১৪৩৪ || এপ্রিল ২০১৩

অমর বালাকোট-সংগ্রামী : নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী রাহ.

শরীফ মুহাম্মদ

CALL FOR AD:
01984 99 88 22

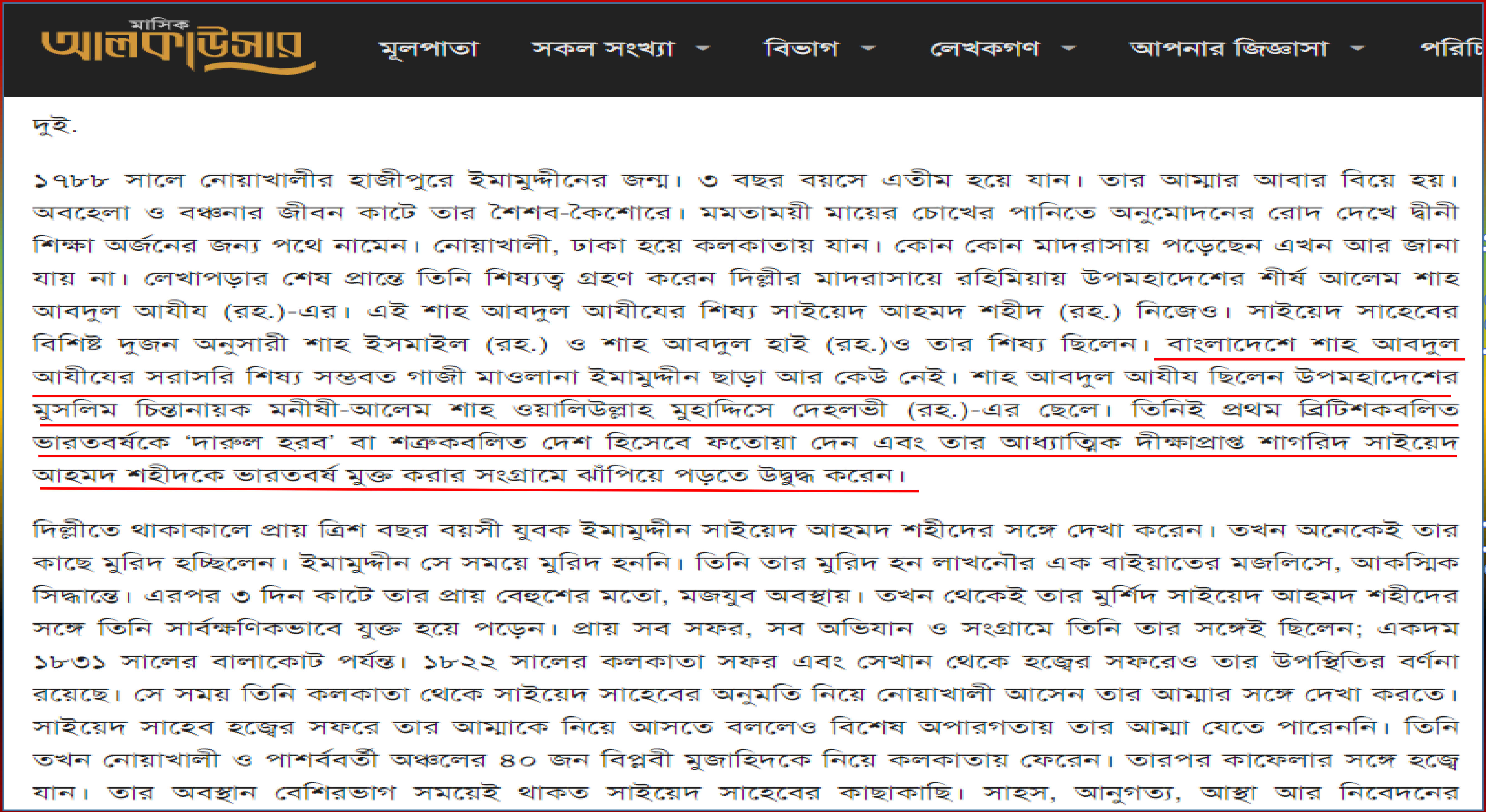

দুই.

১৭৮৮ সালে নোয়াখালীর হাজীপুরে ইমামুদ্দীনের জন্ম। ৩ বছর বয়সে এতীম হয়ে যান। তার আম্মার আবার বিয়ে হয়। অবহেলা ও বঞ্চনার জীবন কাটে তার শৈশব-কৈশোরে। মমতাময়ী মায়ের চোখের পানিতে অনুমোদনের রোদ দেখে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য পথে নামেন। নোয়াখালী, ঢাকা হয়ে কলকাতায় যান। কোন কোন মাদরাসায় পড়েছেন এখন আর জানা যায় না। লেখাপড়ার শেষ প্রান্তে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন দিল্লীর মাদরাসায়ে রহিমিয়ায় উপমহাদেশের শীর্ষ আলেম শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর। এই শাহ আবদুল আযীযের শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.) নিজেও। সাইয়েদ সাহেবের বিশিষ্ট দুজন অনুসারী শাহ ইসমাইল (রহ.) ও শাহ আবদুল হাই (রহ.)ও তার শিষ্য ছিলেন। বাংলাদেশে শাহ আবদুল আযীযের সরাসরি শিষ্য সম্ভবত গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন ছাড়া আর কেউ নেই। শাহ আবদুল আযীয ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তানায়ক মনীষী-আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর ছেলে। তিনিই প্রথম ব্রিটিশকবলিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বা শত্রুকবলিত দেশ হিসেবে ফতোয়া দেন এবং তার আধ্যাত্মিক দীক্ষাপ্রাপ্ত শাগরিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদকে ভারতবর্ষ মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন।

দিল্লীতে থাকাকালে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী যুবক ইমামুদ্দীন সাইয়েদ আহমদ শহীদের সঙ্গে দেখা করেন। তখন অনেকেই তার কাছে মুরিদ হচ্ছিলেন। ইমামুদ্দীন সে সময়ে মুরিদ হননি। তিনি তার মুরিদ হন লাখনৌর এক বাইয়াতের মজলিসে, আকস্মিক সিদ্ধান্তে। এরপর ৩ দিন কাটে তার প্রায় বেহুশের মতো, মজযুব অবস্থায়। তখন থেকেই তার মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদের সঙ্গে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রায় সব সফর, সব অভিযান ও সংগ্রামে তিনি তার সঙ্গেই ছিলেন; একদম ১৮৩১ সালের বালাকোট পর্যন্ত। ১৮২২ সালের কলকাতা সফর এবং সেখান থেকে হজ্জের সফরেও তার উপস্থিতির বর্ণনা রয়েছে। সে সময় তিনি কলকাতা থেকে সাইয়েদ সাহেবের অনুমতি নিয়ে নোয়াখালী আসেন তার আম্মার সঙ্গে দেখা করতে। সাইয়েদ সাহেব হজ্জের সফরে তার আম্মাকে নিয়ে আসতে বললেও বিশেষ অপারগতায় তার আম্মা যেতে পারেননি। তিনি তখন নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ৪০ জন বিপ্লবী মুজাহিদকে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন। তারপর কাফেলার সঙ্গে হজ্জে যান। তার অবস্থান বেশিরভাগ সময়েই থাকত সাইয়েদ সাহেবের কাছাকাছি। সাহস, আনুগত্য, আস্থা আর নিবেদনের

কেন
এই
অপপ্রচার

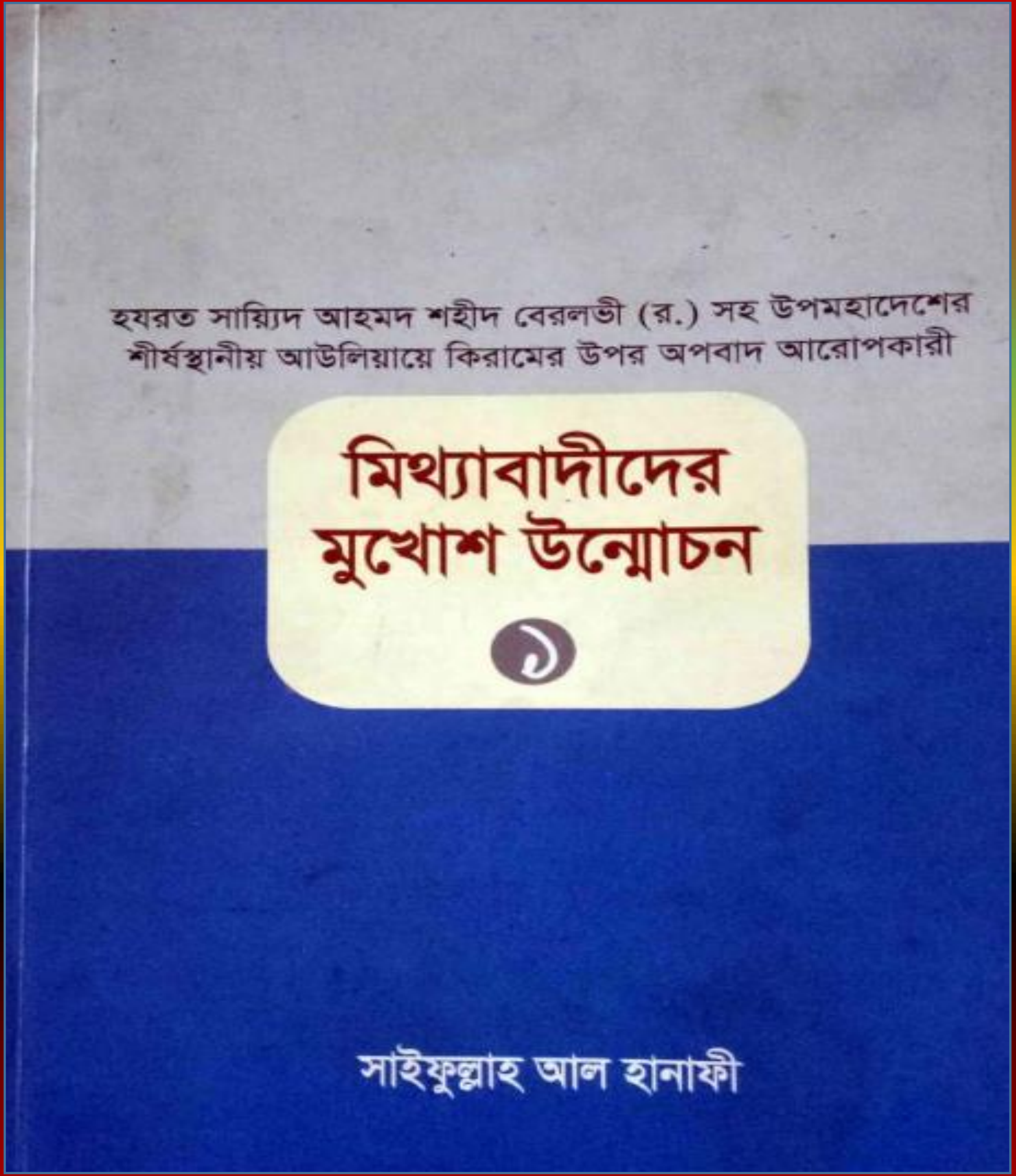

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সহ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী

মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন

১

সাইফুল্লাহ আল হানাফী

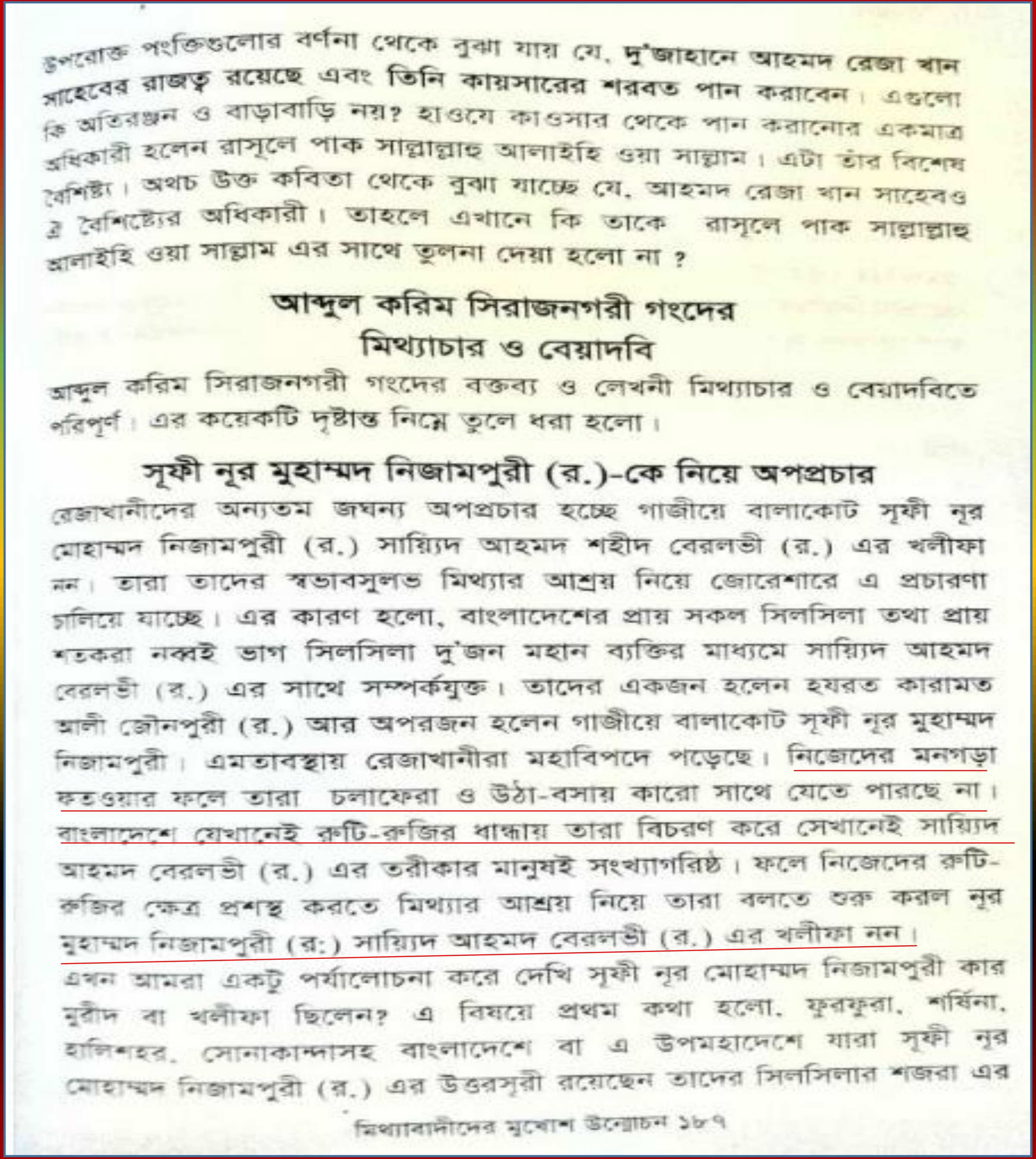

উপরোক্ত পংক্তিগুলোর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, **দু'জাহানে আহমদ রেজা খান সাহেবের রাজত্ব রয়েছে** এবং **তিনি কায়সারের শরবত পান করাবেন।** এগুলো কি অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি নয়? হাওযে কাওসার থেকে পান করানোর একমাত্র অধিকারী হলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অথচ উক্ত কবিতা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আহমদ রেজা খান সাহেবও ঐ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাহলে এখানে কি তাকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তুলনা দেয়া হলো না?

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের মিথ্যাচার ও বেয়াদবি

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের বক্তব্য ও লেখনী মিথ্যাচার ও বেয়াদবিতে পরিপূর্ণ। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-কে নিয়ে অপপ্রচার

রেজাখানীদের অন্যতম জঘন্য অপপ্রচার হচ্ছে গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন। তারা তাদের স্বভাবসুলভ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জোরেশোরে এ প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের প্রায় সকল সিলসিলা তথা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ সিলসিলা দু'জন মহান ব্যক্তির মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের একজন হলেন হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আর অপরজন হলেন গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী। এমতাবস্থায় রেজাখানীরা মহাবিপদে পড়েছে। নিজেদের মনগড়া ফতওয়ার ফলে তারা চলাফেরা ও উঠা-বসায় কারো সাথে যেতে পারছে না। বাংলাদেশে যেখানেই রুটি-রুজির ধান্ধায় তারা বিচরণ করে সেখানেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকার মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে নিজেদের রুটি-রুজির ক্ষেত্র প্রশস্থ করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা বলতে শুরু করল নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র:) সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন।

এখন আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী কার মুরীদ বা খলীফা ছিলেন? এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, ফুরফুরা, শর্ষিনা, হালিশহর, সোনাকান্দাসহ বাংলাদেশে বা এ উপমহাদেশে যারা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর উত্তরসূরী রয়েছেন তাদের সিলসিলার শজরা এর

গাজীয়ে বালাকুট

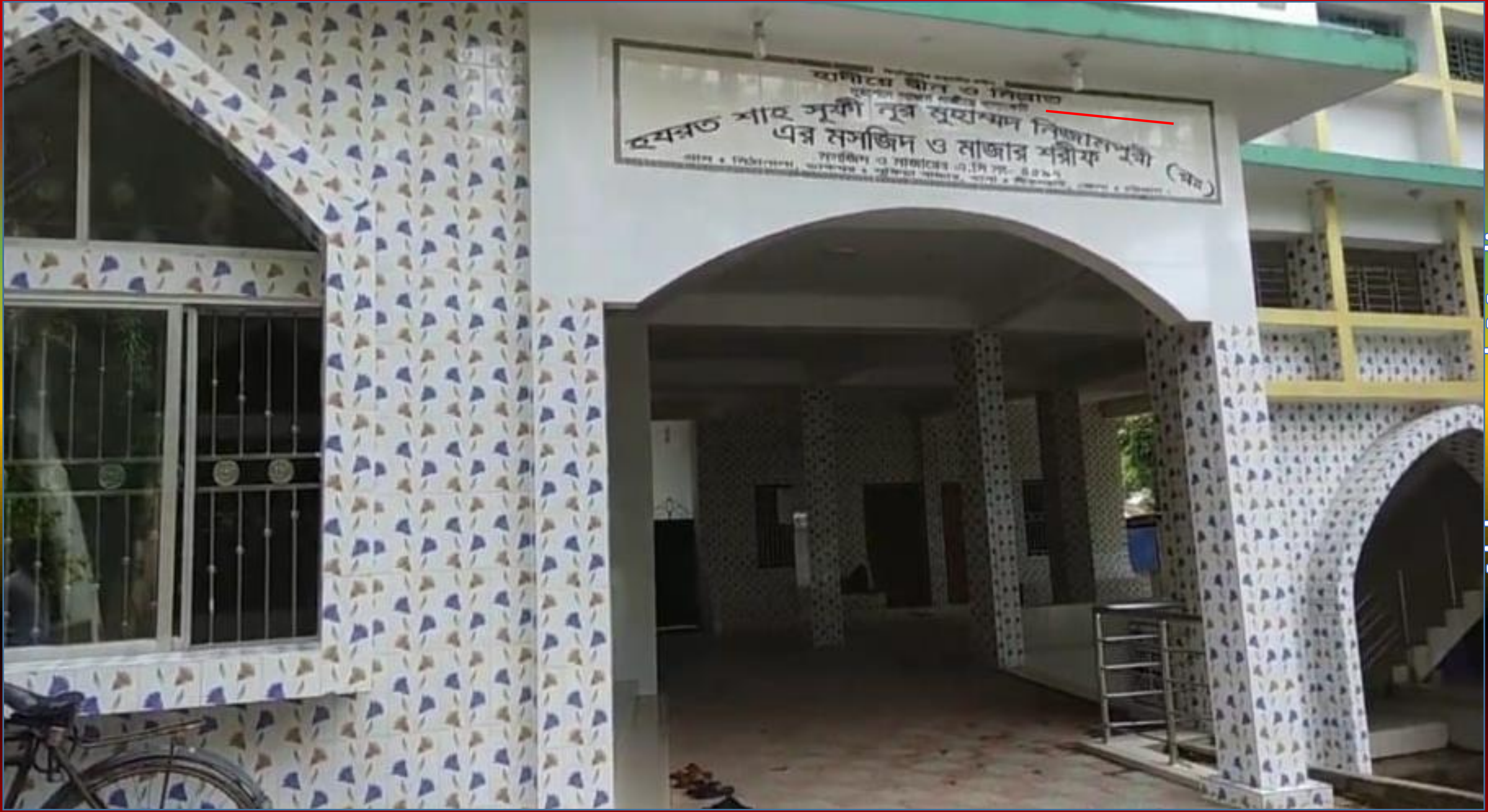
হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রহ)
এর মসজিদ ও মাজার শরীফ

তাইলে
আমদানী কারক
কারা

তাইলে আমদানী কারক কারা?

তারা ভাল করেই জানেন ওয়াহাবীবাদের আমদানীকারক কারা কিন্তু বলেন না, শেষে নিজের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে। ওয়াহাবীবাদের প্রতিষ্ঠাতা যারা তারাই ২০০ বছর ভারত দখল করে রেখেছিল। ভারতে যারা ওয়াহাবীবাদের প্রচারক ছিল সরকারী আদেশের মাধ্যমে তাদের নাম পরিবর্তন করে আহলে হাদীস রেখেছিল। ওরা আগেও ছিল এখনো আছে। কিন্তু জাত ভাই হওয়ার কারণে বামপন্থীরা চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে “ তাইলে ওহাবীবাদের আমদানী কারক কারা”।

মূলতঃ আজকে যারা “ তাইলে আমদানী করল কে” বলে চিৎকার করে গলা ফাটায়, এই বিশ্বে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবীবাদ আমদানীতে বৃটিশের সাথে তারাও সমান শরীক। বৃটিশ হুকুমত আল্লাহর দান এই ফতোয়া কারা কারা দিয়েছিল ক্রমান্বয়ে সব প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য হতে যাচ্ছি। চলবে। ফিতনা যারা শুরু করেছেন তারা থামলে আমরাও থামব ইনশাআল্লাহ।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ

রাহিমাহুল্লাহ’র

খেলাফত

ও বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের জবাব

অক্টোবর ০১, ২০১৯

AhlussunnahMedia

https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia

https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/

sumi Tv
PowerDirector

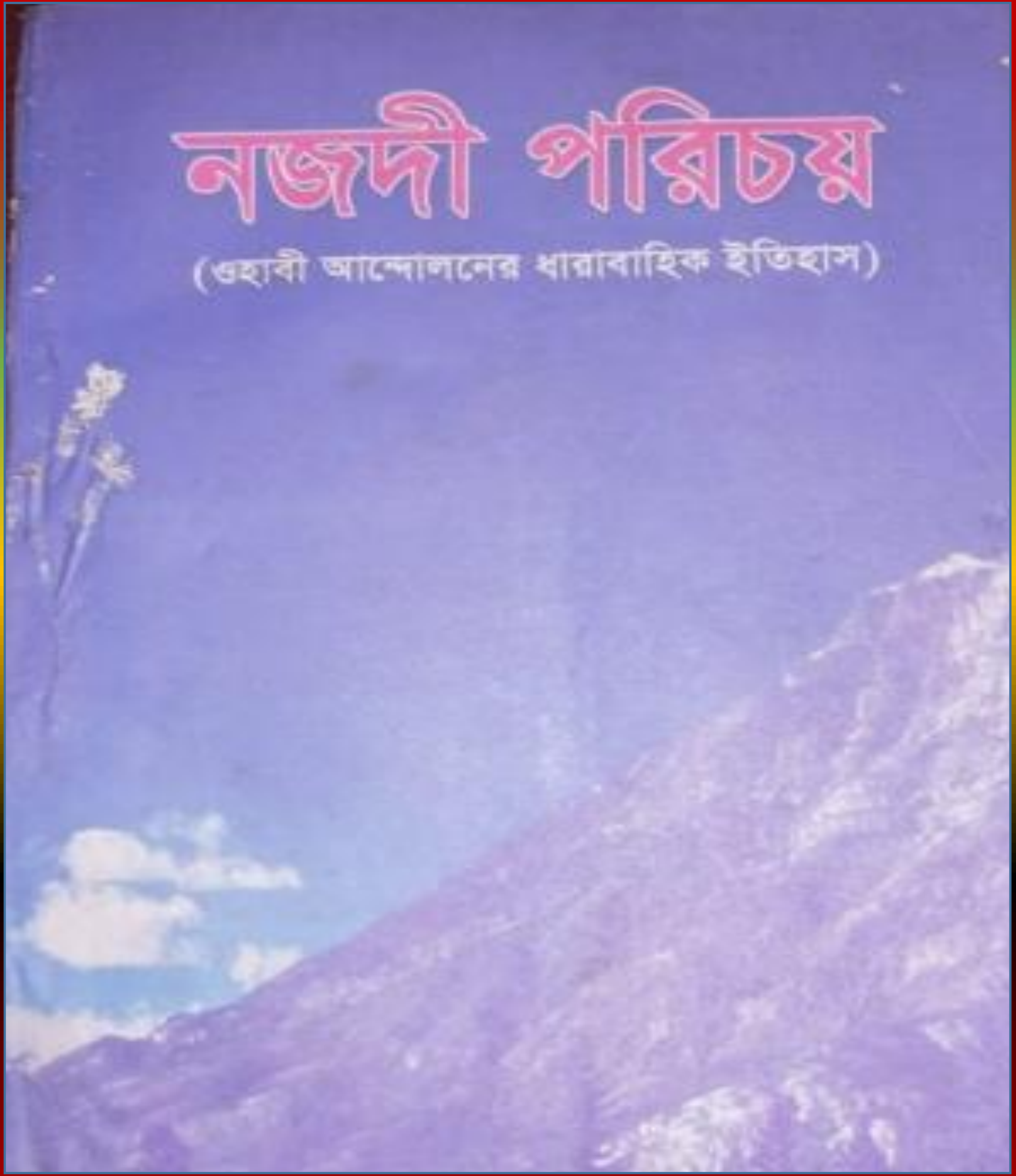

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

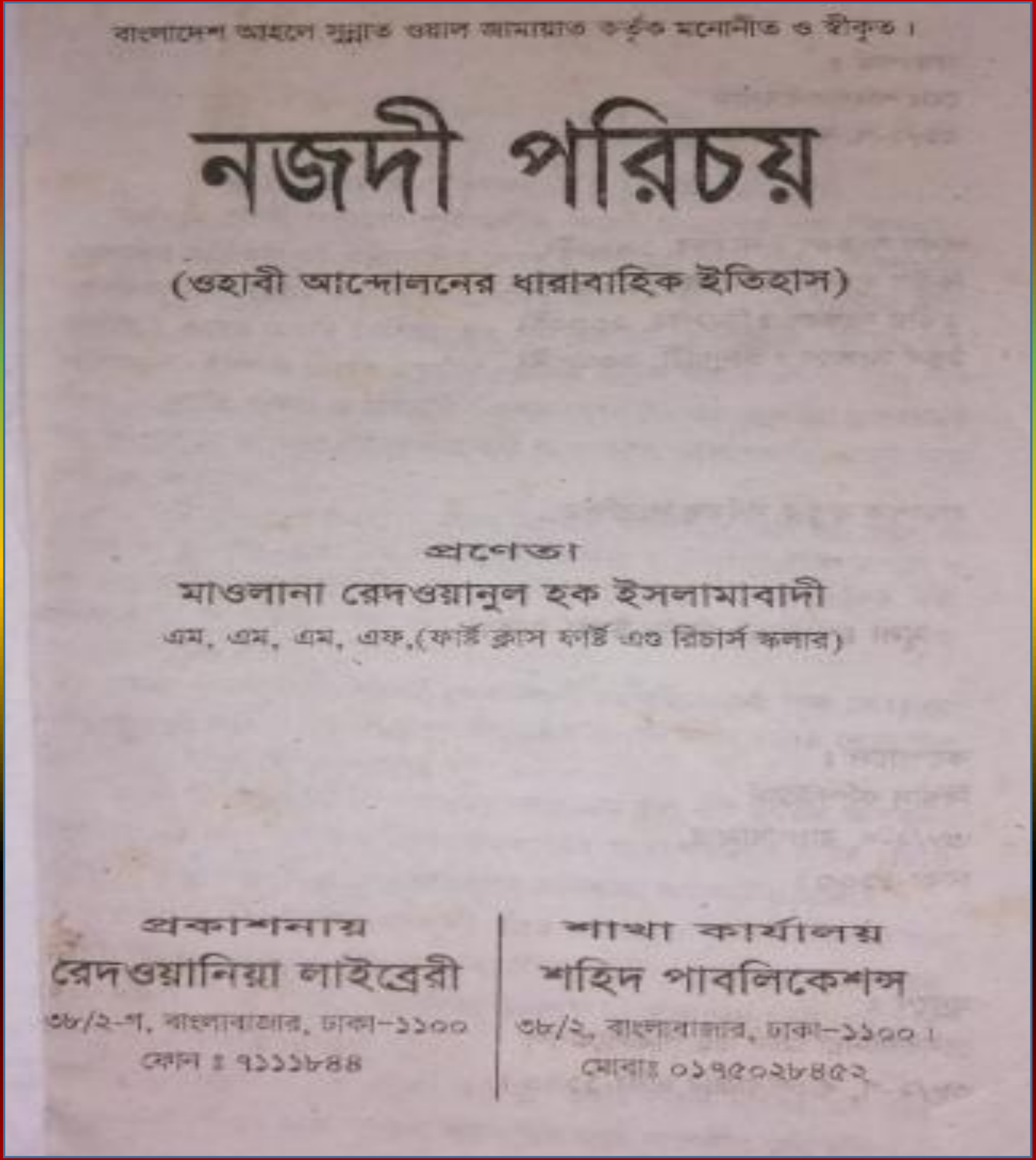

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

নজদী পরিচয়

(ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস)

প্রণেতা
মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী
এম, এম, এম, এফ,(ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এণ্ড রিচার্স স্কলার)

প্রকাশনায়
রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৩৮/২-গ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৮৪৪

শাখা কার্যালয়
শহিদ পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাঃ ০১৭৫০২৮৪৫২

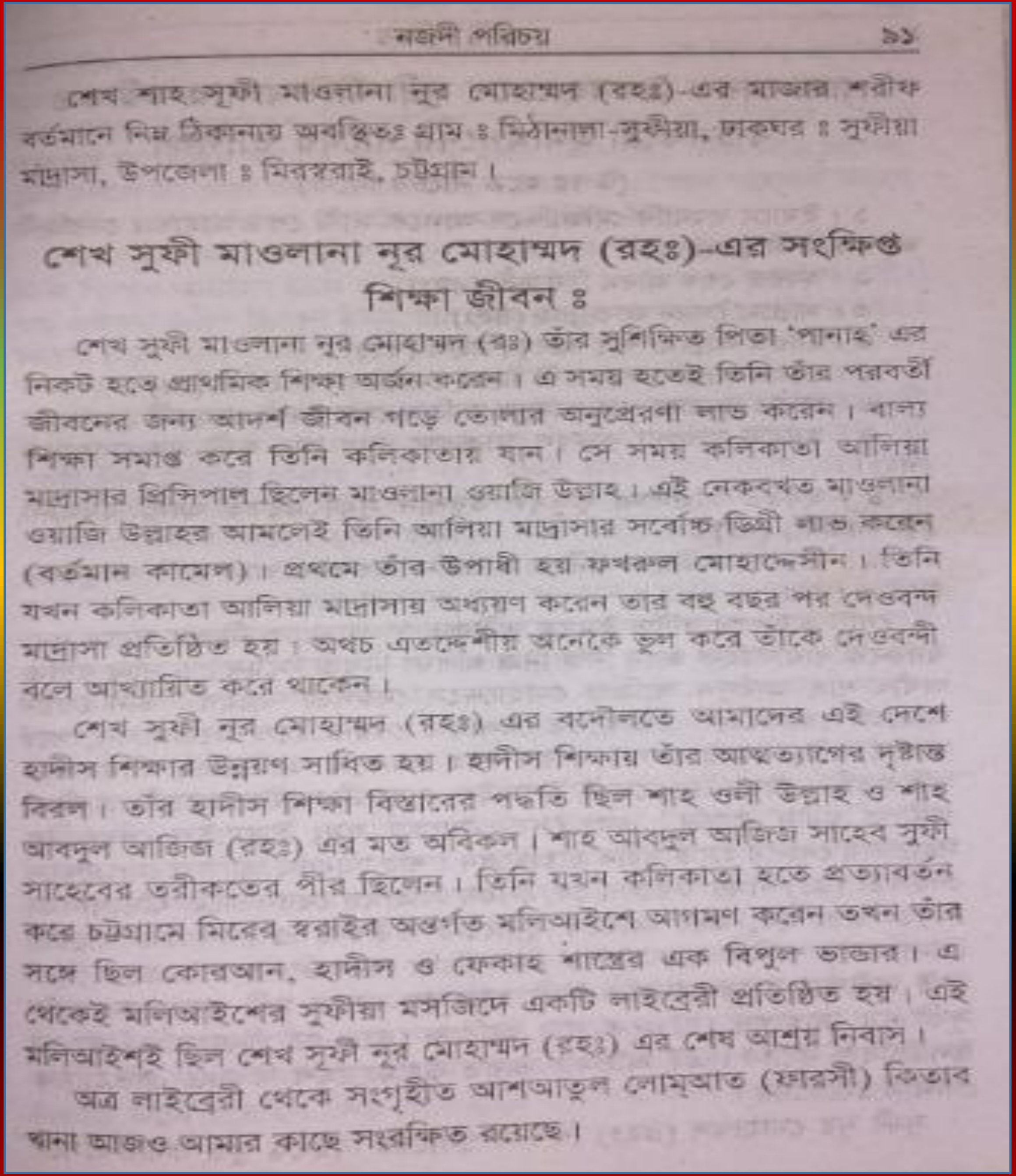

শেখ শাহ সূফী মাওলানা নুর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মাজার শরীফ বর্তমানে নিম্ন ঠিকানায় অবস্থিতঃ গ্রাম ঃ মিঠানালা-সুফীয়া, ডাকঘর ঃ সুফীয়া মাদ্রাসা, উপজেলা ঃ মিরস্বরাই, চট্টগ্রাম।

শেখ সুফী মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা জীবন ঃ

শেখ সুফী মাওলানা নুর মোহাম্মদ (রঃ) তাঁর সুশিক্ষিত পিতা 'পানাহ' এর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ সময় হতেই তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনের জন্য আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলিকাতায় যান। সে সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা ওয়াজি উল্লাহ। এই নেকবখত মাওলানা ওয়াজি উল্লাহর আমলেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন (বর্তমান কামেল)। প্রথমে তাঁর উপাধী হয় ফখরুল মোহাদ্দেসীন। তিনি যখন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ণ করেন তার বহু বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ এতদ্দেশীয় অনেকে ভুল করে তাঁকে দেওবন্দী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

শেখ সুফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর বদৌলতে আমাদের এই দেশে হাদীস শিক্ষার উন্নয়ণ সাধিত হয়। হাদীস শিক্ষায় তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর হাদীস শিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি ছিল শাহ ওলী উল্লাহ ও শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) এর মত অবিকল। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব সুফী সাহেবের তরীকতের পীর ছিলেন। তিনি যখন কলিকাতা হতে প্রত্যাবর্তন করে চট্টগ্রামে মিরের স্বরাইর অন্তর্গত মলিআইশে আগমণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের এক বিপুল ভান্ডার। এই থেকেই মলিআইশের সুফীয়া মসজিদে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মলিআইশই ছিল শেখ সূফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ) এর শেষ আশ্রয় নিবাস।

অত্র লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত আশআতুল লোমআত (ফারসী) কিতাব খানা আজও আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

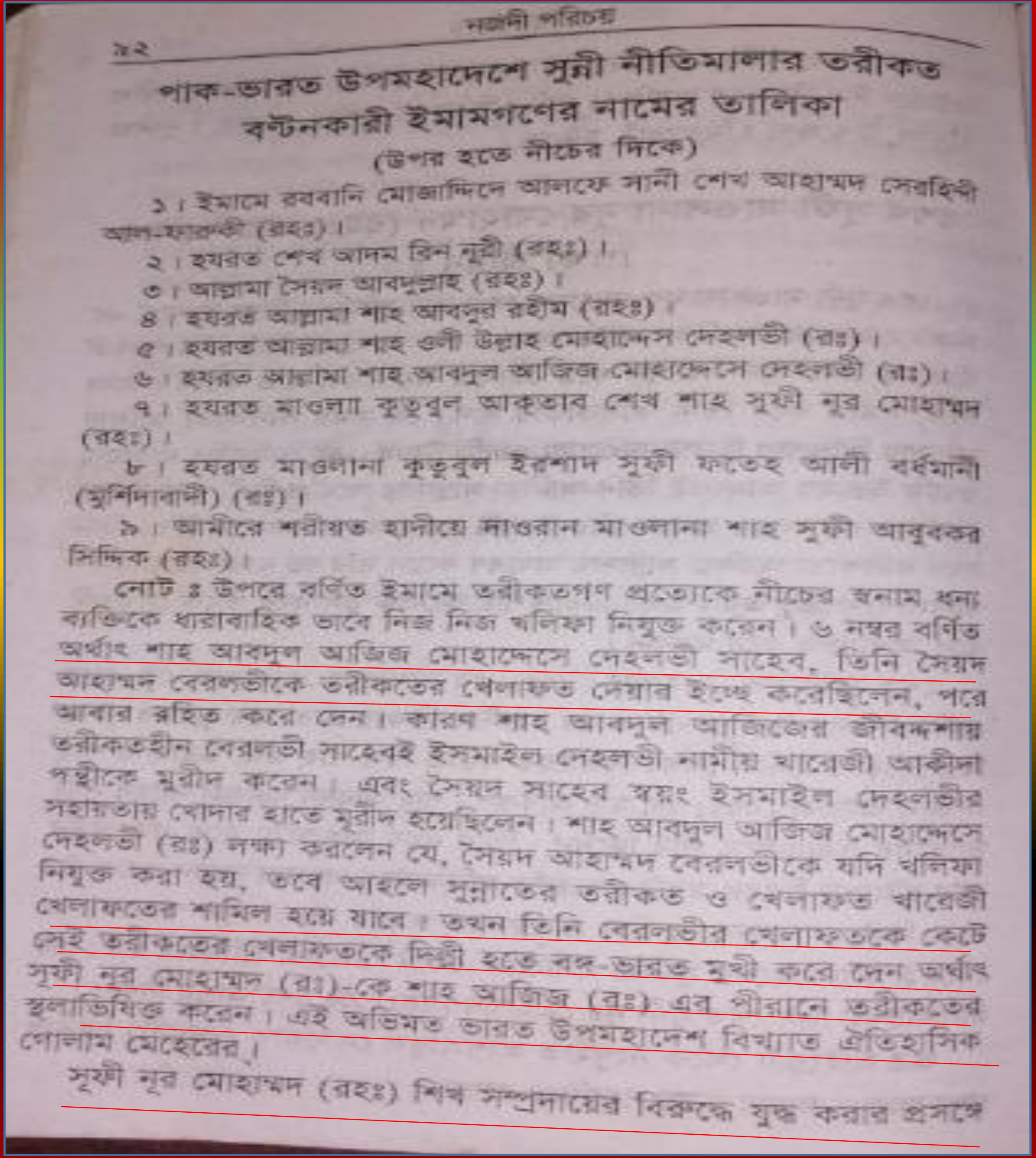

পাক-ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নীতিমালার তরীকত বন্টনকারী ইমামগণের নামের তালিকা

(উপর হতে নীচের দিকে)

১। ইমামে রব্বানি মোজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহাম্মদ সেরহিন্দী আল-ফারুকী (রহঃ)।

২। হযরত শেখ আদম বিন নুরী (রহঃ)।

৩। আল্লামা সৈয়দ আবদুল্লাহ (রহঃ)।

৪। হযরত আল্লামা শাহ আবদুর রহীম (রহঃ)।

৫। হযরত আল্লামা শাহ ওলী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)।

৬। হযরত আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)।

৭। হযরত মাওলা। কুতুবুল আকতাব শেখ শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ (রহঃ)।

৮। হযরত মাওলানা কুতুবুল ইরশাদ সুফী ফতেহ আলী বর্দ্দমানী (মুর্শিদাবাদী) (রঃ)।

৯। আমীরে শরীয়ত হাদীয়ে দাওরান মাওলানা শাহ সুফী আবুবক্কর সিদ্দিক (রহঃ)।

নোট ঃ উপরে বর্ণিত ইমামে তরীকতগণ প্রত্যেকে নীচের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক ভাবে নিজ নিজ খলিফা নিযুক্ত করেন। ৬ নম্বর বর্ণিত অর্থাৎ শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী সাহেব, তিনি সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছে করেছিলেন, পরে আবার রহিত করে দেন। কারণ শাহ আবদুল আজিজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন বেরলভী সাহেবই ইসমাইল দেহলভী নামীয় খারেজী আকীদা পন্থীকে মুরীদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব স্বয়ং ইসমাইল দেহলভীর সহায়তায় খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহাম্মদ বেরলভীকে যদি খলিফা নিযুক্ত করা হয়, তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের শামিল হয়ে যাবে। তখন তিনি বেরলভীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বঙ্গ-ভারত মুখী করে দেন অর্থাৎ সূফী নুর মোহাম্মদ (রঃ)-কে শাহ আজিজ (রঃ) এর পীরানে তরীকতের স্থলাভিষিক্ত করেন। এই অভিমত ভারত উপমহাদেশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম মেহেরের।

সূফী নূর মোহাম্মদ (রহঃ) শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রসঙ্গে

কে এই রেদওয়ানুল হক
ইসলামাবাদী

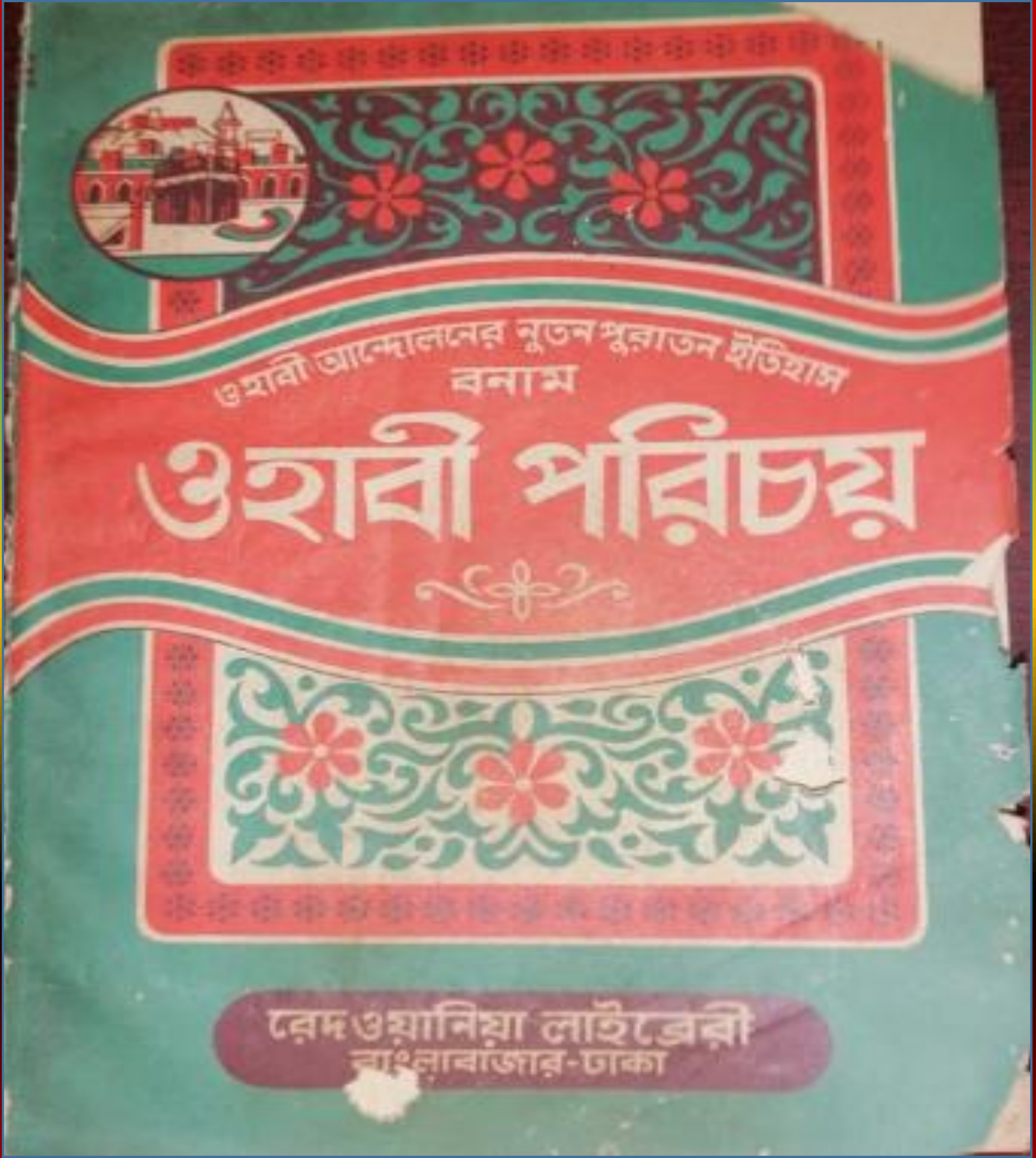

ওহাবী আন্দোলনের নূতন পুরাতন ইতিহাস

বনাম

ওহাবী পরিচয়

রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী

বাংলাবাজার-ঢাকা

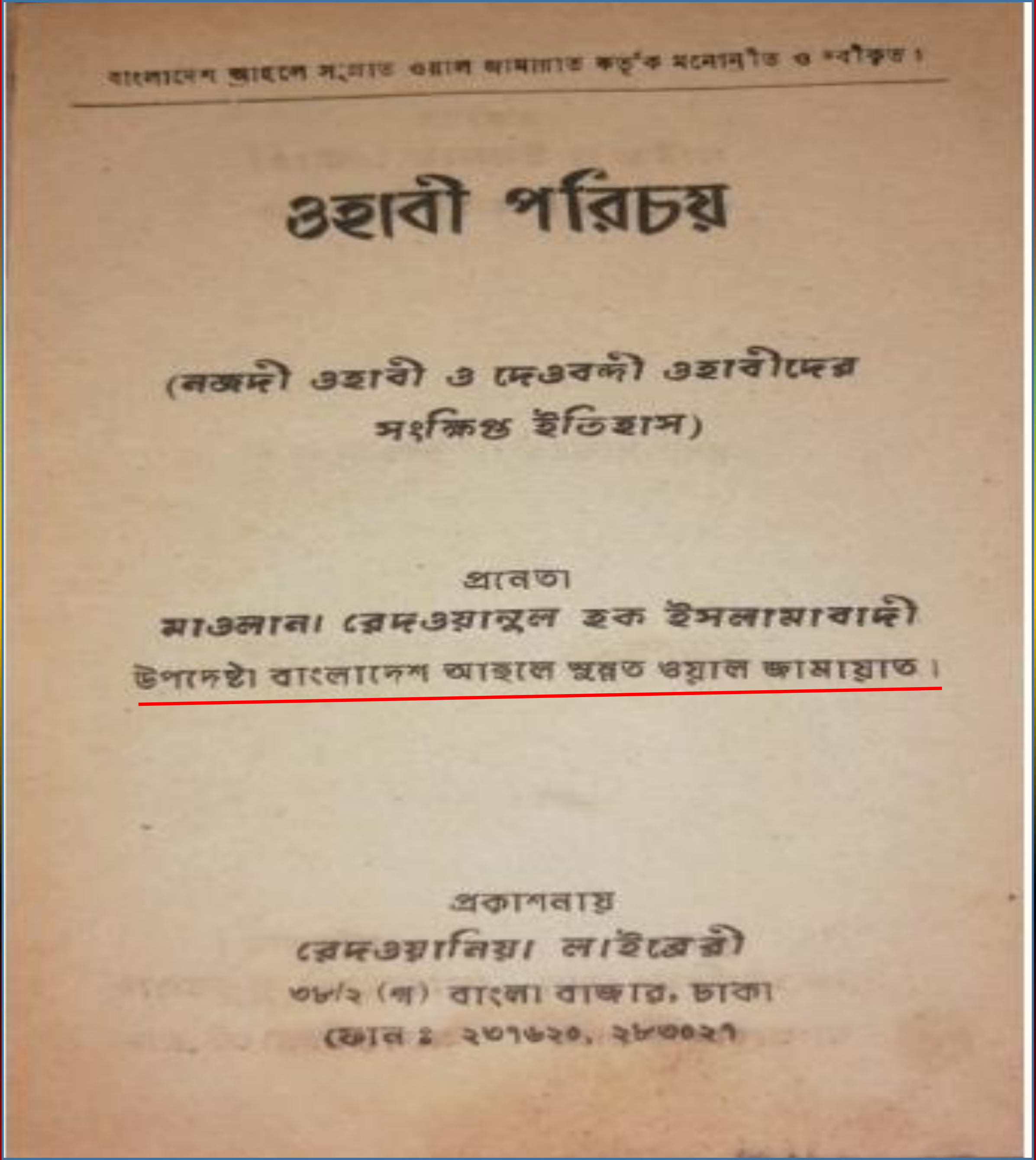

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কর্তৃক মনোনীত ও স্বীকৃত।

ওহাবী পরিচয়

(নজদী ওহাবী ও দেওবন্দী ওহাবীদের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

প্রনেতা

মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী

উপদেষ্টা বাংলাদেশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত।

প্রকাশনায়
রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৩৮/২ (খ) বাংলা বাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ২৩৭৬২০, ২৮৩০২৭

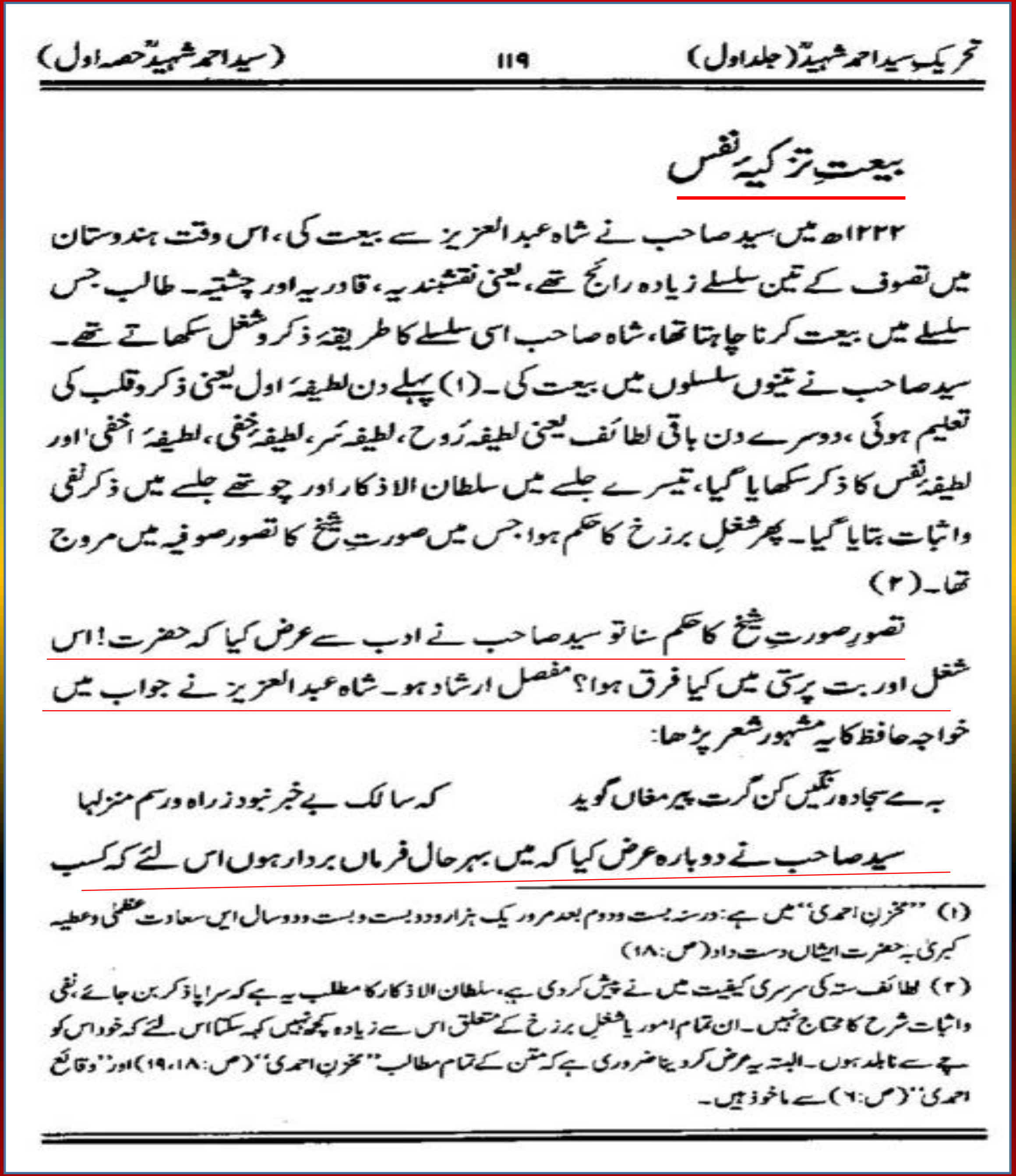

تحریک سید احمد شہیدؒ (جلد اول) ۱۱۹ (سید احمد شہیدؒ حصہ اول)

بیعتِ تزکیۂ نفس

۱۲۲۲ھ میں سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز سے بیعت کی، اس وقت ہندوستان میں تصوف کے تین سلسلے زیادہ رائج تھے، یعنی نقشبندیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ طالب جس سلسلے میں بیعت کرنا چاہتا تھا، شاہ صاحب اسی سلسلے کا طریقۂ ذکر و شغل سکھاتے تھے۔ سید صاحب نے تینوں سلسلوں میں بیعت کی۔ (۱) پہلے دن لطیفۂ اول یعنی ذکر و قلب کی تعلیم ہوئی، دوسرے دن باقی لطائف یعنی لطیفۂ روح، لطیفۂ سر، لطیفۂ خفی، لطیفۂ اخفیٰ اور لطیفۂ نفس کا ذکر سکھایا گیا، تیسرے جلسے میں سلطان الاذکار اور چوتھے جلسے میں ذکر نفی و اثبات بتایا گیا۔ پھر شغلِ برزخ کا حکم ہوا جس میں صورتِ شیخ کا تصور صوفیہ میں مروج تھا۔ (۲)

تصورِ صورتِ شیخ کا حکم سنا تو سید صاحب نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! اس شغل اور بت پرستی میں کیا فرق ہوا؟ مفصل ارشاد ہو۔ شاہ عبدالعزیز نے جواب میں خواجہ حافظ کا یہ مشہور شعر پڑھا:

بہ مے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

سید صاحب نے دوبارہ عرض کیا کہ میں بہرحال فرماں بردار ہوں اس لئے کہ کسب

---

(۱) "مخزنِ احمدی" میں ہے: در سنہ بست و دوم بعد مرور یک ہزار و دو بست و بست و دو سال ایں سعادت عظمیٰ و عطیہ کبریٰ بہ حضرت ایشاں دست داد (ص: ۱۸)

(۲) لطائف ستہ کی سرسری کیفیت میں نے پیش کردی ہے۔ سلطان الاذکار کا مطلب یہ ہے کہ سراپا ذکر بن جائے، نفی واثبات شرح کا محتاج نہیں۔ ان تمام امور یا شغلِ برزخ کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ خود اس کوچے سے نابلد ہوں۔ البتہ یہ عرض کردینا ضروری ہے کہ متن کے تمام مطالب "مخزنِ احمدی" (ص: ۱۸، ۱۹) اور "وقائع احمدی" (ص: ۶) سے ماخوذ ہیں۔

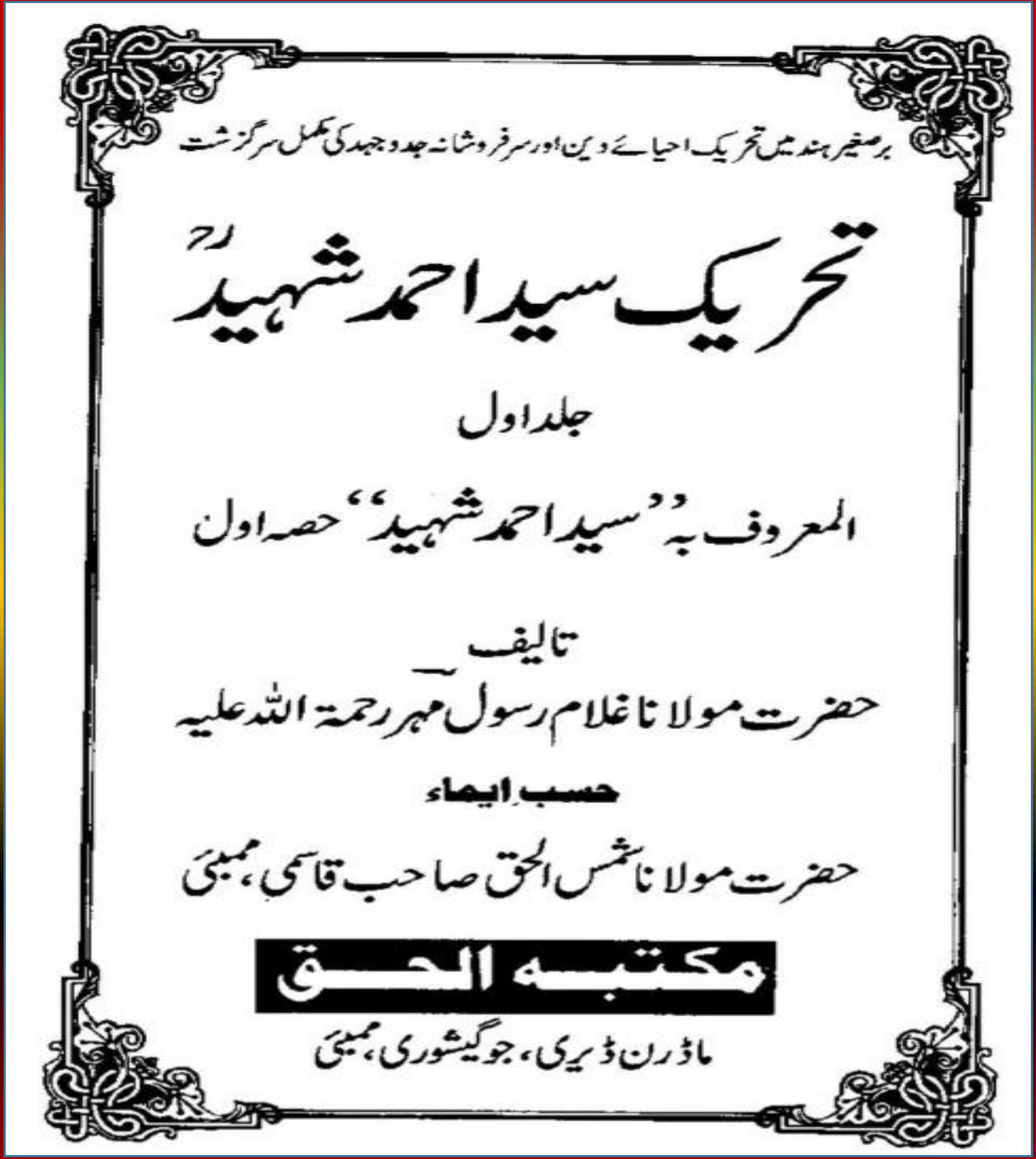

برصغیر ہند میں تحریک احیائے دین اور سرفروشانہ جدوجہد کی مکمل سرگزشت

تحریک سید احمد شہیدؒ

جلد اول

المعروف بہ "سید احمد شہیدؒ" حصہ اول

تالیف
حضرت مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ

حسبِ ایماء
حضرت مولانا شمس الحق صاحب قاسمی، ممبئی

مکتبہ الحق
ماڈرن ڈیری، جوگیشوری، ممبئی

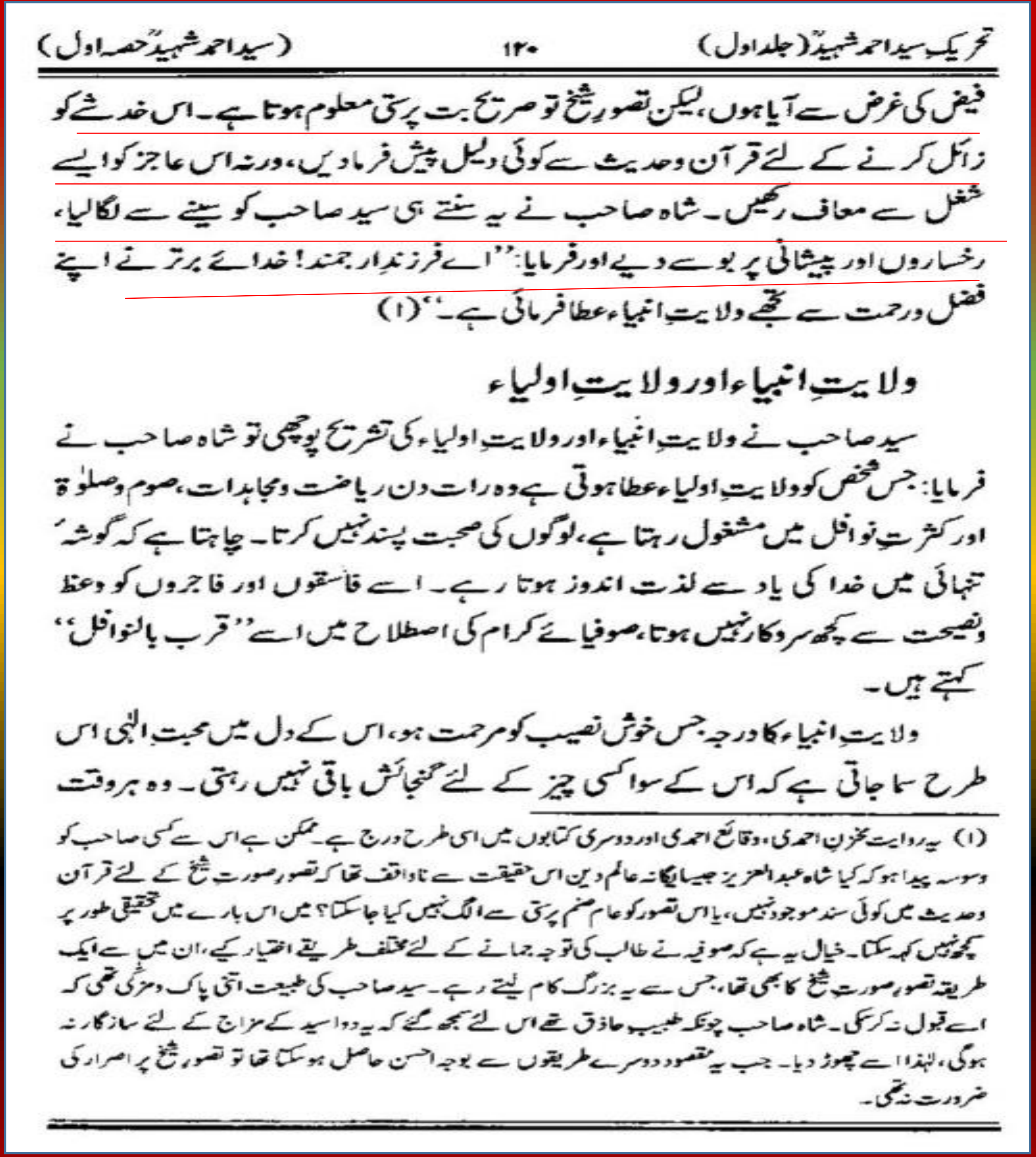

فیض کی غرض سے آیا ہوں، لیکن تصورِ شیخ تو صریح بت پرستی معلوم ہوتا ہے۔ اس خدشے کو زائل کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے کوئی دلیل پیش فرمادیں، ورنہ اس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں۔ شاہ صاحب نے یہ سنتے ہی سید صاحب کو سینے سے لگالیا، رخساروں اور پیشانی پر بوسے دیے اور فرمایا: ''اے فرزندِ ارجمند! خدائے برتر نے اپنے فضل ورحمت سے تجھے ولایتِ انبیاء عطا فرمائی ہے۔''(۱)

ولایتِ انبیاء اور ولایتِ اولیاء

سید صاحب نے ولایتِ انبیاء اور ولایتِ اولیاء کی تشریح پوچھی تو شاہ صاحب نے فرمایا: جس شخص کو ولایتِ اولیاء عطا ہوتی ہے وہ رات دن ریاضت ومجاہدات، صوم وصلوٰۃ اور کثرتِ نوافل میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کی صحبت پسند نہیں کرتا۔ چاہتا ہے کہ گوشۂ تنہائی میں خدا کی یاد سے لذت اندوز ہوتا رہے۔ اسے فاسقوں اور فاجروں کو وعظ ونصیحت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے ''قرب بالنوافل'' کہتے ہیں۔

ولایتِ انبیاء کا درجہ جس خوش نصیب کو مرحمت ہو، اس کے دل میں محبتِ الٰہی اس طرح سما جاتی ہے کہ اس کے سوا کسی چیز کے لئے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ بروقت

---

(۱) یہ روایت مخزنِ احمدی، وقائع احمدی اور دوسری کتابوں میں اسی طرح درج ہے۔ ممکن ہے اس سے کسی صاحب کو وسوسہ پیدا ہو کہ کیا شاہ عبدالعزیز جیسا یگانہ عالم دین اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ تصورِ صورتِ شیخ کے لئے قرآن وحدیث میں کوئی سند موجود نہیں، یا اس تصور کو عام صنم پرستی سے الگ نہیں کیا جاسکتا؟ میں اس بارے میں تحقیقی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیال یہ ہے کہ صوفیہ نے طالب کی توجہ جمانے کے لئے مختلف طریقے اختیار کیے، ان میں سے ایک طریقہ تصورِ صورتِ شیخ کا بھی تھا، جس سے یہ بزرگ کام لیتے رہے۔ سید صاحب کی طبیعت اتنی پاک وصاف تھی کہ اسے قبول نہ کرسکی۔ شاہ صاحب چونکہ طبیبِ حاذق تھے اس لئے سمجھ گئے کہ یہ دوا سید کے مزاج کے لئے سازگار نہ ہوگی، لہٰذا اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ مقصود دوسرے طریقوں سے بوجہ احسن حاصل ہوسکتا تھا تو تصورِ شیخ پر اصرار کی ضرورت نہ تھی۔

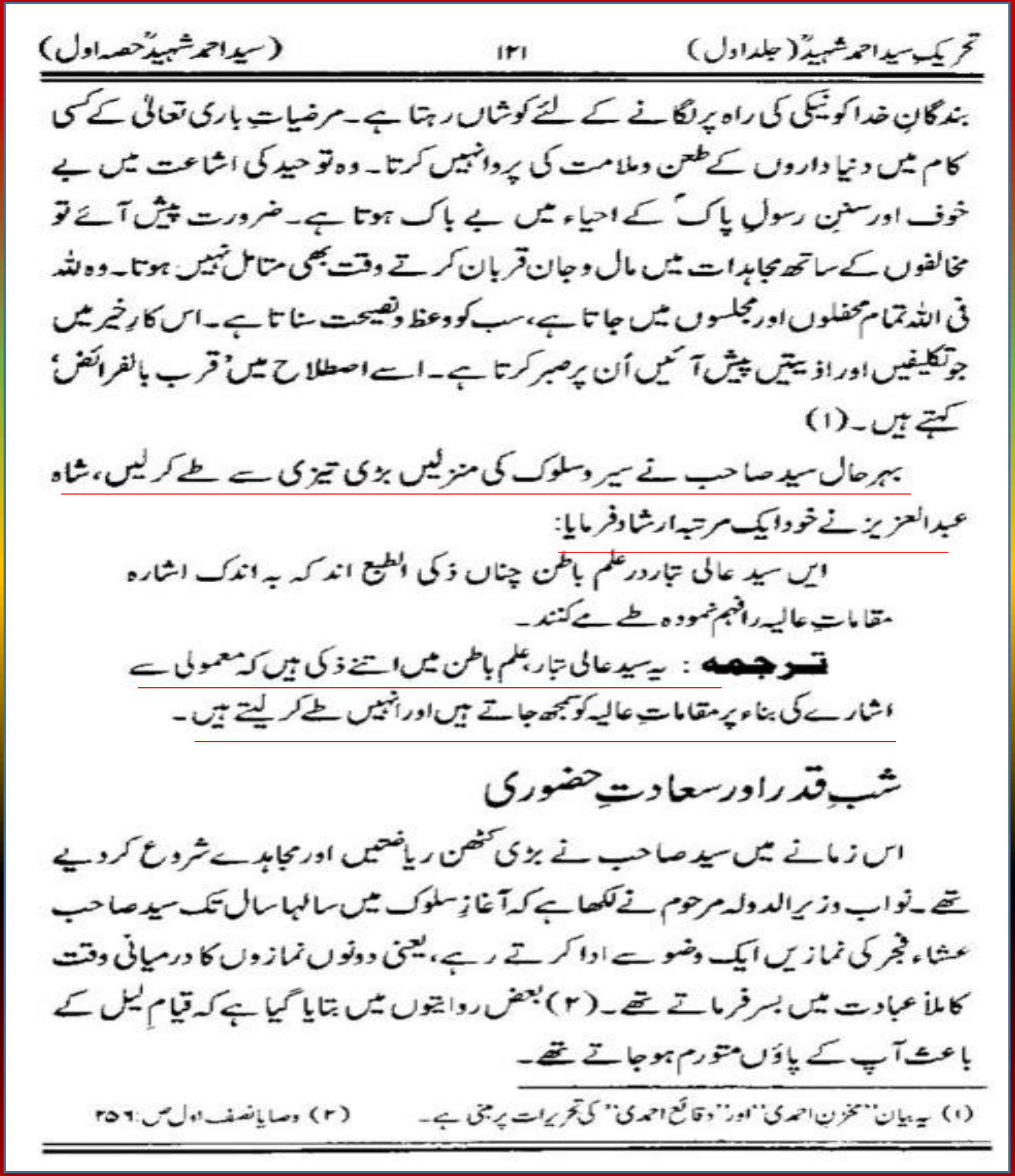

بندگانِ خدا کو نیکی کی راہ پر لگانے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ مرضیاتِ باری تعالیٰ کے کسی کام میں دنیا داروں کے طعن وملامت کی پروا نہیں کرتا۔ وہ توحید کی اشاعت میں بے خوف اور سننِ رسولِ پاکؐ کے احیاء میں بے باک ہوتا ہے۔ ضرورت پیش آئے تو مخالفوں کے ساتھ مجاہدات میں مال وجان قربان کرتے وقت بھی متامل نہیں ہوتا۔ وہ للہ فی اللہ تمام محفلوں اور مجلسوں میں جاتا ہے، سب کو وعظ ونصیحت سناتا ہے۔ اس کارِ خیر میں جو تکلیفیں اور اذیتیں پیش آئیں اُن پر صبر کرتا ہے۔ اسے اصطلاح میں 'قرب بالفرائض' کہتے ہیں۔(۱)

بہرحال سید صاحب نے سیر وسلوک کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کرلیں، شاہ عبدالعزیز نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

> ایں سید عالی تبار در علمِ باطن چناں ذکی الطبع اند کہ بہ اندک اشارہ مقاماتِ عالیہ را فہم نمودہ طے مے کنند۔
>
> **ترجمہ** : یہ سید عالی تبار، علمِ باطن میں اتنے ذکی ہیں کہ معمولی سے اشارے کی بناء پر مقاماتِ عالیہ کو سمجھ جاتے ہیں اور انہیں طے کرلیتے ہیں۔

شبِ قدر اور سعادتِ حضوری

اس زمانے میں سید صاحب نے بڑی کٹھن ریاضتیں اور مجاہدے شروع کردیے تھے۔ نواب وزیر الدولہ مرحوم نے لکھا ہے کہ آغازِ سلوک میں سالہا سال تک سید صاحب عشاء، فجر کی نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے رہے، یعنی دونوں نمازوں کا درمیانی وقت کاملاً عبادت میں بسر فرماتے تھے۔(۲) بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیامِ لیل کے باعث آپ کے پاؤں متورم ہوجاتے تھے۔

---

(۱) یہ بیان "مخزنِ احمدی" اور "وقائع احمدی" کی تحریرات پر مبنی ہے۔ (۲) وصایا نصف اول ص:۲۵۶